রাজাবলী।

অর্থাৎ

কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।

সংগ্রহ ভাষাতে

ফোর্ট উইলিয়মকলেজের ও মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের
প্রধান পণ্ডিত

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা কৃতা

রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৫২ নং ভবনে

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।
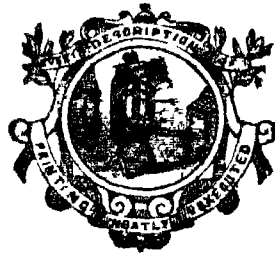
কলিকাতা;

বাগবাজার রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্ ৮৪ নং, নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসুদ্বারা মুদ্রিত।

ইং ১৮৮৯ সাল।

পূজনীয়বর সর্ব্বগুণৈকনিলয় মিষ্টভাষী শিষ্টশিরোমণি ইষ্টনিষ্ঠ-বিশিষ্ট বহুজনপ্রতিপালক মহামান্য—

শ্রীল-শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়েষু।

প্রতিদিন দীনদরিদ্র আপনার আবাস হইতে ফিরিয়া হাস্যবদনে যেরূপ আপনার বদান্যতার পরিচয় দেয়, ব্রাউ-টন বিদ্যালয় সেইরূপ আপনার বিদ্যোৎসাহ প্রচার করে, এই নিমিত্ত আপনার করকমলে এই পুস্তকখানি অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম, ভরসা করি, সাধারণ লোক যেরূপ আপনার নিকট সম্মানিত হইয়া সন্তোষলাভ করে, এই গ্রন্থ-খানিও সেইরূপ আপনার আশ্রয় পাইলে আমিও যথোচিত সন্তুষ্ট হইব। ইতি

গ্রন্থকারের পৌত্র

শ্রীবেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক।

ভূমিকা।

—০০—

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত রাজা বা সম্রাট্ হইয়াছেন, তাহাদের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি ১৮১০ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়, সে সময় গৃহে গৃহে আদরণীয় হইয়াছিল এবং তৎকালে গ্রন্থকর্ত্তার ইংরাজ বন্ধুবর্গ তাঁহার অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক পাঠকবৃন্দ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এরূপ সংবাদপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গালায় কেন? ভারতবর্ষসম্বন্ধে ইংরাজীতেও বিরল, বহুব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে বিষয় সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহার ভাষা পুরাতন ও মিশ্রিত কিন্তু তেজস্বী ও পবিত্র, পাশ্চাত্য রচনার অনুকরণ ইহাতে কিছুমাত্র নাই. কেহ কেহ ইহা দোষ বলিতে পারেন, কিন্তু সারগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রেই আদর করিবেন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের পৌত্র
শ্রীবেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

রাজাবলী।

ব্রহ্মপ্রভৃতি কীটপর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের এবং অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্য বস্তু সকলের ও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ব্যবস্থা ও কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।

পিতৃকল্পাদি ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কাল চক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্ত্তমান শ্বেতবারাহ কল্প যাইতেছে, একেক কল্পেতে চতুর্দ্দশ ২ মনু হয়, তাহাতে শ্বেতবারাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছে। একেক মনুতে ২৮৪ যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুতে ১১২ যুগের যুগ এই কলি যুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর, ইহার মধ্যে ১,৭২৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত গত ৪,৯০৫ বৎসর, বাকি ৪,২৭,০৯৫ বৎসর। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে

পৃথিবীর আট আনা, অন্য অন্য আকাশাদি চারি ভূতের দুই দুই আনা, এ সমুদয় ষোল আনাতে মিশ্রিত ও চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড কেবল শূন্যের উপরে আছে। ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা মূর্তিমান্ কেহ নাই। অনন্ত প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিপিণ্ডের ধারণকর্ত্তা, ইহা পৌরাণিকেরা বর্ণনা করেন, সে কেবল বর্ণনামাত্র। এই ভূমিপিণ্ডের উপরে অধকে ও পার্শ্বেতে সর্ব্বত্র, দেব, মনুষ্য, দানব, দৈত্য, পশু, পক্ষ্যাদি ও পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, নদী, নদাদিতে, কেশর নিকরেতে কদম্ব কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।

এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ। ঐ ভূমিপিণ্ডের আর অর্দ্ধেকেতে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে শাক, শাল্মল, কৌশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক, পুষ্কর, এই এই নামে ছয় দ্বীপের ও লবণ, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, ইক্ষুরস, মদ্য, স্বাদু, জল, নামে সপ্ত সমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে, এইরূপে এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। এই সপ্ত দ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামে এই দ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ নবখণ্ড, তাহার প্রত্যেকের নাম ভারতবর্ষ, কিন্নরবর্ষ, হরিবর্ষ, কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, রম্যকবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, এই নব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষনামে পৃথিবীর নবভাগের একভাগ এই। ভারতবর্ষের নবভাগ, সে সকল ভাগের নাম এই; ঐন্দ্র, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমৎ, নাগ, সৌম্য, বারুণ, গান্ধর্ব্ব, কুমারিকা, এই নবখণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যাঁহাতে আছে

সে কুমারিকাখণ্ড এই। আর আর খণ্ড সকলের মধ্যে অন্ত্যজ লোকের বসতি।

পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু নামে অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে রাজাকে সত্যযুগে প্রথমত আরোপিত করিয়াছিলেন, ঐ রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয়রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ, এই দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তান পরম্পরাতে চারিযুগে এই পৃথিবী-মণ্ডল অধিকৃত ছিল। এই উভয় বংশীয় রাজাদের মধ্যে মহত্তম ধর্ম্ম, তপোবলপ্রভাবে কেহ কেহ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন; কেহ কেহ মহত্তর ধর্ম্ম, তপস্যা, বল ও প্রতাপে জম্বুদ্বীপ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন। কেহ কেহ মহাধর্ম্ম ও তপোবল বশতঃ ভারতবর্ষ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন, কেহ বা কুমারিকা খণ্ড মাত্রের রাজা ছিলেন. এই দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট্ হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন। ইহাদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে।

এই উভয়বংশীয় রাজাদের অধিকারে ১৭,২৮,০০০ বৎসর সত্যযুগের ও ১২,৯৬,০০০ বৎসর ত্রেতাযুগের ও ৮,৬৪,০০০ বৎসর দ্বাপরযুগের অবসান হইলে পর বর্ত্তমান কলিযুগের আরম্ভ অবধি গত ৪,৯০৫ বৎসর পর্য্যন্ত যে যে রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন, তাহাদের বিবরণ ১৮০৮ খিশ্বীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।

এই বর্ত্তমান কলিযুগে ৬ শক প্রবর্ত্তক রাজা কলির প্রথমাবধি ৩,০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজার শক গত

হইয়াছে। তাহার পর উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য রাজার ১৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত শক গত হইয়াছে, এই দুই শক গত; বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক যাইতেছে, এই শক বিক্রমাদিত্য রাজার শকের পর ১৮,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর বিজয়াভিনন্দন নামে রাজা চিত্রকুট পর্ব্বত প্রদেশে হইবেন, তাহার শক শালি-বাহন রাজার শকের পর ১০,০০০ বৎসর পর্য্যন্ত হইবে।

তাহার পর পরিনাগার্জ্জুন নামে এক রাজা হইবেন, তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে। তাহার পর সম্ভলদেশে গৌড় ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কি-দেবের অবতার হইবে, এইমতে ছয় শক কর্ত্তা রাজাদের মধ্যে দুই গত, এক বর্ত্তমান, তিন ভাবী।

এই ভারতবর্ষের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, চারিদিক্ অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু, ঈশান, চারি কোণ আর মধ্যে এইরূপে নয় ভাগ, এই নয় ভাগের মধ্যভাগে যে যে দেশ সকল তাহাদের নাম। সারস্বত, মৎস্য, শূরসেন, মথুরা, পঞ্চাল, শাল্ব, মাণ্ডব্য, কুরুক্ষেত্র, হস্তিনা, নৈমিষ, বিন্ধ্যাদ্রি, পাণ্ড্য, ঘোষ, যামুন, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, গয়া, মিথিলা, ইত্যাদি। পূর্ব্বভাগে মগধ, শোণ, বরেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমোলিপ্ত প্রাগ্-জ্যোতিষ, উদয়াদ্রি ইত্যাদি দেশ। অগ্নিকোণে অঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, ত্রৈপুর, কোশল, কলিঙ্গ, উৎকল, অন্ধ্র, বিদর্ভ, শবর ইত্যাদি দেশ। দক্ষিণে অবন্তী, হেমাদ্রি, মলয়, ঋষ্য-মূক, চিত্রকূট, মহারণ্য, কাঞ্চী, সিংহল, কোঙ্কণ, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, লঙ্কা, ত্রিকূট, ইত্যাদি দেশ। নৈর্ঋতকোণে

দ্রবিড়, আনর্ত্ত, মহারাষ্ট্র, রৈবত, যবন, পল্লব, সিন্ধু, পারসিক, ইত্যাদি দেশ। পশ্চিমে হৈহয়, অস্তাদ্রি, ম্লেচ্ছ, বাস, শক ইত্যাদি দেশ। বায়ুকোণে গুজরাট, নাট, জালন্ধর, ইত্যাদি দেশ,। উত্তরে চীন, নেপাল, হূন, কেকয়, মন্দর, গান্ধার, হিমালয়, ক্রৌঞ্চ, গন্ধমাদন, মালব, কৈলাস, মদ্র, কাশ্মীর, ম্লেচ্ছ, খস, ইত্যাদি দেশ। ঈশানকোণে স্বর্ণভৌম, গঙ্গাদ্বার, টঙ্কন, বাহ্লীক, ব্রহ্মপুর, কিরাত, দরদ, ইত্যাদি দেশ। এই সকল দেশের মধ্যে মধ্যদেশস্থিত সম্রাট্ রাজারা নরপাত, উত্তর দেশীয় সম্রাট্ রাজারা অশ্বপতি, দক্ষিণ দেশীয় সম্রাট্ রাজারা গজপতি, এই তিন প্রকার সম্রাট্ রাজাদের মধ্যে নরপতি রাজাদের বিবরণ সামান্যত লিখি।

এই কলির আরম্ভ অবধি ৪,২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ জন নানা জাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট্ হন। ইহার বিবরণ রাজা যুধিষ্ঠির অবধি ক্ষেমকপর্য্যন্ত ২৮ জন ক্ষত্রীয় জাতি পুরুষেতে ১,৮১২ বৎসর। এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রীয় জাতির বিরাম হইল। তাহার পর মহানন্দনামে ক্ষত্রীয়ের ঔরসেতে শূদ্রা-গর্ভজাত নন্দের বংশজ বিশারদ অবধি বোধমল্ল পর্য্যন্ত ১৪ জনেতে ৫০০ বৎসর। এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার পর গোতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূর বংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্য নামে

পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর। এইরূপে কলির প্রথম অবধি ৩,০৪৪ বৎসর গত হইল এবং মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকেরও নিবৃত্তি হইল। তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ হইল, এই সম্বতের আরম্ভ অবধি বিক্রমাদিত্যেরা পিতা পুত্রে দুইজনেতে ৯৩ বৎসর। তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্য্যন্ত ১৬ জন যোগীতে ৬৪১।৩ মাস। তাহার পর তিলকচন্দ্র অবধি গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী প্রেমদেবী পর্য্যন্ত ১০ জনেতে ১৪০।৪ মাস। তাহার পর হরিপ্রেম বৈরাগী অবধি মহাপ্রেম পর্য্যন্ত ৪ জন বৈরাগীতে ৪৫।৭ মাস। তাহার পর ধীসেন অবধি দামোদরসেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজাতি ১৩ জনেতে ১৩৭।১ মাস। তাহার পর দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুত জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর। তাহার পর পৃথুরায় এক জনেতে ১৪।৭ মাস। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আরম্ভ অবধি ১,২২৩ বৎসর গত হইল। এবং কলির প্রথম অবধি ৪,২৬৭ বৎসর গত হইল। এপর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল।

তাহার পর মোসলমানেদের সাম্রাজ্য হইল, যবনদের সাম্রাজ্য হওয়া অবধি ১,৭২৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ জনেতে ৬৫১।৩।২৮ দিন গত হইয়াছে। তাহার বিবরণ সুলতান শাহাবুদ্দিন অবধি মইযুদ্দিন কয়কুবাদ পর্য্যন্ত গোরীয় ১২ জনেতে ১১৮।২।২৭ দিন। তাহার পর জলালুদ্দিন অবধি কৌতবুদ্দিন পর্য্যন্ত খানিজখাঁর সন্তান ৪ জনেতে ৩৪।১১।২০ দিন। তাহার পর খোসরো খাঁ অবধি মহম্মদশাহ পর্য্যন্ত ৯ জন তুরুকেতে ৯৭।৩।১৯ দিন। তাহার পর খেজরখাঁ

অবধি আলাউদ্দিন পর্য্যন্ত ৪জন ওমরার সন্তানেতে ৩৯।৭।১৬ দিন। তাহার পর বেহলোল অবধি এব্রাহিম পর্য্যন্ত ৩ জন পাঠানেতে ৭২।৫।৭ দিন। এইরূপে দিল্লীতে যবনাধিকার হওয়া অবধি ৩৬২।২।২৯ দিন গত হইল। তাহার পর আমির তৈমুরের সন্তানদের বাদশাহি হয় তাহার বিবরণ।

বাবরশাহেরা পিতা পুত্রেতে ১৫।৫ মাস। তাহার পর শেরশাহ অবধি মহম্মদ আদিল পর্য্যন্ত ৪ জন পাঠানেতে ১৬।৩ মাস। এই চারিজন তৈমুরের সন্তান নহে। তাহার পর ঐ বাবরের পুত্র হুমাউন অবধি শাহা আলমের জলুসী ৪৫ সন পর্য্যন্ত তৈমুরের সন্তান ১৪ জনেতে ২৫৭।৮।২৯ দিন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ বাবর অবধি এ পর্য্যন্ত ২৮৯।০।২৯ দিন গত হইল। এইমতে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৮৬১ সম্বৎ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকারে ৬৫১।৩।২৮ দিন গত হইল।

দিল্লীতে যবনাধিকার হওয়ার পূর্ব্বে নাসরুদ্দিন সুবক্তকী প্রভৃতি কএক যবনেতে মুলতান ও লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারে নাই, অতএব তাহারা দিল্লীস্থ সম্রাট্‌দের মধ্যে গণিত নহে, এইরূপে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিতে কলির প্রথম অবধি ১,৮৬১ সম্বৎ ও ১,৭২৬ শকাব্দ ও ১,২১১ বাঙ্গালা সন ও ১,৮০৫ খ্রিশ্চীয়সন ও ১,২১৯ হিজরিসন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪,৯২৯ বৎসর গত হয় এবং শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের সন ৩,০৪৪ ও শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের বর্ত্তমান সম্বৎ ১,৮৬১ বৎসর, এই দুই অঙ্কের ঐক্যে কলির প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত ৪,৯০৫ বৎসর গত. কলির এই গত

বৎসর হইতে সাম্রাজ্য সময়ের ঐক্যের অঙ্কেতে যে ১৪ বৎসর অধিক হয় সে যবনাধিকার সময়ের হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষণ্যে ও সাম্রাজ্যাধিকার সময়ের বর্ষের উপর ভগ্নমাসের কদাচিত বর্ষরূপে গণনা, কদাচিত ঐ ভগ্নমাসের ত্যাগ, এই বৈলক্ষণ্যেতে হইয়াছে ইহা বুঝা যায়। এই প্রকারে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০ সম্রাট্ রাজাদের মধ্যে যাহাদের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ পুস্তকাদিতে ও প্রামাণিক লোকেদের প্রমুখাৎ পাওয়া গেল সে সকল উপাখ্যান সমেত সে সকল সম্রাট্ রাজাদের ও আর আর অবান্তর সম্রাট্ রাজাদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি লিখি।

সূর্য্য চন্দ্রোভয়বংশের মধ্যে দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্যবংশের অবসান হইল, চন্দ্রবংশের ও ঔরষ সন্তানের উপরতি হইল, কিন্তু চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তানদের রাজত্ব হইল। দ্বাপরযুগের শেষভাগে বিচিত্রবীর্য্য নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত স্ত্রী সম্ভোগে আসক্ত হইলেন, এই প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন, তাহার সন্তান ছিল না। অতএব বেদব্যাস আপন মাতা সত্যবতীর আজ্ঞানুসারে ঐ বিচিত্রবীর্য্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন, সে তিন সন্তানের নাম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর, এই তিন সন্তানের মধ্যে পাণ্ডুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাভিভূত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ রহিত হইলেন তৎপ্রযুক্ত তাহার ঔরষ সন্তান হইল না। অতএব তাহার কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই স্ত্রী আপন স্বামীর আজ্ঞামতে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার এই চারি দেবতা হইতে পাঁচ পুত্র

জন্মাইলেন। তাহার বিবরণ কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন নামে তিন ও মাদ্রী। জমজপুত্র নকুল ও সহদেবনামে দুই, এইরূপে পাণ্ডুরাজার ৫ ক্ষেত্রজ সন্তান হইল, ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ১০০ সন্তান হইল। পাণ্ডুরাজা স্বর্গারূঢ় হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও শুশীল ও পরমসাত্ত্বিক এবং দাতা ও সর্ব্বলোকানুরক্ত দেখিয়া আপন একশত পুত্র থাকিতেও রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতাদের ও ভীমাদি ভ্রাতাদের এক বাক্যে পরমসুখে ৭৬ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার বনবাস হইলে পর কেবল দুর্য্যোধন ১৩ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতারা বনবাস হইতে আসিয়া সসৈন্য সসহায় দুর্য্যোধনাদিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির ৩৬ বৎসর রাজ্য করিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি ৪ ভ্রাতার সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। তাহার পর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত ৬০ বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া তক্ষক দংশনে নষ্ট হইলেন। তদনন্তর তাহার পুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন, তিনি সর্পযজ্ঞে অনেক সর্প নষ্ট করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞকরণে ব্রহ্মহত্যা পাপাভিভূত হইয়া বেদব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়নমুনি হইতে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তৎপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকগামী হইলেন, তাঁহার রাজ্য সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪ বৎসর। এসকল রাজাদের কথা মহাভারতে অতি বিস্তৃতা আছে, অতএব সংক্ষেপে লিখিলাম। তদনন্তর তৎপুত্র শতানীক ৮২।২ মাস রাজ্য করেন। তৎপর তাহার পুত্র সহস্রানীক ৮৮।২ মাস রাজ্যভোগ করেন।

তদনন্তর অশ্বমেধজনামে সহস্রানীকের পুত্র ৮১।১১ মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র অসীমকৃষ্ণের রাজ্য ৭৫।২ মাস। অনন্তর তৎপুত্র নিচক্রু ৭৬।৩ মাস রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র উপ্ত ৭৮ বৎসর পৃথিবী পালন করেন। পরে উপ্তের পুত্র চিত্ররথের রাজ্য ৮০ বৎসর। তাহার পর চিত্ররথের পুত্র সুচিরথের রাজ্য ৬৫।২ মাস থাকে। তদনন্তর তৎপুত্র ধৃতিমান ৬৯।৫ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হন। পরে তাঁহার পুত্র সুষেন ৬৪।৭ মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর ৬২।১ মাস সুষেনের পুত্র সুনিথের রাজ্যে অধিকার থাকে। তদনন্তর তৎপুত্র নৃচক্ষু ৫১।১১ মাস পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তৎপরে তাহার পুত্র পারিপ্লব ৪২।১১ মাস রাজ্যাধিকারী হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র সুতপা ৫৮।৩ মাস রাজা হন। অনন্তর সুতপার পুত্র মেধাবী ৫৫।৮ মাস রাজ্যাধিকারী হন। পরে তৎপুত্র নৃপঞ্জয় ৫২।৯ পর্য্যন্ত রাজা হন। পরে তাঁহার পুত্র দর্ব্ব ৫০।৮ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। তদনন্তর দর্ব্বের পুত্র তিমি ৪৭।৯ মাস রাজ্য করেন। তদনন্তর তিমির পুত্র বৃহদ্রথ ৪৫।১১ মাস রাজ্য করেন। পরে তৎপুত্র সুদাস ৪৪।৯ মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। তাহার পরে তাঁহার পুত্র শতানীক নামে রাজা ৪৭।৯ মাস রাজ্যাধিকার করেন। তৎপরে শতানীকের পুত্র দুর্দ্দমননামে রাজা ৫১ বৎসর রাজ্যপালন করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র বহিনর রাজা হইয়া ৩৮।৯ মাস রাজ্য প্রতিপালন করেন। অনন্তর তাহার পুত্র দণ্ডপাণি ৪০।৩ মাস রাজা হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নিধি ৩৬।৩ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী

হইয়া থাকেন। তাহার পর নিধির পুত্র ক্ষেমক ৫৮।৫ মাস রাজা হইয়া থাকেন। এই ক্ষেমকরাজা সদা রোগাতুর ছিলেন, এই প্রযুক্ত পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের ভাল মন্দ দেখা শুনাতে অসমর্থ এবং নিঃসন্তান ছিলেন, অতএব নন্দ বংশজাত বিশারদ নামে তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া ঐ ক্ষেমক রাজাকে নষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইলেন। এইমতে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেবের অনন্তর ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল ও সন্তান পরম্পরাক্রমে কলির আরম্ভ অবধি ১,৮১২ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য ছিল, তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের বংশরূপ চন্দ্র অস্ত হইলে পর নন্দবংশরূপ তারার উদয় হইল, তাহার বিবরণ।

বিশারদের রাজত্ব ১৭।৪ মাস। অনন্তর তৎপুত্র সুরসেনের রাজ্যাধিকার ৪২।৮ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র বীরশাহ নামে রাজা ৫২।২ মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে তস্য পুত্র আনন্দসাহ ৪৭।৯ মাস রাজা হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বরজিৎ ৩৫।১ মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। অনন্তর বরজিতের পুত্র তুব্বীর নামে রাজা ৪৪।৩ মাস রাজ্য রক্ষা করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র সুকৃপাণ ৩০।৯ মাস রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার পুত্র পুরুস্থ ৪২।১০ মাস রাজ্যাধিকারী হন। তদনন্তর তৎপুত্র সঞ্জয় ৩২।৩ মাস রাজ্য পালন করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অমরযোধ ২৭।৪ মাস রাজ্যসম্ভার ধারণ করেন। অনন্তর অমরযোধের পুত্র ইনপাল নামে রাজা ২২।১১ মাস পৃথিবী পালন করেন। তৎপর

তস্য পুত্র বীরধি নামে রাজা ৪৭।৭ মাস রাজ্য রক্ষা করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বিদ্যার্থ রাজা হইয়া ২৫।৫ মাস রাজ-কর্ম্ম করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বোধমল্ল ৩১।৮ মাস রাজা হন। এইরূপে নন্দবংশের চতুর্দ্দশপুরুষে পঞ্চশত বর্ষীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

এই বোধমল্ল রাজা বড় ভোগী ছিলেন, অতএব রাজ ব্যাপারে সর্ব্বদা অনবহিত থাকিতেন, তৎপ্রযুক্ত গৌতম-বংশজাত বীরবাহু নামে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে মারিয়া আপনি রাজা হইলেন। এই নন্দবংশীয় চতুর্দ্দশ পুরুষের বীজপুরুষ নন্দ নামে মগধদেশে রাজা ছিলেন, তিনি মহানন্দের পুত্র শূদ্রাগর্ভজাত মহাবল পরাক্রম দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় যাবৎ ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া প্রায় নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিয়া ছিলেন, ইনি মহাপদ্মসংখ্যক সেনাপতি ছিলেন, এই প্রযুক্ত ইহার নামান্তর মহাপদ্মপতি; সেই সকল ক্ষত্রির বংশ বিনাশকারী নন্দের বংশের বিনাশ, এই কলির ২,৩১২ বৎসরে হইল। তদনন্তর গৌতমবংশজাত মায়াদেবীর পুত্র গৌতম হইতে নাস্তিকের বংশের প্রচার হইল; ঐ গৌতম নাস্তিক ছিলেন।

নাস্তিকদের মত এই। যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে পাই তাহাই আছে, অনুমানাদি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল সে সকল কিছুই নাহি, অতএব এ জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর কেহ নাহি। মহাবনস্থ বৃক্ষের ন্যায় এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গ, নরক নাহি, এবং বর্ত্তমান দেহে ক্রিয়মান ঈশ্বর পূজাদিরূপ কর্ম্মের ফলভোগ

যে দেহান্তরে হয় তাহাও নাহি ও দেহের যে পতন সেই মোক্ষ, এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাহি। এইরূপে সকলি নাহি নাহি বলে, অতএব তাহার নাম নাস্তিক ইহাকে সকলে বৌদ্ধ করিয়া কহে, এই মতের মূল জলশরাব নামে বেদভাগে আছে সে মূল এই।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদিগের রাজা বিরোচন এই দুইজন একত্র হইয়া ব্রহ্মার নিকট এক দিবস গেলেন, পরে দুইজনে এককালে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের আত্মা বা কি ও ব্রহ্ম বা কি? ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা আপনার সম্মুখে জলপূর্ণ একপাত্রে স্বশরীরের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়া ছিল তাহার উপর দৃষ্টি করিয়া আপন শরীরে হাত রাখিয়া কহিলেন যে, এই আত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মার এ উত্তর শুনিয়া বিরোচন ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া এই স্থূল শরীর যে সেই আত্মা, সেই ব্রহ্ম এই নিশ্চয় করিয়া পাপ বৃক্ষ বীজরূপ দেহাত্মবাদের আরোপণ করিলেন। ইন্দ্র আপন স্থানে আসিয়া ব্রহ্মার উত্তর বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অভিপ্রায় ভালমতে বুঝিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে, যেমত প্রকৃত শরীরের প্রতিবিম্ব পাত্রস্থ জলের যে পর্য্যন্ত বিদ্যমানতা সেই পর্য্যন্ত থাকে ও প্রকৃত শরীর হইতে হয় ও প্রকৃত শরীরের মত ও প্রকৃত শরীরে যে সত্তা তাহার সেই সত্তা তদ্ব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাহি, অতএব সে বস্তুতঃ কিছুই নয়, কিন্তু প্রকৃত যে শরীর সেই বস্তু সৎ, তেমনি জলশরাবস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব বস্তু অসৎ, প্রকৃত শরীরের ন্যায় ব্রহ্মবস্তু সৎ। এই স্থির করিয়া মোক্ষ

প্রতিপাদক শুদ্ধধর্ম্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন। এইরূপে বিরোচন যে নাস্তিকমতের সঞ্চার করিয়াছিল তাহা বৈদিক ধর্ম্মের প্রতাপে এত দিন প্রগল্ভ হইতে পারিয়াছিল না, কিন্তু শূদ্রাগর্ভজাত নন্দবংশের পাপেতে পৃথিবী পাপময়ী হইলে পর সেই নাস্তিকমতের প্রচার এই কলিতে গৌতম করিলেন, তাঁহার বংশের বিবরণ এই।

বোধমল্লের মন্ত্রী বীরবাহু ৩৫ বৎসর সাম্রাজ্য করিলেন। তদনন্তর বীরবাহুর পুত্র যযাতিসিংহ ২৭।৭ মাস। তৎপরে তাঁহার পুত্র শত্রুঘ্ন ২১ বৎসর। তাহার পর শত্রুঘ্নের পুত্র মহীপাত ২৫।৪ মাস। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বিহারমল্ল ১৪।৩ মাস। তাহার পর তৎপুত্র স্বরূপদত্ত ২৮।৩ মাস। তদনন্তর তৎপুত্র মিত্রসেন ২৭।২ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র জয়মল্ল ২৮।২ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র কলিঙ্গ ৩৯।৪ মাস। তদনন্তর কুলমণীনামে কলিঙ্গপুত্র ৪৬ বৎসর। তাহার পর কুলমণীর পুত্র শত্রুমর্দ্দন ৮।১১ মাস। পরে তৎপুত্র জীবনজাত ২৬।৯ মাস। তৎপরে তৎপুত্র হরিযোগ ১৩।২ মাস। তদনন্তর তৎপুত্র বীরসেন ৩৫।২ মাস। তৎপর তৎপুত্র আদিত্য ২৩।১১ মাস এইরূপে পঞ্চদশ পুরুষে ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত গৌতমবংশীয় সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

গৌতমবংশীয় অধস্তন পঞ্চদশপুরুষ আদিত্যনামে মহারাজের ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর নামে মন্ত্রী ছিলেন, তিনি আদিত্য রাজাকে মারিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ৪১ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য করিলেন। তদনন্তর তৎপুত্র সেনোদ্ধত ৪৫ বৎসর সাম্রাজ্য করিলেন। তাহার পর তৎপুত্র মহাকটক ৪১

বৎসর। পরে তৎপুত্র মহাযোধ ৩৩ বৎসর। তদনন্তর নাথ-নামে তাঁহার পুত্র ২৮ বৎসর। তাহার পরে নাথপুত্র জীবন-রাজ ৪৫।৭ মাস। তৎপরে তৎপুত্র উদয় সেন ৩৭।৫ মাস। তাহার পর তৎপুত্র বিন্ধ্যাচল ২২ বৎসর। তদনন্তর তৎপুত্র রাজপাল ২৫ বৎসর সাম্রাজ্য করিলেন। এই রাজপাল সকল রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাচ দেখাতে ওগান শুনাতে সদা আশক্ত থাকিতেন, ইহা শুনিতে পাইয়া কমাউপর্ব্বত দেশের শকাদিত্য নামে এক পার্ব্বতীয় রাজা রাজপালকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট্ হইলেন। ময়ূরবংশের নয় পুরুষেতে ৩১৮ বৎসর সাম্রাজ্য শেষ হইল।

এইরূপে কলির আরম্ভাবধি শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত ৩,০৪৪ বৎসর গত হইল। এই পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের শকের নিবৃত্তি হইল।

এই সময়ে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, শকাদিত্য পাহাড়ীয়া রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া আপনি সসৈন্য দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্যরাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্ হইলেন, এই বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি।

এক দিবস ইন্দ্রের সভাতে গন্ধর্ব্বেরা গান করিতেছে এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতেছে, ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন নামে ইন্দ্রের এক পুত্র ঐ সভাতে বসিয়া আছেন, সেখানে যে অপ্সরারা নৃত্য করিতে ছিল, তাহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহুর্মুহু অবলোকন করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

গন্ধর্ব্বসেনকে বলিলেন, হে গন্ধর্ব্বসেন! তুমি আমার পুত্র হও এতাবতা এ দেবসভাতে বসিয়াছ; বস্তুতঃ তুমি এ সভাতে বসিবার যোগ্য নও, কেননা এই দেবতাদের সুধর্ম্মানামে সভার মধ্যে বিটপাচরণ অত্যন্ত অনুচিত, ইহা তুমি জান, কিন্তু এতাদৃশ কামান্ধ হইলে যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দৃষ্টি কিছুই তোমার থাকিল না, সে যাহাহউক এতগুলাক দেবতাদের মধ্যে তোর কি যৎকিঞ্চিৎ লজ্জাও হইল না এবং আমাকেও ভয় হইল না, অতএব ওরে নির্লজ্জ পশু, এইক্ষণে তুই স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে গর্দ্দভরূপে থাক্। এইরূপে ইন্দ্র আপন পুত্রকে শাপ দিলে পর দেবসভাতে বড়ই হাহাকার শব্দ হইল ও গন্ধর্ব্বসেন অত্যন্ত ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া সভা ছাড়িয়া পিতার সম্মুখেতে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে বিনয়পূর্ব্বক নানা প্রকার কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রের কোপের ঈষৎ উপশম হইলে পর পুনর্ব্বার ইন্দ্র আপন পুত্রকে কহিলেন, ওরে বাছা! পরমেশ্বর পুরুষ মাত্রের কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা, অতএব তিনি তোমার এই কুকর্ম্মানুসারে তোমাকে এই প্রতিফল দিলেন, আমার যে ক্রোধ সে নিমিত্তমাত্র, তোমাকেও তাহা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, কোন প্রকারে অন্যথা হইবে না। কিন্তু সম্প্রতি আমি তোমার শাপান্ত করি, তুমি দিবসে গর্দ্দভ হইয়া থাকিবে ও রাত্রিতে মনুষ্য হইবে, এইরূপে তুমি কিছুদিন মনুষ্যলোকে থাকিবে। তাহার পর ধারানগরীর ধারনামে রাজা তোমার ঐ গর্দ্দভদেহ দাহ করিলে, তুমি পুনর্ব্বার তোমার এই শরীর পাইয়া আমার

নিকটে আসিবে। গন্ধর্ব্বসেন পিতার এই বাক্য শ্রবণকরিয়া তৎক্ষণমাত্রে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া পৃথিবী স্পর্শমাত্রে গর্দ্দভগাত্র হইয়া ধারানগরীর এক পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেন, রাত্রিতে পুরুষশরীর ধারণকরিয়া কখন কাহারো ঘরে কিছু আহার করিয়া দিবাতে গর্দ্দভদেহ হইয়া ঐ পুষ্করিণীমধ্যে থাকেন, কিন্তু সর্ব্বদা এই ভাবনাতে থাকেন যে, ধাররাজের সহিত আমার কিরূপে যোগ হয়, এইমতে কিছু দিন গেল। পরে এক দিবস এক ব্রাহ্মণ সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন, ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বসেন জলমধ্য হইতে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি ধাররাজকে কহিবে, আমি ইন্দ্রের গন্ধর্ব্বসেন নামে পুত্র, আমার প্রতি পিতার কিছু ক্রোধ হওয়াতে আমি স্বর্গত্যাগ করিয়া তাহার দেশে এই পুষ্করিণীতে আছি, তিনি আমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া আমার পুরস্কার করুন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া রাজাকে সকল কহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ গন্ধর্ব্বসেনের কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ও আর আর পাত্র মন্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া ঐ পুষ্করিণীর তটে আইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ গন্ধর্ব্বসেনকে ডাকিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্রপুত্র! ধাররাজ আসিয়াছেন, তোমার যে বক্তব্য থাকে তাহা কহ। গন্ধর্ব্বসেন এই কথা শুনিয়া জলের মধ্যে থাকিয়া রাজাকে কহিলেন, হে ধাররাজ! আমার যে বক্তব্য তাহা আমি ব্রাহ্মণের দ্বারা তোমাকে কহিয়াছি, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র, আমার মর্য্যাদা করা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে তুমি তাহা কর। রাজা ইহা শুনিয়া কহিলেন, তুমি ইন্দ্রের

পুত্র ইহা প্রমাণ হয়, যদি তুমি আজি রাত্রির মধ্যে এই স্থানে চারিদিগে দশ দশ ক্রোশ প্রমাণে আড়েদিগে চল্লিশ ক্রোশ ও উচ্চে তিন ক্রোশ, এমন এক লৌহময় গড় নির্ম্মাণ করিতে পার। ইহা শুনিয়া গন্ধর্ব্বসেন কহিলেন ভাল, তবে আজি যাও, কল্য আসিও, এইরূপে ধাররাজ সে দিবস তথা হইতে আপন বাটীতে আইলেন। গন্ধর্ব্বসেন স্বকীয় দৈবীশক্তিতে ঐ রাত্রির মধ্যে সেইরূপে লৌহময় এক গড় সেই স্থানে নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা তথায় আসিয়া আপনি যেমন কহিয়াছিলেন, সেইরূপ নির্ম্মিত লৌহময়গড় দেখিয়া আশ্চর্য্য মানিয়া গন্ধর্ব্বসেন যে দেবরাজের সন্তান, ইহা মনেতে নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর রাজা গন্ধর্ব্বসেনকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসেন! তুমি দেবরাজের সন্তান বটে, নতুবা এ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে পারিতে না, আমি অবশ্য তোমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিব, ইহা আমি সত্য করিয়া কহিলাম। গন্ধর্ব্বসেন রাজার এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, ভাল ভাল তাহাই হউক। ধাররাজ গন্ধর্ব্বসেনের এই বাক্য স্বীকার করিয়া সে স্থান হইতে রাজধানীতে গেলেন।

তারপর ধাররাজ সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, রাজা, বন্ধুবান্ধব ও আর আর আত্মীয় লোকদিগকে আনাইয়া পুরস্থনারীবর্গদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে নানা প্রকার রচনা করাইয়া নৃত্য গীতবাদ্যাদি মহোৎসবে দিবাভাগে ঐ লৌহগড়ের মধ্যে পুষ্করিণীর তটে অতি শুভক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষরূপে রচনা করাইয়া নারীগণকে

আবৃত স্থানে রাখাইয়া নানাপ্রকার অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে শোভিত কন্যাকে সভা মধ্যে বেদিতে আনাইলেন। সে দেশে দিবসে বিবাহ হয়, অতএব দিবসে কন্যা দান করিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা গন্ধর্ব্বসেনকে আদরে আহ্বান করিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্ব-সেন জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া জলেতে আপ্লুত গর্দ্দভ শরীরেতে সভার মধ্যে উপস্থিত হইয়া নানা স্বরে গান শ্রবণ করিয়া আপন স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর সভাস্থ যাবত লোকেরা সেরূপ দেখিয়া ও সে ধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কেহ কেহ রাজার অনুরোধে কহিতে না পারিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগি-লেন। কেহ কেহ কহিলেন, হে ধাররাজ! ইনি কি ইন্দ্রের পুত্র? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কহিলেন, হে ধাররাজ! তোমার পরম ভাগ্য, কন্যাদানের উপযুক্ত উত্তম পাত্র পাই-য়াছ, লগ্ন অতীত হয় শীঘ্র দান কর, শুভকর্ম্মে কালগৌণ উচিত নয়। সম্প্রতি এতাদৃশ বিবাহ কোথাও দেখি নাই, কিন্তু প্রাচীন এক উপকথা শুনা আছে, এক গর্দ্দভের এক উটের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতে গর্দ্দভ উটের রূপ দেখিয়া কহিল, আহা এ কি রূপ! উট গর্দ্দভের ধ্বনি শুনিয়া কহিল, আহা কি বা মধুর ধ্বনি!! কিন্তু সে বিবাহেতে বর কন্যার তুল্যরূপ ছিল, এ বিবাহেতে এ কন্যার যে এবর, এ বড়ই আশ্চর্য্য। কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঐ গর্দ্দভের শব্দ শুনিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! বিবাহ কর্ম্মে মঙ্গলার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে হয়, এ বিবাহে তোমার তাহার অপেক্ষা নাই। স্ত্রীলোকেরা দেখিয়া কহিল, ওমা বিবাহের কালে

একটা গর্দ্ধো কেন? এ কি অমঙ্গল? এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যাকে কি এ গাধাটার সহিত বিবাহ দিবেন। এইরূপে নানা লোক নানা প্রকার কহিতে লাগিল, রাজা লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর গন্ধর্ব্বসেন সংস্কৃত বাক্যেতে রাজাকে কহিতে লাগিলেন, হে ধাররাজ! তুমি আমার সহিত সত্য করিয়াছ যে, আমার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবে, সত্যপালনের পর পরম ধর্ম্ম নাই, সত্যচ্যুত হওয়ার পর আর বড় পাপ নাই, সুমেরুপর্ব্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মা-জনের বাক্য চলিত হয় না, জীবের শরীর পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায়, যেমন পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাধম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষে লোকে পুরুষ মান্যামান্য হয়, তেমনি জীব স্বকীয় উৎকর্ষাপকর্ষে মান্যামান্য হয়, কর্ম্মানুসারে শরীরের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা কি। আমার এ শরীর পিতৃ শাপেতে হইয়াছে, কিন্তু রাত্রি হইলে আমি মনুষ্যশরীর হই, আমি যে ইন্দ্রের পুত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গর্দ্দভের সংস্কৃতভাষাতে এ সকল কথা শুনিয়া সভাস্থ যাবৎ লোকের ও রাজার আশ্চর্য্য বোধ হইল, সকলে কহিলেন, ইনি শরীরমাত্রে গর্দ্দভ, ইন্দ্রের পুত্র বটেন, ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা গর্দ্দভ কি কখনও সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারে? তদনন্তর সভাস্থ যাবৎ লোকের এই কথাতে এ গর্দ্দভশরীর পুরুষ যে ইন্দ্রের পুত্র, রাজা ইহা নিশ্চয় জানিয়া শুভক্ষণে আপন কন্যা দান করিলেন। তদনন্তর সভাস্থ লোকদের পুরস্কার করিতে করিতে রাত্রি হইল, গন্ধর্ব্বসেন গর্দ্দভশরীর ত্যাগ করিয়া পরম সুন্দর মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া নানাবিধ

বস্ত্রালঙ্কারে ভুষিত হইয়া রাজার নিকটে গিয়া বসিলেন। সভাস্থ লোকেরা ও স্ত্রীবর্গেরা গন্ধর্ব্বসেনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও দিবস হইলে যে গাধা হন ইহাও জানিয়া হর্ষবিষাদে দ্বিবিধ চিত্ত হইলেন। তদনন্তর রাজা বড় ঘটা করিয়া বর কন্যা লইয়া রাজধানীতে আইলেন, বর কন্যা অন্তঃপুরে গেলেন। পর দিবস রাজা আপন কন্যাকে স্বতন্ত্র এক বাটী ও মণি, মুক্তা, প্রবালাদি নানাবিধ ধন ও গো, অশ্ব, মহিষাদি ও দাসদাসী যৌতুকরূপে অনেক দিলেন। গন্ধর্ব্বসেন আপন স্ত্রীর সহিত সেই বাটীতে থাকিলেন। রাজা যথোপযুক্ত মর্য্যাদা করিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বিদায় করিলেন। গন্ধর্ব্বসেন দিবস হইলে গাধা হন, রাত্রি হইলে মনুষ্য হন এইরূপে থাকেন।

কিছুদিন পরে গন্ধর্ব্ব সেনের দাসীর গর্ভে এক পুত্র হইল, তাহার নাম ভর্তৃহরি রাখিলেন, এসন্তান দাসীর গর্ভে হইল, এই প্রযুক্ত লজ্জাতে ধাররাজাকে সম্বাদ দিলেন না। ধাররাজ আপন কর্ত্তব্য রাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন, কিন্তু আপন জামাতার গর্দ্দভশরীর কিরূপে যাইবে ইহাতে সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন। পরে এক দিবস মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গন্ধর্ব্বসেন ইন্দ্রের পুত্র, ইহার কোন প্রকারে মৃত্যুর সংখ্যা নাই, ইনি রাত্রি হইলে গর্দ্দভশরীর ত্যাগ করিয়া মানুষশরীর হন গর্দ্দভশরীর মৃতশরীরের ন্যায় রাত্রিতে পড়িয়া থাকে, আমি সে গর্দ্দভশরীর পোড়াইয়া ফেলি, দেখি ইহাতে যদি তাহার গর্দ্দভ শরীর পরিত্যাগ হয় তবে বড় ভাল হয়। এই মনে মনে বিবচনা

করিয়া এক দিবস রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বসেনের গর্দ্দভদেহ দাহ করিয়া আপন সিংহাসনে আসিয়া বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন আপন অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধাররাজ! আমার শাপান্ত এই ছিল যে তুমি যখন আমার গর্দ্দভদেহ দাহ করিবে তখন আমি পিতৃদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইব, তাহা হইল। এখন আমি শাপ হইতে মুক্ত হইলাম, তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ এবং করিলে, তোমার মঙ্গল হউক, আমি সম্প্রতি পিতার সমীপে গমন করি, আমার দাসীগর্ভজাত ভর্তৃহরি নামে এক পুত্র হইয়াছে, সে বড় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ও যোগী হইবে। আর তোমার কন্যার গর্ভ হইয়াছে, সে গর্ভে যে পুত্র হবে, তাহার নাম বিক্রমাদিত্য রাখিবে, সে সহস্র মত্তহস্তীর তুল্য বলবান্ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ও পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকারী ও সর্ব্বদোৎসাহযুক্ত ও মহাসাহসী ও বড় নীতিজ্ঞ হইবে এবং একচ্ছত্রা পৃথিবী করিবে। তুমি পরমসুখে রাজ্যভোগ কর, আমি আপন স্থানে যাইতেছি। গন্ধর্ব্বসেন রাজাকে এ কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ দেবদেহ হইয়া আকাশপথে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ধাররাজ জামাতার বিচ্ছেদে শোকান্বিত ও ভাবী দৌহিত্রের পৃথিবীর একচ্ছত্রাকরণ শ্রবণে ভয়ান্বিত হইয়া একবার শোকার্ণবে ও একবার ভয়ার্ণবে মুহুর্মুহু মজ্জমানমনা হইয়া থাকিলেন। পাত্র মন্ত্রীরা নানাপ্রকার শান্ত্বনা বাক্য কহিয়া রাজার শোকাপনোদন করিলেন, কিন্তু

রাজার ভয় পর পর বাড়িতে লাগিল। এক দিবস মনে মনে অনেক ভাবনা করিয়া আপন কন্যার সন্তান হইলেই তাহাকে মারিব, এই নিশ্চয় করিয়া নিজ কন্যা যে ঘরে থাকে সেই ঘরে চৌকি বসাইলেন ও কন্যার সন্তান হবা-মাত্রে আমার নিকটে সে সন্তানকে আনিবে, এই আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে চৌকিদারেরা রাজ-কন্যার ঘর ঘেরিয়া থাকিল। অনন্তরে একেত রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর ঘেরিল, ইহাতে উদ্বিগ্না হইয়া ভোজ-নাদি পরিত্যাগ করিয়া একাসনে বসিয়া রোদনমাত্র ক্রিয়াতে দিবারাত্রি ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তাহারা পর রাজা যে তাঁহার পুত্র হইলে তাঁহাকে মারিবেন, শুনিতে পাইয়া দুঃখেতে বড় ব্যাকুলা হইয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, আমি অবলা যিনি স্বামী তিনি নিরপরাধে ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং পিতা শত্রু হইতেও অধিক প্রতিকূল হইয়াছেন, সন্তান হইলে না জানি তার বা কি হয়, কি করি, কোথাও ঘর হইতে বাহির হইতে পারি না, ঘরের চারিদিগে গাঢ় চৌকি আছে, হে ঈশ্বর! কি করিলে, আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি না, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে, যদি প্রাণত্যাগ করি তবে এককালে আত্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যা এই দুই মহাপাপ হয়, যাহা হউক আর এ দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, গর্ভে যে সন্তান আছে তাহার পিতা দেবতা বটেন, তিনি যে সকল কহিয়াছেন তাহা কখনও অন্যথা হইবে না, মরুক প্রাণত্যাগ করিলে

আত্মহত্যা হইবে হউক, এমন দুঃখে থাকা হইতে মরা ভাল। এইরূপ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া তীক্ষ্ণধার এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণমাত্র রাজকন্যার প্রাণ বিয়োগ হইল। বালক অক্ষত শরীরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, যে সময়ে রাজকন্যা আপন উদরবিদারণ করেন, সে সময়ে তাঁহার গর্ভ নয়মাস সম্পূর্ণ হইয়া ছিল। তদনন্তর রাজকীয় লোকেরা বালককে লইয়া রাজার নিকটে দিলে পর রাজার যে দ্বেষভাব হইয়া ছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনমাত্রে গেল এবং দয়া ও স্নেহ উদিত হইল। রাজা চৌকিদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কন্যা কেমন আছেন, তাঁহার শুশ্রূষাতে দাইরা নিযুক্ত আছে কি না? তখন চৌকিদারেরা কহিল, হে মহারাজ! তিনি আপনার উদর বিদারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণমাত্রে অতিশয় করুণাবিষ্ট চিত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে মন্ত্রীপ্রভৃতির দিগে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় হায়!! আমি অতি দুরাত্মা, কি কুকর্ম্ম করিলাম, মিথ্যা শঙ্কা পিশাচীতে অভিভূত হইয়া এমন হতবুদ্ধি হইলাম যে, তাহাতে আমার বাছা প্রাণত্যাগ করিল, আমাকে ধিক্। এইরূপে রাজা অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া সিংহাসনে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মন্ত্রী বালককে লইয়া অন্তঃপুরে ব্যাকুলা রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, হে মহারাজ্ঞি! সম্প্রতি বালকমুখ সন্দর্শন

করিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শোক তাহা ত্যাগ করিয়া বালকের প্রতিপালন করুন, এখন আপনি এ বালকের মাতা।

তদনন্তর রাণী বালকের মুখ দেখিয়া ও বালককে যে রাজা নষ্ট করেন নাই, ইহা বুঝিয়া কন্যার নিমিত্তে যে শোক তাহা ত্যাগ করিয়া ধাত্রীদিগকে বালকের নাড়ীচ্ছেদাদি কর্ম্ম ও প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর রাজা পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী প্রভৃতির নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যেতে শোকরহিত হইয়া অনেক ধন বিতরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন ও একাদশ দিবসে ঐ বালকের নাম, বিক্রমাদিত্য রাখিলেন, অনন্তর বালক পঞ্চমবর্ষের হইলে পর ভর্তৃহরির ও বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যাতে নিপুণ অনেক পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই নানাপ্রকার বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে ও ভর্তৃহরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, ওরে বাছারা বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু, অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের প্রমুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ, ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর, এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না। হস্তী, অশ্ব, রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর, ও লম্ফেতে উল্লম্ফেতে, ধাবনেতে, গড়চক্র ভেদেতে, ব্যূহরচনাতে, ব্যূহভঙ্গেতে নিপুণ হও ও সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয় রাজগুণে ও

ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও। এই এইরূপে নানাপ্রকার উপদেশ করিয়া অধ্যাপককে আজ্ঞা করিলেন যে আমি যেমন যেমন উপদেশ করিলাম এইমত যেরূপে হয়, ইহাতে তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে অন্যথা না হয়। এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্যাদিকে পাঠশালাতে বিদায় করিলেন, তাঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত মনযোগে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া রাজা যে যে আজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সে সকল হইতেও অধিক বিবিধ বিদ্যাতে অল্পকালে বিদ্বান হইলেন। অনন্তর ধাররাজ এক দিবস তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য দেখিয়া মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া মালুয়া দেশের রাজত্ব দিতে বিক্রমাদিত্যকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য! আমি তোমাকে মালুয়া দেশের রাজত্ব দিলাম, তুমি সে দেশের রাজা হও, যেমন তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শকরা মাত্রে অনেক জলকে ব্যাপে, তেমনি যাঁহারা পুরুষসিংহ হন, তাঁহারা এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ অধিকার করিয়া অল্পকালে সকলি আক্রমণ করিতে পারেন, তুমিও পুরুষসিংহ বট, অনেক করিতে পারিবে।

তদনন্তর বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ! আপন প্রসাদলব্ধ যৎকিঞ্চিৎ হইতে যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যতার্থ বটে এবং আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভর্তৃহরি আছেন, জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অতএব তিনি রাজা হউন, আমি মন্ত্রী হই।

বিক্রমাদিত্যের এই বাক্যেতে মন্ত্রীবর্গেরা বিক্রমাদিত্যের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে বিক্রমাদিত্য! তুমি পরমধার্ম্মিক বটে, যেহেতুক রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে, রাজ্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করা সাধুপুরুষের কর্ম্ম, পুরুষমাত্রের নহে, রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ উজ্জয়িনীতে গিয়া অতি বড় সমারোহ করিয়া মালুয়াদেশের রাজত্বে ভর্তৃহরিকে অভিষিক্ত করিয়া রাজকীয় যাবদ্ব্যাপারের ভার বিক্রমাদিত্যকে দিয়া আপন রাজধানী ধারানগরীতে আসিলেন। এইরূপে ভর্তৃহরি মালুয়াদেশের রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীনগরে ভর্তৃহরি রাজার রাজধানী হওয়াতে দীর্ঘে ১৩ ক্রোশ ও প্রস্থে ৯ ক্রোশ বসতি হইল। রাজা ভর্তৃহরি অনঙ্গা ও পিঙ্গলা নামে দুই স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু অনঙ্গার রূপলাবণ্য, কামকলাকৌশলে অনঙ্গাতে দিনে দিনে এমন অনুরক্ত হইলেন যে, দুই চারি দিনে কদাচিৎ কখন রাজসিংহাসনে আসিয়া বসিতেন। রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া বিক্রমাদিত্য এক দিন তাঁহাকে সভার মধ্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি অশেষ শাস্ত্রার্থবেত্তা, আপনি যে এ রূপ ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য, রাজার স্ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় দশরথ নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রৈণতা ব্যবহারে যশ ও প্রাণ নষ্ট হইল, অতএব রাজার স্ত্রৈণতা ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত, আর রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, বায়ুব্রত, যমব্রত, বরুণব্রত, চন্দ্র-

ব্রত ও পৃথিবীব্রত ; এই সপ্তব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, সে সপ্তব্রত এই।

যেমন ইন্দ্র বর্ষা চারিমাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন, তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন, এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আটমাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয়, তেমন করিয়া প্রজা হইতে করগ্রহণ করিবেন, এই সূর্য্য ব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন, তেমনি রাজা চরদ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তরব্যবহার জানিয়া থাকিবেন, এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া এ আমার প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয়, বিবেচনা কিছুই করেন না, সকলকেই নষ্ট করেন, তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না, ন্যায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন, এই যমব্রত। যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন, তেমনি রাজা দস্যু, চোরপ্রভৃতি দুষ্টলোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন, এই বরুণ ব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন, তেমনি রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলের দুঃখ সন্তাপ রহিত করিবেন, এই চন্দ্র ব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন, তেমনি রাজা সকল প্রজা লোকেদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ

করিবেন ও সকলের উপযুক্ত মত সকলি সহিবেন, এই পৃথিবী ব্রত। হে মহারাজ! এই সপ্ত ব্রতের নিত্য অনুষ্ঠান যে রাজা করেন, সে রাজা ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখে থাকেন, রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হন, অতএব হে মহারাজ! আপনি সাবধান হউন, রক্ত, মাংস, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র, পুয়, ক্লেদ, লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্ম্মমাত্রাচ্ছাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি? এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি? ইহার অনুসন্ধান করুন, ইতর লোকদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হইয়া অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন। আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না, কিন্তু স্মরণার্থে কহি, ইহাতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন। ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া সে দিবস ভ্রাতাকে কিছু কহিলেন না। কিন্তু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা যখন যে জন যে বিষয়ে অত্যন্ত রাগান্ধ হয়, তখন সে জন সে বিষয়ের প্রত্যক্ষ দোষ সকল আপনি দেখিতে পায় না, অন্য কেহ বলিলেও তাহাকে ভাল বাসে না। রাজা ভর্তৃহরির স্ত্রী অনঙ্গা বিক্রমাদিত্যের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন এবং বিক্রমাদিত্যের প্রতি ভর্তৃহরির মনোভঙ্গ যাহাতে বাড়ে, এইরূপ চেষ্টা দিনে দিনে করিতে লাগিলেন। ভর্তৃহরিও স্ত্রীর বুদ্ধিতে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে সভামধ্যে এক দিবস বলিলেন, হে বিক্রমাদিত্য! তুমি আমার নিকটে আর আসিও না, আমি তোমাকে দেখিতে চাহি না। বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনিয়া কহিলেন ভাল, পশ্চাৎ জানিবেন, সম্প্রতি

আমাকে সহিতে হয়। বিক্রমাদিত্য এই কথা কহিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া গুজরাটদেশে এক মহাজনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য ত্যাগ করাতে পাত্র, মন্ত্রী প্রভৃতি এবং প্রজালোকেরা সকলেই বিমনা হইয়া থাকিলেন ও সর্ব্বত্র ভর্তৃহরির অপ্রতিষ্ঠা হইল ও রাজা থাকিতেও দেশ অরাজকপ্রায় হইল এবং রাজাও দিনে দিনে উন্মনা হইতে লাগিলেন, রাজধানীতে দিগ্‌দাহ, উল্কাপাত, দিনে নক্ষত্র দর্শন, শৃগালদের ঘোর ক্রূর রব, পর্ব্বতকম্পন, অকালে ফল পুষ্পাদিরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত হইতে লাগিল। ভর্তৃহরি এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া বন ভ্রমণ করিতে গেলেন, তথা গিয়া দেখিলেন এক স্ত্রী আপন মৃতস্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া জ্বলদগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহমরণ করিল, ভর্তৃহরি অন্তঃকরণের স্বাস্থ্যকারণ বনমধ্যে নানাবিধ পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি শুনিয়া ও নূতন বৃক্ষলতাদি পুনঃ পুনরবলোকন করিয়া রাজধানীতে আইলেন। এক দিন অন্তঃপুরে গিয়া অনঙ্গাকে ও পিঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া বনে যে স্ত্রীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন তাহা কহিতে লাগিলেন। অনঙ্গা সে কথাতে তাদৃশ আমোদ করিল না, কিন্তু পিঙ্গলা শুনিয়া কহিল, স্ত্রীলোকদের যে শরীর সে তাহাদের নহে, স্বামীর। এতাদৃশ জ্ঞান যে স্ত্রীর আছে, তাহার স্বামীর শরীরের সহিত নিজ দেহের দাহ করা কর্ত্তব্য বটে। তাহার পর আর এক দিবস রাজা আপনার কোন স্ত্রী কেমন, ইহা ভালমতে জানিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে গিয়া সঙ্গিলোক সকলকে কহি-

লেন যে, তোমরা বাটীতে গিয়া ইহা কহ যে, রাজা মৃগয়া করিতেছিলেন, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিল। লোকেরা বাটীতে গিয়া সেইমত কহিল। পিঙ্গলা এ কথা শুনিয়া ঘরের থাম ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেমনি প্রাণত্যাগ করিল, অনঙ্গা মনে বড়ই আনন্দিতা হইয়া বিচার করিতে লাগিল, ভাল হইল, বিক্রমাদিত্যকে দূর করিয়া দিয়াছি, রাজা মরিলেন, সতিন এক বালাই ছিল সেও গেল, এখন আমি আপন প্রিয়তম উপপতিকে রাজা করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করি। অনঙ্গা এইরূপে মনোরাজ্য করিতেছে? ইতিমধ্যে রাজাভর্তৃহরি আসিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে অত্যন্ত চমৎকৃতা হইয়া পিঙ্গলার মরণেও সন্দিগ্ধা হইয়া নিশ্চয় কারণ পিঙ্গলার মৃত শরীর নাড়িতেছে, ইত্যবসরে রাজা ভর্তৃহরি পিঙ্গলার মরণ সম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অনঙ্গা রাজাকে দেখিয়া অতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রাজাকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল ও কহিল, আমি আপনকার অশুভ বার্ত্তা শুনিয়া অনুমরণ করিতে উদ্যতা ছিলাম, কিন্তু না জানি পিঙ্গলার কি শূল ব্যাধি ছিল, কিম্বা আর কোন রোগ ছিল, অকস্মাৎ এই স্তম্ভ ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এই প্রযুক্ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অনুমরণ করিতে পারি নাই, নতুবা এতক্ষণ অনুমরণ অবশ্য করিতাম, আর তোমার মুখচন্দ্রামৃত পান করিতে পারিতাম না। এইরূপে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক বাক্য কহিয়া রাজার সহিত আনন্দ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা

পিঙ্গলার দাসীবর্গের প্রমুখাৎ তাহার মৃত্যুর বিশেষ প্রকার শুনিয়া, পিঙ্গলা যে পতিপ্রাণা সাধ্বী ছিল তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাহার নিমিত্তে অনেক শোক করিয়া তাহার দাহাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন।

এক দিবস রাজা ভর্তৃহরি সভামধ্যে পাত্র মন্ত্রী সমেত বসিয়াছেন, ইত্যবসরে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক এক ফল লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া ঐ ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, হে মহা-রাজ! এ ফল খাইলে মনুষ্য দেবতুল্য অজর অমর হইয়া থাকে। রাজা ঐ ফল লইয়া ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া অনঙ্গাকে বড় ভাল বাসেন, এই প্রযুক্ত ঐ ফল তাহাকে দিলেন। অনঙ্গা আপন উপপতিকে বড় ভাল বাসে, অতএব ঐ ফল উপপতিকে দিল, অনঙ্গার উপপতি লক্ষা নামে এক বেশ্যাকে বড় ভাল বাসিত, এতাবতা সেই ফল তাহাকে দিল। সে ঐ ফল পাইয়া রাজা ভর্তৃহরিকে দিল, রাজা ভর্তৃহরি সে ফল দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাহাকেও কিছু না কহিয়া এ ফল বেশ্যা কিরূপে পাইল ইহার অনুসন্ধান মনে মনে করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের পর সবিশেষ তদন্ত করিয়া অনঙ্গার যে কেবল কপট প্রীতি, ইহা বিলক্ষণরূপে নিশ্চয় জানিয়া এক কবিতা করিলেন, সে কবিতার অর্থ এই, যে অনঙ্গাকে আমি মনে মনে সর্ব্বদা চিন্তা করি, সে অনঙ্গা আমাকে বিরক্ত হইয়া অন্য পুরুষকে ইচ্ছা করে, সে পুরুষ তাহাতে অনুরক্ত না হইয়া অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, আমাদের তিনে যে এই মিথ্যা প্রীতি ইহাতে পিঙ্গলাদি স্ত্রীরা আমাদের উপরে ক্রুদ্ধা থাকিত,

অতএব এ সংসারে রাগদ্বেষমূলক যে আনুকূল্য প্রাতি-কূল্যজ্ঞান সে কেবল ভ্রমমাত্র, অতএব সে অনঙ্গাকে ধিক্, তাহার উপপতিকে ধিক্, ইহার ঘটক যে কাম তাহাকে ধিক্, ঐ বেশ্যাকে ধিক্ এবং আমাকেও ধিক্। এই এই মতে রাজা ভর্ত্তৃহরি সদসদ্বিবেচনা করিয়া জ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশানুসারে সাংসারিক যাবদ্বস্তুবিষয়ক দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করিলেন। এই রাজা ভর্ত্তৃহরিকৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি আছে এবং ঐ ভর্ত্তৃহরি ঐ ফল ভক্ষণ করিয়া যোগীরূপে চিরজীবী হইয়া আছেন। এইরূপে রাজা ভর্ত্তৃহরি বনপ্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল, উজ্জয়িনীর রাজধানী শ্মশানপ্রায় হইল, ইহাতে অগ্নিবেতাল নামে এক বেতাল ঐ দেশকে আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, ইহাতে পাত্র মন্ত্রী প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ অগ্নিবেতালকে তুষ্ট করিয়া তাহার সহিত এক নিয়ম করিলেন, সে নিয়ম এই—প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন রাজকর্ম্ম করে, রাত্রি হইলে অগ্নিবেতাল তাহাকে ভক্ষণ করে।

এইরূপে কিছু দিন গেলে পর বিক্রমাদিত্য গুজরাটদেশে যে মহাজনের নিকটে ছিলেন, সেই মহাজন বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে করিয়া ও নানাপ্রকার সামগ্রী লইয়া বাণিজ্য জন্য যাইতে ছিল, পথঘটিত উজ্জয়িনীর নিকটে আসিয়া উত্তরিল। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী সহর দেখিবার নিমিত্ত প্রাতঃকালে গুপ্তরূপে সহরের মধ্যে প্রবেশ করি-

লেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সহর নিতান্ত উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন হইয়াছে, প্রজারাও অত্যন্ত ব্যাকুল, রাজধানীও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া মনে মনে ভাবান্বিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন যে, এক কুম্ভকারের বাটীর নিকটে রাজকীয় পাত্র, মন্ত্রী, সৈন্য, সামন্ত প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া ঐ কুম্ভকারের বালককে রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণাদি পরাইতেছে ও ঐ কুম্ভকার এবং তাহার স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে। বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া ঐ কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সকল লোকেরা এ বালককে কি করিতেছে, তোমরা বা কেন রোদন করিতেছ। কুম্ভকার কহিল, এ বালক আমার পুত্র, ইহাকে এই সকল লোকেরা আজি রাজা করিতে লইয়া যাইতেছে, বিক্রমাদিত্য কহিলেন, তোমার পুত্র রাজা হবে এ তোমার আনন্দের বিষয়, ইহাতে তুমি রোদন কেন কর। কুম্ভকার কহিল এ দেশের রাজা ভর্ত্তৃহরি ছিলেন, তিনি বনপ্রস্থান করিয়াছেন, অতএব এই দেশ অরাজক হওয়াতে অগ্নিবেতাল নামে এক দেবযোনি এ দেশ আক্রমণ করিয়াছে, সে প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে, অতএব মন্ত্রিবর্গেরা তাহার সহিত এই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, আমরা পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যহ এক এক নূতন রাজা করিব, সে ব্যক্তি দিবসে রাজকর্ম্ম করিবে, রাত্রিতে তাহাকে তুমি ভক্ষণ করিবে, আজি আমার পালা হইয়াছে, আমি অতি বৃদ্ধ ও রোগাতুর, অতএব আমাকে না লইয়া আমার এক পুত্র এই,

ইহাকে লইয়া আজি রাজা করিবে, রাত্রি হইলে ইহাকে বেতাল ভক্ষণ করিবে, অতএব আমরা রোদন করিতেছি। যদি রাজার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য জীবদ্দশাতে থাকিতেন, তবে আমাদের এতাদৃশ দুঃখ হইত না, বুঝি তিনিও নাই। কুম্ভকার এই বলিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া কুম্ভকারকে কহিলেন, হে কুম্ভকার! তোমার পুত্রের বদলে আমাকে দাও ইহাতে তোমার ও আমার উভয়ত ভাল, কেন না যদি আজি রাত্রে বেতাল আমাকে ভক্ষণ করিতে পারে, তবে তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা হয় ও আমার পরপ্রাণরক্ষার্থে আত্ম প্রাণদান রূপ পরমধর্ম্ম হয়, যদি ভক্ষণ করিতে না পারে, তবে আমি এ দেশের রাজা হই, তোমাদের এ দুঃখ হয় না, কুম্ভকার এ কথা শুনিয়া কহিল, তুমি যা বলিলে সে সত্য বটে, কিন্তু যদি আজি রাত্রিতে বেতাল তোমাকে খায়, তবে আত্মপুত্র প্রাণরক্ষার্থে তুমি অতিথি, তোমার প্রাণনাশ জন্য আমার অধর্ম্ম হইবে এবং আর যখন আমার পালা উপস্থিত হইবে তখন পুত্র সমর্পণ করিতেই হইবেক, অতএব আপন পুত্রের প্রাণরক্ষার্থে পরপুত্রের প্রাণবিনাশরূপ পাপে আমার কার্য্য নাই, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক। বিক্রমাদিত্য কুম্ভকারের এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, হে কুম্ভকার! তুমি সন্দিগ্ধ হইও না, আমার কথার ফল পশ্চাৎ জানিতে পারিবে, বড় মন্দ হইলে ঈশ্বর অবশ্য ভাল করেন, বুঝি এখন অবধি ঈশ্বর এ দেশের ভাল করিলেন, আমি তোমার পুত্রের প্রতিনিধি

হইয়া আজি অবশ্য যাইব, আপন পুত্রকে বেতালের ভক্ষণার্থ আর কখনও তোমাকে দিতে হইবে না, ইহা নিশ্চয় জান। কুম্ভকার এই কথাতে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া রাজকীয় লোকেদের নিকটে সমর্পণ করিল ও কহিল ইনি পথিক রাজা হইতে ইচ্ছা করেন, আমি ইহাকে সমস্ত বিষয় বিবরণ করিয়া কহিলাম, তথাপি ইনি নিবৃত্ত হইলেন না, বেতালকে দেখিতে ইহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আমার পুত্রের বদলে ইহাকে লইয়া যাও ও আমার পুত্রকে দেও। রাজকীয় লোকেরা কুম্ভকারের এই বাক্যেতে তাহার পুত্র তাহাকে দিয়া বিক্রমাদিত্যকে লইয়া অঙ্গমার্জ্জন ও রাজযোগ্য বেশ ভুষাদি করিতে লাগিল, তাহাতে বিক্রমাদিত্যের যে অঙ্গ সৌন্দর্য্য হইল, তাহা দেখিয়া প্রায় পাত্র মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ইনি যে বিক্রমাদিত্য ইহা মনে মনে জানিল, কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু বলিল না। এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া তাহার আজ্ঞানুসারে উপস্থিত রাজকর্ম্ম সকল করিয়া বেতালের ভক্ষণীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবর্গেরা আপন আপন স্থানে গেল। তদনন্তর বিক্রমাদিত্য সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে পর সায়ংকালীন নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সিংহাসনের উপর বসিয়া থাকিলেন। কিছু রাত্রি হইলে পর, অগ্নি বেতাল রাজধানীতে আসিয়া ভক্ষদ্রব্য সকল ভক্ষণ করিয়া বিক্রমাদিত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে বিক্রমাদিত্য ঐ বেতালের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে অতি ক্লান্ত করিয়া তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিতে উদ্যত

হইলেই ঐ বেতাল বিক্রমাদিত্যকে কহিতে লাগিল, হে বিক্রমাদিত্য! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম তুমি বিক্রমাদিত্য বটে, কেন না সম্প্রতি মনুষ্যলোকে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, আমাকে পরাস্ত করে, তুমি আমাকে পরাস্ত করিলে, অতএব তুমি মনুষ্যশরীরমাত্র, দেবরাজ ইন্দ্রের পৌত্র বীর বিক্রমাদিত্য বটে, এ রাজ্য তোমার, এ রাজ্যে রাজা হইতে তোমা ব্যতিরেকে কেহ যোগ্য নহে, অতএব যে যখন রাজা হইত, তাহাকে আমি ভক্ষণ করিতাম, আমি আজি অবধি তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিলাম। বেতালের এই কথাতে বিক্রমাদিত্য তাহাকে নষ্ট করিলেন না এবং পূর্ব্ববৎ সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের বেতাল সিদ্ধ হইল। বেতাল আপন স্থানে প্রস্থান করিল, বিক্রমাদিত্য পরমসুখে নিদ্রাগেলেন। তাহার পর অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া শয্যার উপরে অবস্থিত বিক্রমাদিত্যকে মন্ত্রীবর্গেরা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া আপন আপন পরিচয় দিয়া বিক্রমাদিত্যকে সকলে প্রণাম করিল ও কহিল, হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য! আপনকার রাজ্য আপনি করুন, আজ্ঞাকারী ভৃত্য যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, সে তাহা করিবে। রাজাবিক্রমাদিত্য এই বাক্য শুনিয়া পাত্র, মন্ত্রী, সৈন্য সামন্ত প্রভৃতির আশ্বাস ও সম্মান করিয়া অতি শুভক্ষণে আপনি অভিষিক্ত হইয়া অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সাধুলোকেদের প্রতিপালন ও দুষ্টের দমন করিয়া পরমসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরে বিক্রমাদিত্য আপন ধর্ম্মবলে ও বাহুবলে উৎকল, বঙ্গ, কোঁচ-

বেহার, গুজরাট ও সোমনাথ; এই সকল দেশ অধিকার করিলেন। এই সময়ে শকাদিত্যনামে কামায়ুপাহাড়ের পাহাড়ীয়া রাজা রাজপালনামে দিল্লীশ্বরকে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতে ছিল, ইহা বিক্রমাদিত্য শুনিতে পাইয়া ওড্রদেশাদি অনেক দেশ অধিকার করিয়া আপনি বিলক্ষণমতে বদ্ধমূল হইয়া ঐ শকাদিত্যরাজাকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট্‌ হইয়া পৃথিবীস্থ যাবৎ রাজাকে স্বাধীন করিয়া যুধিষ্ঠিরদেবের ন্যায় ধর্ম্মেতে পৃথিবীপালন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে আপন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদানদীর দক্ষিণতীরস্থ প্রতিষ্ঠাননগরের শালিবাহননামে রাজার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পরে শালিবাহন রাজা বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়াও তাঁহাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক জানিয়া তাহার পদে আপনি অভিষিক্ত হইলেন না এবং তাহার শকাব্দেরও অন্যথা করিলেন না এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যদি সন্তান থাকে, তবে তাহাকে পিতৃপদে অভিষিক্ত কর। মন্ত্রিবর্গেরা শালিবাহন রাজার এই বাক্যেতে বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনকে অতি বালককালে অভিষিক্ত করিয়া আপনারা রাজ্যাদি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে সমুদ্রপাল নামে এক ভ্রষ্টযোগী সে অত্যন্ত মায়াবী ছিল এবং লোকচমৎকারী অনেক প্রকার দুষ্ট বিদ্যা জানিত, সেই দুষ্ট যোগী বিক্রমসেনকে নষ্ট করিয়া তাহার

শরীরে পরপুর প্রবেশের ন্যায় আপনি প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সাম্রাজ্য করিতে লাগিল।

এইরূপে বিক্রমাদিত্যের দিল্লীর সিংহাসনে বসা অবধি বিক্রমসেনের সাম্রাজ্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত ৯৩ বৎসর গত হইল, এই বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যাবধি ১৩৫ বৎসর হইলে, শালি· বাহনরাজার সন্তানেরা তাহার শক প্রবর্ত্তিত করিল। বিক্র· মাদিত্য রাজার শক সম্বৎ শব্দে লেখা যায়, তাহার এ পর্য্যন্ত ১৮৬১ বৎসর হইল। শালিবাহনরাজার শক শকাব্দাশব্দে লেখা যায়, তাহার এই পর্য্যন্ত ১৭২৬ বৎসর হইল। বিক্র· মাদিত্যরাজার সম্বতের ৫৪২ বৎসরে ঐ মালুয়াদেশের রাজা ভোজদেব হইয়াছিলেন, যে ভোজরাজ হইতে ৩২ সিংহা· সনের কথা প্রচার হয়, এই বিক্রমাদিত্যের আর আর অনেক কথা বিক্রমচরিত্রাদি পুস্তকে বিস্তারিত আছে, এইমতে বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্য সমাপন হইল।

পরে স্বেচ্ছাময় পরমপুরুষের ইচ্ছাক্রমে ভিক্ষাজীবী দিগম্বর পারদারিক ঊর্দ্ধবাহু পরস্বগ্রাহী মহামায়াবী দুষ্ট যোগী সমুদ্রপাল দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার পাত্র হইল, তাহার বিবরণ লিখি। সমুদ্রপালনামে এক কুযোগী হটযোগ, ইন্দ্রজালবিদ্যা, ভোজবিদ্যা, গারুড়ীবিদ্যা, সিহব ও যাদুতে ও অনেক দুষ্ট সাধনেতে অতি বড় নিপুণ ছিল, সে নানা· প্রকার চমৎকার দেখাইয়া বিক্রমসেনকে একান্ত বশীভূত করিয়া তাহার নিকটে থাকে। এক দিবস বনের মধ্যে বিক্রমসেনকে লইয়া গিয়া কহিল, হে বিক্রমসেন! আমি এক অপূর্ব্ব বিদ্যা জানি, সে বিদ্যার বলে যে জীবের যে

শরীর, সে শরীর হইতে তাহাকে নির্গত করিয়া অন্য উত্তম শরীর নির্ম্মাণ করিয়া সেই উত্তম শরীরে সেই জীবকে প্রবিষ্ট করিতে পারি, প্রত্যক্ষ দেখ, ইহা কহিয়া এক পক্ষী ধরিয়া আনিয়া তেমনি করিয়া বিক্রমসেনকে দেখাইল। পরে বিক্রমসেনকে কহিল, হে মহারাজ! আপনকার যদি আজ্ঞা হয়, তবে আমি অল্পকালস্থায়ী এই মনুষ্যশরীর হইতে আপনাকে বাহির করিয়া বহুকালস্থায়ী অজর নির্ব্যাধি অতি সুন্দর দেবশরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনাকে প্রবেশ করাই, তবে তুমি অজর অমর হইয়া দেবতুল্য অনেককাল পর্য্যন্ত এই রাজ্য ভোগ করিবে। বিক্রমসেন সমুদ্রপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এ বড় ভাল বটে, শীঘ্র কর। তদনন্তর সমুদ্রপাল বিক্রমসেনকে তাহার শরীর হইতে যোগবলে বাহির করিয়া আপনি স্বশরীর হইতে নির্গত হইয়া বিক্রমসেনের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার শরীর শবের ন্যায় কোন গুপ্তস্থানে ফেলিয়া দিল। পরে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সম্রাজ্য করিতে লাগিল। যে সিংহাসনে কোটী কোটী লক্ষ স্বর্ণ দাতারা বসিতেন, সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধ প্রকার রত্নালঙ্কারধারীরা বসিতেন সে সিংহাসনে ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারী রাজারা বসিতেন, সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না, সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের সম্মুখে অঞ্জলিকৃত

হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত, সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং ঊর্দ্ধবাহু হইল। সাধু পুরুষেরা হে ঈশ্বর! আমাকে এ সংসার হইতে উদ্ধার কর, এই বাক্য সর্ব্বদা মন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিয়া ঊর্দ্ধবাহু ব্রত ধারণ করেন, এ দুষ্ট কুযোগী পরধন গ্রহণ কিরূপে করিব, এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মমাত্রে নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানরহিত হইতেন, এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন, এ দুষ্ট কুজ্ঞানী পরদারমাত্রে নিষ্ঠচিত্ত হইয়া নির্লজ্জ ছিল, অতএব দিগম্বর হইয়া ছিল, এবং সাংসারিক যাবৎ বিষয়েতে পরম বৈরাগ্যসম্পন্ন সাধু পুরুষেরা ভস্মবিভূষিত হইতেন, এই ভ্রষ্ট কুযোগী বেশেতে বৈরাগী, কিন্তু ব্যবহারেতে মহারাগী ছিল, এমন লোকের মুখে ছাই উপযুক্ত হয়, অবএব আপনি মুখে ছাই মাখিত। এই দুষ্ট যোগী নানাপ্রকার মন্দবিদ্যা জানিত, অতএব অনায়াসে লোকের মন্দ করিতে পারিত, এই প্রযুক্ত সকলে তাহাকে ভয় করিত, সেই হেতুক সে পাত্র মন্ত্রী প্রভৃতি সকলকে আপনার চেলা করিল। আর আর যাহাকে পাইত তাহাকেও চেলা করিত এবং কিমিয়া জানিত ও কিমিয়া করিতে পারিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত সাংসারিক বিষয়াভিলাসে তপস্যা করিয়া ছিল, ইহাতে সিদ্ধপুরুষ ছিল বটে, কিন্তু পারমার্থিক ছিল না, বিক্রমসেনের শরীরধারী এতাদৃশ সমুদ্রপাল দিল্লীতে সাম্রাজ্য ২৪।২ মাস পর্য্যন্ত করে, এই কুযোগীর সাম্রাজ্যাবধি দিনে দিনে দিল্লীর সিংহাসনের অসম্ভ্রম হইতে লাগিল এবং পর পর অনুপযুক্ত সম্রাজেরা হইতে লাগিল। ইহাতে অন্য দেশীয় রাজাদের

স্বতঃ প্রাধান্য পর পর বাড়িতে লাগিল, এই সমুদ্রপালের সাম্রাজ্যাবধি সন্ন্যাসীরা দিনে দিনে অস্ত্রধারী ও ধনবান্ হইতে লাগিল, এখনও অনেক সন্ন্যাসী অস্ত্রধারী ও ধনী আছে। সমুদ্র পালের পর তাহার পুত্র চন্দ্রপাল ৪০।৫ মাস সাম্রাজ্য করে। তাহার পর তাঁহার পুত্র নয়নপাল ৫১।৫ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র দেশপাল ৪৭।২ মাস রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র নরসিংহপাল ৩৮।৩ মাস রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র সুতপাল ৩৭।১১ মাস রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র লক্ষপাল ৩৮।৩ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অমৃতপাল ২৭।৬ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র মহীপাল ৩৯।২ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দপাল ৫৫।৫ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র হরিপাল ২৪।৯ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র ভীমপাল ৪৮।৮ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল ৩১।২ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র মদনপাল ৩৭।৯ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল ৪৫ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বিক্রমপাল ৪৪।৩ মাস সাম্রাজ্য করেন।

এই বিক্রমপাল মহাবল পরাক্রম ছিল, যে যে রাজারা ইহাকে কর না দিত, সে রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের স্থানে কর লইত, পরে বহবঁচদেশে তিলকচন্দ্রনামে এক রাজা ছিল, সে কখন কখন কর দিত, কখন দুষ্টতা

করিয়া কর দিত না। বিক্রমপাল তাহার দুষ্টতাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার উপর চড়াউ করিলেন এবং বড় যুদ্ধও করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে ঐ যুদ্ধে তিলকচন্দ্র রাজার হাতে নষ্ট হইলেন। এইরূপে সমুদ্রপালের ষোড়শ পুরুষ বিক্রমপালেতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪১।৩ মাসেতে অধিকার সমাপ্ত হইল।

তাহার পর রাজা তিলকচন্দ্র দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া দুই বৎসর সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বিক্রমচন্দ্র ২২।৭ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহাব পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র ৪।৩ মাস সাম্রাজ্য করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র ১৪।১১ সাম্রাজ্য করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র অধরচন্দ্র ১৮।২ মাস সাম্রাজ্য করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র কল্যাণচন্দ্র ১১।৭ মাস সাম্রাজ্য করেন। পশ্চাৎ তাঁহার পুত্র ভীমচন্দ্র ১৮।৩ মাস সাম্রাজ্য কবেন। পশ্চাৎ তাঁহার পুত্র বোধচন্দ্র ২৫।৫ মাস সাম্রাজ্য করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ২২।২ মাস সাম্রাজ্য করেন। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান ছিল, ইহার মৃত্যু হইলে পর প্রেমদেবী নামে ইহার স্ত্রীকে মন্ত্রীবর্গেরা সিংহাসনে বসাইয়া রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। প্রেমদেবী ১ বৎসর সাম্রাজ্য করেন। ইহার পর সিংহাসন শূন্য হইল, কেবল মন্ত্রিবর্গেরা রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

কিছু দিন পরে মন্ত্রিবর্গেরা পরামর্শ করিয়া হরিপ্রেম নামে এক মহাপুরুষ বৈরাগী ছিলেন, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলেন, রাজকীয় যাবৎ অমরা লোকেরা প্রায় তাহার

শিষ্য ছিল এবং তিনিও বড় পণ্ডিত, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান ছিলেন, তিনি সিংহাসনে ৭।৫ মাস বসেন। তাহার পর তাহার চেলা গোবিন্দপ্রেম সিংহাসনস্থ হন ২০।৩ মাস। তাহার পর তাঁহার চেলা গোপালপ্রেম ১১।৩ মাস রাজ্যশাসন করেন। তাহার পর তাঁহার চেলা মহাপ্রেম ৬।৮ মাস সিংহাসনস্থ হন। এই মহাপ্রেম বাল্যকালাবধি সর্ব্বদা সাংসারিক বিষয়ে অনাশক্তচিত্ত হইয়া ঔদাস্যভাবেই থাকিতেন, রাজা হইলে পর দিনে দিনে ঔদাস্য বাড়িতে লাগিল, এইপ্রযুক্ত রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করিলেন, সিংহাসন শূন্য হইয়া থাকিল।

এই সময়ে বাঙ্গাল ধীসেন নামে রাজা দিল্লীর সিংহাসন শূন্য শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দিল্লীতে চড়াউ করিলেন, দিল্লীর রাজার মন্ত্রিবর্গেরা ধীসেনকে রাজা হওয়ার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া এবং সিংহাসন শূন্য দেখিয়া তাহার সহিত কেহ যুদ্ধ করিলেন না, তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্বস্ব কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ধীসেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, এইরূপে ১৮।৫ মাস সাম্রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বল্লালসেন রাজা হন। এই রাজা এই রাঢ়দেশের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যাদি বিভাগ করেন। তাঁহার বিবরণ লিখি।

পূর্ব্বে আদিশূর নামে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, তিনি অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত শস্য না হওয়াতে প্রজালোকদের অত্যন্ত পীড়া দেখিয়া বৃষ্টি নিমিত্ত যজ্ঞ করাইতে কাণ্যকুব্জ দেশের রাজা বীরসিংহদেবের সহিত প্রীতি করিয়া তদ্দেশীয় বেদজ্ঞ

পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। সে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য নামে মুনির বংশজাত, ইহার বংশের আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি, অতএব ঐ ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্র ছিলেন। এ গৌড়দেশে শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণ যত সে সকল ব্রাহ্মণ ঐ ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামে জাতিতে এক কায়স্থ, ইহার সঙ্গে ভৃত্য হইয়া আসিয়া ছিল, এখন যত ঘোষ কায়স্থ এ দেশে আছেন, তাঁহারা সকল এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান। দ্বিতীয় দক্ষ, তাঁহার আদি পুরুষ কশ্যপ নামে মুনি, অতএব ইনি কাশ্যপ গোত্র ছিলেন, এতদ্দেশীয় কাশ্যপ গোত্র যত ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। ইহাঁর সঙ্গে দশরথ বসু নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়া ছিলেন, এতদ্দেশে যত বসু কায়স্থ সে সকল ঐ দশরথ বসুর সন্তান। তৃতীয় বেদগর্ভ, ইনি সাবর্ণ গোত্র, এতদ্দেশীয় যত সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ তাঁহারা সকলেই ইহাঁর সন্তান। দশরথগুহ নামে কায়স্থ ইহার সঙ্গে ভৃত্য আসিয়া ছিল, ইহার সন্তানেরা বঙ্গদেশের কুলীন কায়স্থ। চতুর্থ ছান্দড়, ইনি বাৎস্য গোত্র, এতদ্দেশীয় যত বাৎস্য গোত্র ব্রাহ্মণ সকলেই ইহার সন্তান। ইহার সঙ্গে ভৃত্য পুরুষোত্তম দত্ত নামে কায়স্থ আসিয়া ছিল, এতদ্দেশীয় যত দত্ত কায়স্থ এই পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান। পঞ্চম শ্রীহর্ষ, ইনি ভরদ্বাজ গোত্র, এতদ্দেশীয় ভরদ্বাজ গোত্র ব্রাহ্মণ যত সকলেই ইহার সন্তান, ইহাঁর সঙ্গে কালিদাস মিত্র নামে কায়স্থ ভৃত্য আসিয়া, ছিল, এতদ্দেশে যত মিত্র কায়স্থ তাঁহারা

সকল ইহার সন্তান। এইরূপে আদিশূর রাজা কর্ত্তৃক আনীত যে পঞ্চগোত্রিয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাহাদের ছাপন্ন জন সন্তান ছিলেন, ইহাদিগকে ঐ বল্লাল সেন রাজা ছাপান্ন গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দিয়া সম্মান করিয়া সংস্থাপন করিলেন, ইহাতে ছাপান্ন গাঁই হইল। এই ছাপান্ন ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যাচারাদি ধর্ম্ম তারতম্য বিবেচনা করিয়া আটজনকে মুখ্য, চৌদ্দজনকে গৌণ, বাইশজনকে কুলীন ও ৩৪ জনকে শ্রোত্রিয় ঐ বল্লাল-সেন রাজা করিলেন। পশ্চাৎ কন্যাদানাদানাদি দোষে শ্রোত্রিয় ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা কেহ কেহ কুলচ্যুত হইয়া বংশজ হইলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের দেশে আসিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় যে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন, তাহাদের সহিত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানদের বিবাহাদি কোন ব্যবহার না হয়, এই নিমিত্ত ঐ ব্রাহ্মণদিগকে সাতশত ঘর গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক থাক করিয়া দিলেন, অতএব সেই সকল ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী করিয়া লোকে কহে, এখন এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা কেহ কেহ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানদের সহিত মিলিয়াছে। এই-রূপে রাজা বল্লালসেন পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানদের ও এতদ্দেশীয় সপ্তসতী ব্রাহ্মণদের বিভাগ করিলেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন নামে গৌড়দেশমাত্রের রাজা হইয়া ছিলেন। বল্লালসেন দিল্লীর রাজা ছিলেন, তৎকালে তিনি ডোমের এক পদ্মিনী কন্যাকে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, এ কথা সর্ব্বত্র রটাতে রাজা বল্লালসেনের বড় অপ্রতিষ্ঠা হইল। গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন এ কথা শুনিতে পাইয়া পিতাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্রের পাঠ

এই। হে জল শৈত্যরূপ। যে গুণ সে তোমারি সহজ, আর নির্ম্মলতা তোমার স্বাভাবিক, তোমার পবিত্রতা আমরা কি বলিব, কেন না তোমার স্পর্শেতে অপর লোকেরা পবিত্র হয়, আর কিবা তোমার এ সংসারে স্তুতির পদ আছে, যেহেতুক তুমি সকল জীবের জীবন ধারণের উপায় হইয়াছ, এখন তুমি যদি নীচগামী হও তবে তোমাকে নিবোধ করিতে কে সমর্থ হয়। রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাঠ করিয়া পুত্রকে পত্রদ্বারা উত্তর লিখিলেন, তাহার এই পাঠ। তাপ অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও কৃশা হয় নাই, শরীরের ধূলিও ধৌতা হয় নাই, এবং স্বচ্ছন্দমতে কন্দের গ্রাসও হয় নাই, ইহাতে ক্রীড়ার বা কথা কি, কিন্তু দূর হইতে উৎক্ষিপ্ত-কর করিকর্ত্তৃক হায় এ বড় দুঃখ, পদ্মিনী অর্থাৎ পদ্মলতা স্পৃষ্ট হইয়াছে কি না, ভ্রমরা কর্ত্তৃক অর্থাৎ ভ্রান্ত কর্ত্তৃক অকস্মাৎ ঝঙ্কার কোলাহল আরব্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন পিতার এই পত্র পাইয়া পুনর্ব্বার পিতাকে লিখিলেন, তাহার এই, পাঠ। অপবাদ সত্যই হউক কিম্বা মিথ্যাই হউক, সাধুলোকদের মহিমাকে অবশ্যই নষ্ট করে, ইহার দৃষ্টান্ত এই, প্রকাশমাত্রে অশেষ প্রকার অন্ধকার নষ্ট করেন যে সূর্য্য তিনি আশ্বিন মাসে কন্যা রাশিস্থ হইলে লোকেরা বলে সূর্য্য কন্যাগত হইলেন। এইমতে সূর্য্যের বাক্‌ছলমাত্র মিথ্যাপবাদের কথা হওয়াতে অপবাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে সূর্য্য তারপর তুলাতে যান, অর্থাৎ যদি তুলা পরীক্ষাতে যান তথাপি তারপর অগ্রহায়ণাদি কয়েক মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেমন তেজ থাকে না। রাজা বল্লালসেন পুত্রের এই পত্র পাইয়া আরবার

তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার এই পাঠ। অমৃতের আকরস্থান হইয়াছেন যে চন্দ্র, তাঁহার না জানি কি মতে কলঙ্কের কণা যে একটুকু হইল সে কেবল লোকদের ভাল মন্দ কর্ত্তা যে ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছাপ্রযুক্ত, কিন্তু তাহাতে নানা গুণের নিধি যে চন্দ্র তাঁহার কিছুই হানি নাই, কেননা সে কলঙ্ক হওয়াতে কি সে চন্দ্র অত্রি মুনির পুত্র নহেন, কিম্বা শিব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না, কিম্বা তিনি কি গাঢ়ান্ধকার নষ্ট করিতে পারেন না, কিম্বা মনুষ্য লোকের উপরে তিনি কি বাস করিতে পারেন না। এইরূপে পিতা পুত্রেতে পরস্পর সংস্কৃত শ্লোকে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল। এইরূপে বল্লালসেন ১২।৪ মাস সাম্রাজ্য করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন।

তারপর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সম্রাট্ হইলেন, ঐ রাজা লক্ষ্মণসেন রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের পিতৃসংস্থাপিত সন্তানদের সমীকরণ করেন। সমীকরণ কি, তাহা লিখি, পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা যাঁহার সন্তান, তাঁহা হইতে তাঁহারা যত পুরুষ তাঁহাদের তত পুরুষ অন্য সন্তানদের সহিত ব্রাহ্মণ্যাচারাদির ন্যূনাতিরেক বিবেচনামতে মিলন করিয়া পৃথক থাক করা, এইরূপে কিছুকাল গেলে পর দেবীবর নামে এক ঘটক ব্রাহ্মণ আপন ইষ্টমন্ত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত জপ করিয়া কিছু ক্ষমতাপন্ন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যাহাদিগকে কুলীন করিয়া লিখিল তাহারাই কুলীন হইল, এবং যাহাদিগকে অকুলীন করিয়া লিখিল তাহারা অকুলীন হইল, এইরূপে দেবীবরের কৃত দাঁড়া এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভৃত্য হইয়া যে পাঁচ জন

কায়স্থ আসিয়া ছিল তাহার মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র, এই তিন জন এ গৌড়দেশে কুলীন হইল, গুহ বঙ্গদেশে কুলীন হইল, ব্রাহ্মণের ভৃত্যতা দত্ত স্বীকার করিল না, এইপ্রযুক্ত কুলীন হইল না, কিন্তু মৌলিক হইল, এই পাঁচ কায়স্থের আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল কায়স্থ ছিল তাহাদের মধ্যে ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক হইল ও ৭২ ঘর সামান্য মৌলিক হইল, ইহাদিগকে লোকেরা বাহাত্তরিয়া করিয়া বলে। এইরূপে কায়স্থ জাতির বিবেচনা রাজা বল্লালসেন করেন। এই দাঁড়াতে কিছু দিন গেলে পর, হোসেনশাহ নামে গৌড় দেশের বাদশাহের উজীর পুরন্দর বসু নামে এক কায়স্থ হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লোকে পুরন্দর খাঁ করিয়া বলিত, তিনি কায়স্থদের যে দাঁড়া করিয়াছেন সে দাঁড়া এখনও চলিতেছে। ঐ লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে সাম্রাজ্য করেন ১০।৭ মাস। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজা হন ১৫।৮ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র মাধবসেন রাজ্য করেন ১১।৪ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র শূরসেন রাজ্য করেন ৮।২ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র ভীমসেন ৫।২ মাস রাজ্য করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কার্ত্তিকসেন ৪।৯ মাস। তাহার পর তাঁগার পুত্র হরিসেন ১২।২ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র শত্রুঘ্নসেন ৮।১১ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র নারায়ণসেন ২।৩ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ২৬।১ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র দামোদরসেন ১১ বৎসর। এই দামোদরসেন বড়ই বিটপ হইলেন, প্রজাদের ও চাকর লোকদের সুন্দরী স্ত্রী দিগকে বলাৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাতে মন্ত্রিপ্রভৃতি সকল লোক এক

পরামর্শ হইয়া শওয়ালাখ পর্ব্বতের রাজা দ্বীপসিংহকে সসৈন্য আনাইয়া তাহার যুদ্ধেতে দামোদর সেনকে নষ্ট করাইয়া ঐ দ্বীপসিংহকে রাজা করিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ পুরুষেতে ১৩৭।১ মাস পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

ঐ দ্বীপসিংহ রাজা হইয়া ২৭।২ মাস রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র রণসিংহ রাজ্য করেন ২২।৫ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র রাজসিংহ ৯।৮ মাস পর্য্যন্ত রাজা হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র বরসিংহ রাজত্ব করেন ৪৬।১ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র নরসিংহ ২৫।৩ মাস রাজা হন। তাহার পর তাঁহার পুত্র জীবনসিংহ রাজ্য করেন ২০।৫ মা[illegible] এইমতে দ্বীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্য্যন্ত চোহান রাজপুতেরা ছয় পুরুষেতে ১৫১ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

তাহার পর প্রাঠদেশের রাজা পৃথুরায় দিল্লীতে রাজা হন। ইঁহার রাজত্ব পাইবার বিবরণ লিখি। রাজা জীবনসিংহ সর্ব্বদা নৃত্যগীত ও শৃঙ্গার রসেতে আশক্ত থাকিতেন। রাজকর্ম্ম ও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দারা সঙ্গে গিয়া থাকিতেন, তাঁহার সৈন্য সকল শওয়ালাখ পর্ব্বতদেশে কোনহ কার্য্যের নিমিত্তে গিয়াছিল। ইহা প্রাঠদেশের রাজা পৃথুরায় শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে দিল্লীর উপর চাড়াউ করিলেন। জীবনসিংহ ইহা শুনিতে পাইয়া দিল্লীতে না আসিয়া অমনি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পৃথুরায় যুদ্ধ ব্যতিরেকে অনায়াসে দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিলেন। এই পৃথুরায় পূর্ব্বে দিল্লীর

রাজাকে কর দিতেন, তিনি ১৪।৭ মাস দিল্লীতে রাজা হইয়া থাকেন। এই পৃথুরাজার পর বিক্রমাদিত্যের ১২২৩ সম্বতে যবনেরা দিল্লী অধিকার করে।

এইরূপে যুধিষ্ঠির রাজা অবধি পৃথুরাজা পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের দিল্লীতে অধিকার কলিযুগের প্রথমাবধি ৪২৬৭ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর দিল্লীর সিংহাসন যবনাধিষ্ঠিত হয়। এই পৃথুরাজার দিল্লীতে অধিকার হওয়ার প্রকারান্তরের ও তাহার পর যবনাধিকার হওয়ার প্রকারদ্বয়ের বিবরণ লিখি।

রাজা দ্বীপসিংহকে এক ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন যে, তোমাদের দিল্লীর অধিকার তোমাদের ভগিনীপুত্র লইবে। তদবধি দ্বীপসিংহের সন্তান পরম্পরাতে কন্যা সন্ততিকে নষ্ট করা কুলাচার প্রায় হইল, এখন পর্য্যন্ত দ্বীপসিংহের জাতি চৌহান রজপুতেরা যে কন্যাকে নষ্ট করে তাহার মূল এই। নরসিংহ রাজা আপন কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এইপ্রযুক্ত নষ্ট না করিয়া প্রাঠদেশের রাজাকে বিবাহ দিলেন, ঐ প্রাঠদেশের রাজার আর এক স্ত্রী ছিল সেটা মনুষ্য খাইত। অতএব তাহাকে সকলে রাক্ষসী করিয়া কহিত, নরসিংহ রাজার কন্যার এক পুত্র হইয়াছিল, তাহাকে সেই রাক্ষসী খাইল। ইহা ঐ প্রাঠদেশের রাজা শুনিতে পাইয়া আপনার রাক্ষসী স্ত্রীকে কহিলেন যে, তুমি অতি বড় মন্দ লোক, ছি ছি মনুষ্য খাও, তোমার ঘৃণা হয় না। তাহাতে সে রাক্ষসী কহিল, হে মহারাজ! মনুষ্য মাংস বড় মিষ্ট বরং তুমি এক দিবস খাইয়া বুঝ। রাজার রাক্ষসী সংসর্গ দোষেতে বুদ্ধি নিতান্ত

ভ্রষ্ট হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত রাজার ও ঐ রাক্ষসী বাক্যেতে মনুষ্যমাংস ভোজনেতে ইচ্ছা হইল। অতএব ঐ রাক্ষসীকে কহিলেন, ভাল ভাল, একদিন আমাকে মনুষ্য মাংস ভোজন করাও। তদনন্তর ঐ রাক্ষসী এক মনুষ্যকে মারিয়া সুন্দররূপ পাক করিয়া রাজাকে খাওয়াইল। রাজা মনুষ্য মাংস খাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন যে, আমাকে এইমতে প্রত্যহ ভোজন করাইবে। রাক্ষসী রাজার এই বাক্যেতে মনুষ্যমাংস রাজাকে প্রত্যহ খাওয়াইতে লাগিল। নরসিংহ রাজার কন্যা এ সকল শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া নরসিংহের পুত্র জীবনসিংহের নিকট পলাইয়া গেলেন ও ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমার এক সপত্নী আছে তিনি রাক্ষসী, মনুষ্যমাংস ব্যতিরেকে তাঁহার ভোজন হয় না। আমার এক পুত্র হইয়াছিল তাহাকে সেই রাক্ষসী ভক্ষণ করিল, এ কথা আমার পতি শুনিয়া সে রাক্ষসীর এই দণ্ড করিলেন কিনা তাহার মতাবলম্বী হইয়া আপনি প্রত্যহ মনুষ্যমাংস খাইতে লাগিলেন। আমি এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত কাতরা হইয়া হে ভ্রাতঃ! তোমার শরণাপন্না হইলাম, তোমা ব্যতিরেকে আমার আর কেহই নাই, আমি স্বামী থাকিতেও অনাথা। প্রাণদান হইতে বড় দান নাই, এখন তোমার ধর্ম্মে যে হয় তাহা কর। রাজা জীবনসিংহ ভগিনীর এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তাহাকে গর্ভবতী দেখিয়া অত্যন্ত দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি অপুত্রক ইনি আমার পিতার ঔরষজাতা কন্যা মনুষ্যশরীর চির-

স্থায়ী নহে, আমার পর অবশ্য অন্য কেহ রাজা হইবে, ইনি আমার ভগিনী, গর্ভবতী হইয়া প্রাণভয়ে আমার শরণাগতা হইয়াছেন, আহা? ইহাকে নষ্টকরা আমার কখন কোনহ প্রকারে কর্ত্তব্য নয়। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া রাজা জীবনসিংহ ভগিনীকে কহিলেন, হে ভগিনি! তোমাকে আমি অভয় দিলাম, তুমি সুখেতে আমার অন্তঃপুরে থাক, তোমার এই গর্ভে যদি পুত্র হয়, তবে আমার পর সেই রাজা হইবে, তুমি আমার সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার মাতার তুল্যা তোমার অনিষ্ট কোন প্রকারে হইবে না। রাজভগিনী রাজার এই বাক্যেতে পরমাপ্যায়িতা হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া থাকিলেন।

কএক মাসের পর তাঁহার এক পুত্র হইল, সে পুত্রের নাম পৃথু রাখিলেন। কিছু দিনের পর রাজা জীবনসিংহ রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া গেলেন। তথায় বহু দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল, ইত্যবসরে রাজার ভাগিনেয় পৃথুরাজা সিংহাসনে আপন ইচ্ছাতে বসিলেন। তদনন্তর রাজা জীবনসিংহ যুদ্ধজয়ী হইয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া ভাগিনেয়ের সিংহাসনে বসা-শুনিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বকথিত কথা স্মরণ করিয়া পৃথুকে নষ্ট করিলেন না ও সিংহাসনেতে ও আর বসিলেন না। কএক দিন পরে জীবন সিংহ বনপ্রস্থান করিলেন। এইরূপে পৃথু রাজা হইলে পর তাঁহার সর্ব্বত্র অপ্রতিষ্ঠা হইল এবং কোন রাজা তাঁহার সম্ভ্রম করিল না, সকল প্রজারা কহিতে লাগিল যে, মনুষ্য খাদকের পুত্র রাজা

হইল, ইহাতে আমা সভার ভদ্রস্থ কি? পৃথুরাজার পিতৃদোষ প্রযুক্ত ও আত্মদোষ প্রযুক্ত আপনার নানাপ্রকার অপ্রতিষ্ঠা সর্ব্ব দেশে হইল, ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন ও মাতার স্থানে পিতার সবিশেষ বিবরণ শুনিয়া পিতৃদেশে গেলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন যে, দেশের অত্যন্ত বিভ্রাট হইয়াছে, দেশ প্রায় প্রজাশূন্য, কোথাও কোথাও দুই এক ঘর প্রজা আছে, তাহারাও কি করিব কোথা যাব, এই ভাবনাতে ব্যাকুল হইয়া আছে। পৃথুরাজা দেশ এইরূপ বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া রাজধানীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজধানীতে দেখেন যে, মনুষ্যমাত্র নাই, ক্রমে ক্রমে একৈক কক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র পতিত মনুষ্যমাংস অস্থিচর্ম্ম দেখিতে পাইলেন ও শয়নাগারে খাটের উপর শয়ান রাজাকে দেখিলেন। পৃথুরাজা পিতাকে একাকী খট্টোপরিস্থ দেখিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন কেও পৃথু, আইস২, তুমি আমার পুত্র আমি তোমার জন্মদাতা পিতা? আমার আজ্ঞা প্রতিপালন তোমার পরমধর্ম্ম, আমি রাক্ষসাচরণ করিয়া সর্ব্বনষ্ট হইয়া কেবল তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি, তুমি এইক্ষণে আমার মস্তক ছেদন কর, তবে আমি এ পাপশরীর হইতে নিস্তার পাই। পৃথুরাজা পিতার এই বাক্য শুনিয়া পিতাকে নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! আমি যে আপনকার পুত্র আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন, আর আপনি আমার পিতা মহাগুরু, আমি আপনকার মস্তকচ্ছেদন করিব এ

আজ্ঞা কিরূপে করেন, ইহা আমাকে আজ্ঞা করুন। রাজা পুত্রের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে পুত্র! শুন, আমি উগ্রচণ্ডাদেবীর উপাসনা অনেক দিবস করিয়াছি, তাহাতে উগ্রচণ্ডাদেবী আমাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, কল্য তোমার পুত্র পৃথু তোমার নিকট আসিবে, সে তোমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমাকে নষ্ট করিলে, তুমি এ পাপ হইতে নিস্তার পাইবে। আর তোমার মৃত শরীরের দাহ-কালে যে মাংস দগ্ধ না হইবে সে মাংস একুশখণ্ড করিয়া আপন জ্ঞাতি স্ত্রী একুশ জনকে ঋতুস্নানকালে খাইতে দিলে সে একবিংশতি স্ত্রীর গর্ভে একুশ পুত্র জন্মিবে, সে একুশ পুত্র যুদ্ধকালে আপন মস্তক আপনারা চ্ছেদন করিয়া কবন্ধরূপী হইয়া তিনদণ্ড পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ করিবেন সে যুদ্ধে কেহ রক্ষা পাইবে না। তিনদণ্ডের পর স্বতঃ শবের ন্যায় মরিয়া পড়িবে, এইরূপে একৈক যুদ্ধ জয়করিয়া একৈক জন নষ্ট হইবে। রাজা পুত্রকে এই সকল কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে পুত্র! পিতার উদ্ধার পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব শীঘ্র আমার শিরচ্ছেদন কর, আমি উদ্ধার পাই। পৃথুরাজা পিতার এইবাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে পিত! যদি আমাকে আপনকার আজ্ঞানুসারে ইহা করিতে হইল তবে আজ্ঞা করুন, যে রাক্ষসী আপনকাকে এরূপ করিল সে রাক্ষসীর মস্তকচ্ছেদন আগে করিয়া পশ্চাৎ আপনকার মস্তকচ্ছেদন করি। রাজা কহিলেন, হে পুত্র! সে রাক্ষসী আমাকে এদশাতে ফেলাইয়া আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথা পলাইল, তাহা জানি না, যদি তাহাকে

পাও তবে তাহাকেও নষ্ট করিও কিন্তু এখন শীঘ্র আমার মাথা কাট। তদনন্তর পৃথুরাজা পিতার মস্তক চ্ছেদন করিয়া মৃতশরীর দাহ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ঋতু স্নাতা একবিংশতি জ্ঞাতি স্ত্রীদিগকে খাওয়াইয়া সেই স্ত্রী দিগকে সঙ্গে লইয়া পিতৃদেশে প্রজা স্থাপনার্থে লোক নিযুক্ত করিয়া আপনি দিল্লীতে আইলেন। তদনন্তর সেই একুশ স্ত্রীর একুশ পুত্র হইল, সে সকল সন্তানকে সামন্ত করিয়া পৃথুরাজা রাখিলেন, এইরূপে পৃথুরাজা পিতৃহত্যা করাতে পূর্ব্ব হইতেও অধিক অখ্যাতি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ও পূর্ব্বে যে রাজারা কর দিত তাহারা কেহ কর দিল না, যে রাজারা কর না দিত তাহারা ও ইহার সহিত ভোক্ষ্য ভোজ্যাদি লৌকিক ব্যবহার পরিত্যাগ করিল। ইহাতে প্রায় সকল রাজাদের সহিত বড়ই অসামঞ্জস্য হইল। পরে ঐ সামন্তদের যুদ্ধে অনেক রাজাগণকে সুশাসিত করিয়া স্বাধীন করিলেন, কিন্তু রাজারা মনে মনে পৃথুরাজার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতেন। এইরূপে বিরোধী রাজা দিগকে স্বায়ত্ত করিতে ক্রমে ক্রমে সামন্তদেরও ক্ষয়প্রায় হইল, কিন্তু রাজবর্গমাত্রের সহিত বড়ই অপ্রীতি হইল। এইরূপে পৃথুরাজা দিল্লীতে অধিকার পাইলেন, ইহাও অনেক লোকে কহে। পৃথুরাজার পর যবনেতে যে প্রকারে দিল্লীতে অধিকার করিল তাহা লিখি।

কান্যকুব্জদেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবল পরাক্রম ও বড় ধনী ছিলেন, কাহাকে বলেতে, কাহাকে প্রীতিতে, এইরূপে, প্রায় কুমারীকা খণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশী-

ভূত করিয়া ছিলেন, তাহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা ছিল, তাহার বিবাহের নিমিত্ত যে যে বর উপস্থিত হয় তাহাদের মধ্যে কেহ তাহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি সে তোমার মনোনীত হয় না, ইহাতে তোমার মনস্থ কি? তাহা আমাকে কহ, আমি তদনুরূপ করি। রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমার কর্ত্তা, আপনকার যে মনস্থ তাহাই হইতে পারে, আমার মনস্থে কি করে, তবে আপন মনস্থ যাহা তাহা আজ্ঞানুসারে কহি, আপনি সম্প্রতি অতি বড় রাজা, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, আমি আপনকার কন্যা, ইহার মত বিবাহ হইলে বড় ভাল হয়, ইহাতে আমি এই মনে করিয়াছি, আপনি এক রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করুন, তাহাতে সকল রাজাদের নিমন্ত্রণ করুন, তবে সকল রাজারা অবশ্য আসিবেন, সেই রাজাদের মধ্যে আপন মনোনীত যে রাজাকে দেখিব, তাহাকে স্বয়ং বরণ করিব। রাজা কন্যার এই বাক্য শুনিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া সকল রাজাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই নিমন্ত্রণে কুমারিকা খণ্ডস্থ সকল রাজারা আইলেন কিন্তু দিল্লীর পৃথুরাজার আগমন কালে তাঁহার প্রাচীন এক চাকর তাঁহাকে কহিল, হে মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণে গেলে, কররূপে কিছু দিতে হয়, আপনি দিল্লীর রাজা আপনি যে অন্য রাজাকে কর দেন সে ভাল নহে, তবে প্রীতিতে যজ্ঞ সমাপনার্থে কিছু দিলেও লোকেতে অপ্র-

তিষ্ঠা হইবে, অতএব এ নিমন্ত্রণে আপনকার যাওয়া উপযুক্ত নহে। রাজা এই কথাতে সেই নিমন্ত্রণে আসিলেন না। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র এই কথা শুনিতে পাইয়া অন্তঃকরণে অতিক্রুদ্ধ হইলেন ও সভাস্থ পণ্ডিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দিল্লীর রাজা আসিলেন না, যজ্ঞ সমাপন কি রূপে হয়? পণ্ডিতেরা কহিলেন, রাজাসূয় যজ্ঞের অঙ্গ রাজারা হন, অঙ্গের অভাবে প্রতিনিধিতেও প্রধান কর্ম্মসিদ্ধ হয়, অতএব দিল্লীর রাজার প্রতিনিধি এক স্বর্ণ প্রতিমা নির্ম্মাণ করুন। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্র নামে এক মহারাজ হইয়া ছিলেন, তিনি নৈমিষারণ্যে যখন যজ্ঞের আরম্ভ করিয়া ছিলেন, তাহার পূর্ব্বে কিছু দিন কোন কারণেতে আপন স্ত্রী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অতএব যজ্ঞকালে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না, এই প্রযুক্ত বশিষ্ঠ, জাবালি প্রভৃতি মহামুনিরা রামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন, আপনিও সেইমত করুন, যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমাপন না করিলে বড়ই দোষ। রাজা পণ্ডিতদের এই বাক্যেতে পৃথুরাজার প্রতিনিধিরূপে এক স্বর্ণপ্রতিমা করিয়া ঐ প্রতিমাকে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন, কেন না রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত যে যে রাজারা আসিয়া থাকেন তাহারা উপযুক্ত মত কেহ কোন কর্ম্ম করিয়া থাকেন। জয়চন্দ্র রাজা পৃথুরাজের না আসাতে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রতিমাকে অনুপযুক্ত কর্ম্মে স্থাপন করিলেন। ইহা পৃথুরাজা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জদেশে আসিয়া জয়চন্দ্র রাজার অনেক সৈন্য

নষ্ট করিয়া ঐ স্বর্ণপ্রতিমা লইয়া গেলেন, তদনন্তর রাজা জয়চন্দ্র কোন প্রকারে যজ্ঞ সমাপন করিয়া অত্যন্ত অপমানিত হইয়া রহিলেন। এই প্রকারে পৃথু রাজাকে বড় বলবান ও রূপবান দেখিয়া, রাজকন্যা যে যে রাজারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাহাকেও স্বয়ম্বরণ না করিয়া কহিলেন যে, আমি পৃথুরাজা ব্যতিরেকে অন্য রাজাকে বরণ করিব না। জয়চন্দ্র রাজা আপন কন্যার এই নিশ্চয় জানিয়া কন্যার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে আপন বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন ও কহিলেন, তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। রাজকন্যা অন্য কোন অন্তরঙ্গ লোকের বাটীতে আসিয়া রহিলেন। এ সকল বিষয় পৃথুরাজা শুনিতে পাইয়া চন্দ্রনামে এক ভাটকে জয়চন্দ্র রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ও এক পত্র লিখিলেন, তাহার পাঠ এই। হে মহারাজ জয়চন্দ্র! তোমার কন্যা আমাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাঁহার যে এ মনস্থ সে উপযুক্ত বটে, কিন্তু তুমি যে ইহাতে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ ইহা অত্যন্ত অনুচিত, তোমার কন্যার মনস্থ অন্যথা কখনও হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এইরূপ পত্র দিয়া চন্দ্রভাটকে পাঠাইয়া আপনিও সসৈন্যে কান্যকুব্জদেশে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রভাট জয়চন্দ্র রাজার কাছে গিয়া সেই পত্র দিলেন কিন্তু জয়চন্দ্র রাজা সে পত্রার্থাবগত হইয়া কিছু উত্তর দিলেন না। পৃথু রাজা চন্দ্রভাটের প্রমুখাৎ ইহা শুনিতে পাইয়া আপন যোগ্যতাতে রাজকন্যাকে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। পৃথুরাজার সৈন্যসকল কনোজেতে থাকিল। পশ্চাৎ জয়চন্দ্র রাজা ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে

আসিয়া পৃথুরাজার সৈন্যের সহিত বড় যুদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দুই দিগেতে সাত হাজার লোক নষ্ট হইল। জয়চন্দ্র রাজা আপনার অনেক লোক নষ্ট হওয়াতে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পৃথুরাজার অবশিষ্ট সৈন্য দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল, এইরূপে পৃথুরাজা ও জয়চন্দ্র রাজার বড় শত্রুতা হইল। তদনন্তর পৃথুরাজা অনঙ্গমঞ্জরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গুণ ও রূপলাবণ্যাদি দেখিয়া আর আর অনেক সুন্দরী স্ত্রী থাকিতেও ঐ রাজকন্যাতে এমত আশক্ত হইলেন যে, মন্ত্রিদের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া প্রায় অন্তঃপুরেতেই থাকিতেন। এইরূপে পৃথুরাজা জয়চন্দ্র রাজার সহিত ও সোল-তান সাহাবুদ্দিন যবনের সহিত শত্রুতা করিয়া রাজকর্ম্মে অনবহিত হওয়াতে যেমন কেহ উচ্চতর তৃণরাশিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বায়ু সম্মুখে তাহার সমীপে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, তেমন নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করা হইল। পূর্ব্বে পৃথুরাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন যে সোলতান সাহাবুদ্দিন সে এই সকল সমাচার শুনিতে পাইয়া অনেক উত্তম সামগ্রী দিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে সহায় করিয়া পৃথুরাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনেক সৈন্য লইয়া আসিয়া নারায়ণগ্রামে উপ-স্থিত হইলেন। পৃথুরাজার মন্ত্রিবর্গেরা এ সম্বাদ পাইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞা আছে যে, আমার সাক্ষাৎ কেহ কোন কথা নিবেদন করিও না, রাজকর্ম্মের ভার তোমা-দের উপর থাকিল, তোমরাই করিও, সম্প্রতি এ সমাচার রাজার সাক্ষাৎ কি প্রকারে দেওয়া যায়, চন্দ্রভাটকে রাজা বড়

ভালবাসেন তিনি রাজার নিকটে অন্তঃপুরে গিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা এ সমাচার দেওয়া যাউক। সকলে এই বিচার করিয়া চন্দ্রভাটকে সমাচার দিতে কহিলেন। চন্দ্রভাট অন্তঃ-পুরে গিয়া রাজাকে সম্বাদ দিলেন, হে মহারাজ! যেমন বালির ভয়ে পলাইত সুগ্রীববানর রামচন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়া ছিল, তেমনি মহারাজের ভয়ে কান্দিশিক সাহাবুদ্দিন যবন জয়চন্দ্রকে সহায় করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে নারায়ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছে, বিহিত অবধান হউন। পৃথুরাজা চন্দ্রভাটের এই বাক্য শুনিয়া পূর্ব্ব পরাজিত জ্ঞানে সুসাধ্য জানিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া কহিলেন, নারায়ণগ্রামে যে সৈন্য আছে, সেই সৈন্য তাহার পরাজয়েতে পর্য্যাপ্ত আছে, অতএব নারায়ণ গ্রামস্থ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা পাঠাইয়া দিতে মন্ত্রিদিগকে বল। তদনন্তর চন্দ্রভাট মন্ত্রিদিগকে রাজাজ্ঞা জানাইলেন, মন্ত্রিবর্গেরা রাজাজ্ঞানুসারে নারায়ণ-গ্রামের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে কহিয়া পাঠাইলেন। এবং আর আর অনেক সৈন্য পাঠাইলেন কিন্তু মনে সকলেই রাজার প্রতি বিরক্ত হইলেন। কোন কোন মন্ত্রী কহিলেন, রাজার অনীত্যাচরণে রাজলক্ষ্মী কখনও থাকেন না, পরাজিত শত্রু যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আইসে সে দৃঢ়তর উপায় সমবধান না করিয়া আইসে না, সাহাবুদ্দিন পূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পলাইয়া ছিল, সম্প্রতি জয়চন্দ্রকে সহায় করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, জয়চন্দ্ররাজার মহাবল পরাক্রান্ত অনেক যোদ্ধা আছে, মহারাজা এ সকল বিলক্ষণরূপে জানেন, তথাপি এইরূপ নিশ্চিন্ত, না জানি ঈশ্বরেচ্ছা কি আছে। এক মন্ত্রী-

কহিলেন, অনেক দিন হইল, এক সময়ে রাজা যবনদের প্রাগল্‌ভ্য শুনিতে পাইয়া অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া কহিলেন, হে পণ্ডিতেরা! এমন কোন যজ্ঞের আরম্ভ কর, যাহাতে যবনদের প্রতিভা ও প্রাগল্‌ভ্য উত্তরোত্তর হ্রাস হয়। পণ্ডিতেরা আজ্ঞা করিলেন, হে মহারাজ! এমন যজ্ঞ আছে, আমরা কহিতেও পারি, কিন্তু আমরা যে সময় অবধারণ করিব সেই সময়ে এ যজ্ঞের যূপ স্থাপন যদি হয় তবে সে যূপ যাবৎ থাকিবে তাবৎ যবনেরা কখনও এদেশে আসিতে পারিবে না। রাজা পণ্ডিতদের এই বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বড় সমারোহ করিয়া যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। যূপ স্থাপনের সময় হইলে পণ্ডিতদের অনুমতি মাত্রে যূপ স্থাপন করিতে যূপ উঠাইতে নানা যত্ন করিলেন, যূপ কদাচ উঠিল না, তদনন্তর পণ্ডিতেরা কহিলেন, হে মহারাজ! ঈশ্বরের যে ইচ্ছা সেই হয়, পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছার উপর প্রবল নয় কিন্তু তাহার সহকারী বটে, ঈশ্বরেচ্ছাসহকৃত পুরুষ কার্য্যসাধক হয়, অতএব নিবৃত্ত হও, বুঝি এ সিংহাসন যবনাক্রান্ত হইবে। মহারাজ পণ্ডিতদিগের এই বাক্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধে শৈথিল্য করিলেন। এইরূপে মন্ত্রিবর্গেরা নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া আপন আপন স্থানে গেলেন। তদনন্তর নারায়ণগ্রামে সাহাবুদ্দিন পৃথুরাজার সৈন্য সকল প্রায় নষ্ট করিয়া সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তদনন্তর পৃথুরাজা সম্বাদ পাইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সাহাবুদ্দিনের সহিত ঘোরতর রণ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে সাহাবুদ্দিন যবন ঐ রঙ্গভূমিতে পৃথুরাজাকে

ধরিয়া, পৃথুরাজা জয়চন্দ্ররাজার জামাতা হন, এই অনুরোধে তাহাকে নষ্ট করিলেন না, কিন্তু কয়েদ করিয়া খাড়া খাড়া আপন দেশ গজনেনে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সাহাবুদ্দিন যবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লীতে কএক দিবস থাকিয়া চন্দ্রভাটকে পৃথুরাজার সকল বিষয়ের জ্ঞাতা জানিয়া তাহাকেও কয়েদ করিয়া সঙ্গেলইয়া দিল্লীতে আপন পিতার দাসীপুত্র কোতবুদ্দিন যবনকে রাখিয়া আপনি আর আর রাজাদের ভয়েতে সহসা সিংহাসনে না বসিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। কোতবুদ্দিন যবন কিছু দিন পরে দিল্লীতে আপন আমলা বসাইলেন এবং সোলতান সাহাবুদ্দিনের নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিলেন। সাহাবুদ্দিন যবন হিন্দুস্থানে সাতবার আসিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। অষ্টমবারে জয়চন্দ্র রাজার আনুকুল্যে জয়ী হইলেন। সোলতান সাহাবুদ্দিন গজনেনে চন্দ্রভাটকে আপন নিকটে মধ্যে মধ্যে ডাকাইয়া পৃথুরাজার সকল বিষয় ও হিন্দুস্থানের আর আর বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিতেন। এক দিবস চন্দ্রভাট কহিল, হিন্দুস্থানের মধ্যে পৃথুরাজা অতিবড় তিরন্দাজ। সাহাবুদ্দিন এ কথা শুনিয়া পৃথুরাজাকে ডাকাইয়া এক নিশানা দেখাইয়া দিয়া নিশানা মারিতে কহিলেন। তদনন্তর পৃথুরাজা বড় শীঘ্রকর্ম্মা ছিলেন, নিশানা মারিতে যে বাণ ধনুকে যোগ করিলেন। সেই বাণের তামাসা দেখিতে সাহাবুদ্দিন অন্যমনস্ক ছিলেন তাহাকে নষ্ট করিলেন। তৎক্ষণে সাহাবুদ্দিনের লোকেরা পৃথুরাজার ও চন্দ্রভাটের শিরচ্ছেদন করিয়া ফেলিল, এইরূপে একদিনে পৃথুরাজা, চন্দ্রভাট ও সাহাবুদ্দিন নষ্ট হইল। পৃথু-

রাজার পর সাহাবুদ্দিন যবনের দিল্লীর সিংহাসনে অধিকার হওয়ার বিষয় যবনেরা যেরূপ বলে তাহা লিখি।

গোরের বাদশাহ গয়াসুদ্দিন যবনের ভ্রাতা সাহাবুদ্দিন হিজরি ৫৬৯ সনে আপন বিক্রমে গজনেন অধিকার করিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মুলতান দেশ জয় করিয়া তথায় আপনার জনেক অন্তরঙ্গকে নায়েব করিয়া রাখিয়া স্বদেশ গজনেনে গেলেন। তাহার পর দ্বিতীয়বারে ৫৭০ হিজরি সনে রেতস্থান দিয়া গুজরাটদেশে আসিলেন, সে দেশে রাজা ভীমদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া গজনেনে পলাইয়া গেলেন। তাহার পর তৃতীয়বারে ৫৭৫ হিজরি সনে লাহোরে আসিলেন। তখন সোলতান খোসরোমলক নামে যবন তথাকার রাজা ছিলেন। এই সোলতান খোসরোর পূর্ব্ব পুরুষ লাহোর যে রূপে অধিকার করিয়া ছিল পশ্চাৎ লিখিতেছি। সাহাবুদ্দিন তথায় আসিয়া সোলতান খোসরোকে যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যস্ত করিলেন, তাহাতে সোলতান খোসরো একটা হাতী ও আর আর অনেক ধন সমেত আপন পুত্রকে পাঠাইয়া সাহাবুদ্দিনের সহিত মেল করিলেন ও কর দিতে স্বীকার করিলেন। সোলতান সাহাবুদ্দিন এ যাত্রায় এই করিয়া স্বস্থানে গেলেন। তাহার পর চতুর্থবারে ৫৭৭ হিজরি সনে হিন্দুস্থানে আসিয়া ঠট্টাদেশ ও সিন্ধুনদী তীরস্থ দেশ সকল লুঠ করিয়া ও অনেক ধন লইয়া স্বদেশে গেলেন। তাহার পর পঞ্চমবারে ৫৮০ হিজরি সনে পুনর্ব্বার লাহোরে আসিয়া খোসরোর সহিত অতিবড় রণ করিলেন, তাহাতে তিনি অতিশয় কাতর হইয়া লাহোরের

গড়ের মধ্যে কএক লোক সঙ্গে করিয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকি-লেন। তদনন্তর সোলতান সাহাবুদ্দিন আর আর দেশ লুঠিয়া সেয়ালকোটের গড়ের পুনর্ব্বার পত্তন করিয়া তথায় আত্মীয় একজনকে প্রতিনিধি করিয়া রাখিয়া স্বকীয় দেশে গেলেন। তদনন্তর ষষ্ঠবারে ৫৮৩ হিজরি সনে পুনর্ব্বার লাহোরে আসিয়া খোসরোকে যুদ্ধে পরাজয় করিলেন। তথায় আপন প্রতিনিধিরূপে আত্মীয় এক লোককে রাখিয়া খোস-রোকে বদ্ধ করিয়া লইয়া গজনেনে গেলেন। খোসরো তথায় প্রাণত্যাগ করিল। তারপর সপ্তমবারে ৫৮৭ হিজরি সনে বিদর সহরে আসিয়া যুদ্ধেতে তথাকার রাজাকে নষ্ট করিয়া কিছু সৈন্য তথায় রাখিয়া আর সৈন্যগণ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে যাইতেছেন, পথিমধ্যে নারায়ণগ্রামে সম্প্রতি সে গ্রামের নাম "বিনাদরি" তাহাতে বিদরের রাজার যুদ্ধে নষ্ট হওয়ার সম্বাদ শুনিয়া যুদ্ধে সসৈন্য আগত পৃথুরাজার সহিত বড় যুদ্ধ হইল। শেষে সে যুদ্ধে সাহাবুদ্দিন ভগ্ন হইয়া পলায়, ইত্যবসরে পৃথু-রাজার অন্তরঙ্গ খাঁড়েবায় এক বর্ছি ফেলিয়া মারিল, সে বর্ছি বাহুতে লাগাতে অতি বড় ব্যথিত হইয়া সাহাবুদ্দিন অচেতন হইয়া অশ্ব হইতে পড়িলেন, ইতিমধ্যে তাহার এক ভৃত্য ঘোড়াতে চড়িয়া অতিবেগে আসিয়া তাহাকে লইয়া পলাইল। সাহাবুদ্দিন মৃতপ্রায় হইয়া অতি কষ্টেতে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর পৃথুরাজা বিদর সহরে গিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত সাহাবুদ্দিনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিদর সহর অধিকার করিলেন ও সাহাবুদ্দিনের লোক সকলকে তাড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর অষ্টমবারে ৫৮৮

হিজরি সনে অনেক সৈন্য লইয়া নারায়ণগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পৃথুরাজার সহিত ঘোরতর রণ করিয়া সেই যুদ্ধে পৃথুরাজাকে নষ্ট করিলেন। খাঁড়েরায়ও লুকাইয়া পলাইল। সাহাবুদ্দিন কিল্লা সরস্বতী ও হাঁসি ও আজমেয়ার ইত্যাদি দেশ সকল অধিকার করাতে নানা প্রকার যথেষ্ট ধন পাইলেন, ঐ নারায়ণগ্রামে থাকিয়া আর আর অনেকদেশ অধিকার করিলেন ও যুদ্ধেতে ছিন্ন ভিন্ন, রুগ্ন, ভগ্ন, লোক সকলকে সুস্থ করিলেন। তৎপর দিল্লী হইতে ৭০ ক্রোশে কসবা ঘরামেতে কোতবুদ্দিনমলক্‌কে নায়েব রাখিয়া সওয়ালাখ পর্ব্বতদেশ দিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক ধন লুঠিয়া লইয়া আপনি গজনেনে গেলেন।

এইরূপে সাহাবুদ্দিন পৃথুরাজাকে নষ্ট করিয়া স্বস্থানে গেলেন, কোতবুদ্দিন হিন্দুস্থানে থাকিলেন। তারপর ঐ কোতবুদ্দিন দ্বিতীয় বৎসরে দিল্লী ও ঠট্টাদেশ অধিকার করিয়া দিল্লীতে আপন আমলা বসাইলেন ও কোলের কিল্লা ও গোয়ালিয়ারের কিল্লা ও আর আর অনেক কিল্লা অধিকার করিয়া লইলেন। তারপর গুজরাট দেশে গিয়া সে দেশের রাজা ভীবদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তথা হইতে অনেক ধন লুঠিয়া দিল্লীতে আসিলেন। সোলতান সাহাবুদ্দিনের নামে সিক্কা ও খোতবা জারি করিল, সেই অবধি দিল্লীতে মোসলমানি হইল। তারপর সোলতান সাহবুদ্দিন ৫৯৬ হিজরি সনে হিন্দুস্থানে আসিয়া কনৌজদেশ অধিকার করিলেন। সে দেশ হইতে তিন শত হাতি ও আর আর অনেক ধন লইয়া গজনেনে গেলেন। তাহার পর সাহা-

দ্দিবুনের ভ্রাতা গয়াসুদ্দিন মরিলেন, সাহাবুদ্দিন আপন ভ্রাতার দেশ গোর তুরুকস্থান স্বভ্রাতার উত্তরাধিকারি দিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনি আপন বাহুবলে অধিকৃত গজনেন লইয়া থাকিলেন। পরে লাহোরে ঘোঘরেরা অতি বড় উপদ্রব করিল। ইহা সাহাবুদ্দিন শুনিতে পাইয়া সসৈন্য লাহোরে আইলেন, কোতবুদ্দিন ও দিল্লী হইতে লাহোরে গেলেন। এইমতে দুইজনে একত্র হইয়া যুদ্ধেতে ঘোঘরা দিগকে বিলক্ষণরূপে জব্দ করিয়া কোতবুদ্দিনকে দিল্লীতে বিদায় করিয়া যাইতেছেন, পথে গজনেনদেশে এক গ্রামেতে এক ঘোঘর সোলতান সাহাবুদ্দিনকে নষ্ট করিল। এইরূপে সাহাবুদ্দিনের ঘোঘর জাতির হাতে মৃত্যু হইল।

এইরূপে পৃথুরাজার দিল্লীতে সাম্রাজ্য হওয়া ও তাহার পর দিল্লীতে যবনদের অধিকার হওয়ার প্রকারদ্বয় শুনিয়া কেহ কেহ দুই পৃথুরাজা কল্পনা করেন। তদনন্তর সাহাবুদ্দিন হিন্দুস্থান হইতে যত ধন লইয়া গিয়াছিলেন তাহার মজুদাত হইল, তাহাতে আর আর ধনের হিসাব কি, কেবল হিরা ওজনে ৫০০ মন হইল। এইরূপে সোলতান সাহাবুদ্দিন গোরী সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ বৎসর বাদশাহী করেন, তাহার মধ্যে ১৫।৯ মাস হিন্দুস্থানে বাদশাহী করেন।

এ সোলতান সাহাবুদ্দিনের দিল্লীতে অধিকার হওয়ার পূর্ব্বে মূলতান প্রভৃতি দেশেতে যবনাধিকার যেরূপ হইয়া ছিল তাহার বিবরণ লিখি। সাহাবুদ্দিনের পর দিল্লীতে যাহারা বাদশাহ হইয়াছিলেন তাহাদের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব। ৩৬৭ হিজরি সনে নাসুরুদ্দীন সুবক্তকিনামে যবন যবনস্থানে

গজনেন দেশের বাদশাহ হইয়াছিলেন, তিনি ৩৭১ হিজরিসনে হিন্দুস্থানে আসিয়া কএক ক্ষুদ্র দেশ অধিকার করিয়া সে দেশের দেবস্থান সকল ভাঙ্গিয়া সেই সকল স্থানে মসজিদ করিয়া গজনেনে গেলেন। পঞ্জাব ওগয়রহ দেশের জয়পাল নামে রাজা তিলণ্ডার কিল্লাতে থাকিয়া এসকল কথা শুনিতে পাইয়া অনেক সৈন্য লইয়া গজনেনে গিয়া নাসরুদ্দীনের সহিত অতি বড় যুদ্ধ করিলেন এবং সে যুদ্ধে নাসরুদ্দীন কাতর হইয়া আর কোন উপায় না পাইয়া আপনার দেশে এক খাল ছিল সেই খালে গলিজ পড়িত, সেই খালে অনেক গলিজ ফেলাইতে প্রজাদিগকে হুকুম দিলেন। প্রজারা সে দেশের মধ্যে যেখানে যত গলিজ ছিল সেই সকল গলিজ সেই খালে ফেলাইল। দেশে অত্যন্ত গলিজ হওয়াতে রাজা জয়পাল তিষ্ঠিতে না পারিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লোক দ্বারা পঞ্চাশ হাতি ও আর আর কিছু ধন দিতে স্বীকার করিয়া নাসরুদ্দীনের সহিত শলা করিয়া তাহার লোক সঙ্গে লইয়া সসৈন্য স্বদেশে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। পরে রাজা জয়পাল স্বদেশে আসিয়া নাসরুদ্দীনকে যাহা দিতে কবুল করিয়াছিলেন তাহাকে তাহা না দিয়া তাহার লোকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। নাসরুদ্দীন ইহা শুনিতে পাইয়া সসৈন্য আসিয়া রাজা জয়পালের সহিত ৯ সালে বড়ই যুদ্ধ করিলেন। রাজা জয়পাল সে যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন। নাসরুদ্দীন অবশিষ্ট সৈন্য সকলকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া সে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে গিয়া কিছু দিনের পর মরিল। এইরূপে নাসরুদ্দীন সুবক্তেকি ২০ বৎসর

যবনস্থানে গজনেন দেশের বাদশাহী করিলেন। অপর নাস্রুদ্দীন হিন্দুস্থানে যে সময়ে আসিলেন তখন হিন্দুস্থানের রাজা সকলের পরস্পর একবাক্যতা কাহারও ছিল না এবং যে যে দেশের রাজা, সে সে দেশের বাদশাহ করিয়া আপনাকেই জানিত, কেহ কাহারও আয়ত্ত ছিল না এবং এমন রাজা এক জনও ছিল না যে স্বপরাক্রমে অন্য অন্য রাজাদিগকে স্বাধীন করেন। ইহা অনুসন্ধান করিয়া এ হিন্দুস্থানে যবনদের সঞ্চার হইল, কেননা শত্রুসঞ্চারের ও রাষ্ট্রবিভ্রাটের প্রধান কারণ পরস্পর অনৈক্য ও স্ব স্ব প্রাধান্য এবং যখন শেকন্দরশাহ যবনস্থানে বাদশাহ হইয়া ছিলেন তখন তিনি এ হিন্দুস্থানে একবার আসিয়া এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ধার্ম্মিকতা ও পাণ্ডিত্যাদি দেখিয়া কহিয়া ছিলেন যে এ দেশে এরূপ লোক থাকিতে এ দেশের রাজাদের পরাজয় কখনও অন্যদেশীয় রাজাদের হইতে হইতে পারে না। ইহা কহিয়া স্বদেশে গেলেন, আর কখনও এ হিন্দুস্থানে আসিলেন না। সম্প্রতি তাদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাবপ্রযুক্ত এ দেশীয় রাজারা দৈববলেতে হীন হইয়া যবন হইতে ক্রমে ক্রমে সকলেই পরাজিত হইলেন।

তদনন্তর নাস্রুদ্দীনের কনিষ্ঠ পুত্র আমিরএস্মাইল পিতার আজ্ঞানুসারে গজনেনে বাদসাহ হইলেন ইহাতে নাস্রুদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র সোলতান মহম্মদ বড় উপদ্রব করিয়া ছোট ভাইকে বেদখল করিয়া ৩৮৭ হিজরিসনে আপনি গজনেনে বাদশাহ হইলেন। তাঁহার পর ঈরান, তুরান, তুরক-

স্থান আদি অনেক দেশ অধিকার করিয়া অতিবড় প্রসিদ্ধ হইলেন। তারপর ৩৮৯ হিজরিসনে হিন্দুস্থানে আসিয়া পেশয়ারদেশে রাজা জয়পালের সহিত বড় যুদ্ধ করিলেন, সে যুদ্ধে ৫০০০ লোক নষ্ট হইল ও রাজা জয়পাল ১৫ জন মোসাহেব সমেত কয়েদ হইলেন, সেই কয়েদেতে সে ১৬ জন নষ্ট হইল। ঐ ১৬ জনের গলায় ১৬ ছড়া মালা ছিল, সে প্রত্যেক মালার মূল্য ১,৮০,০০০ হাজার দীনার হইল, ঐ ষোল মালা লইয়া তিলণ্ডার কিল্লাতে মহম্মদ থাকিয়া সে দেশের দেবস্থান সকল নষ্ট করিয়া সেই সেই স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশে গেলেন। দ্বিতীয় বারে মূলতানের পথ দিয়া বহেরে আসিলেন, তথাকার রাজা বিজয়পাল যুদ্ধার্থে সৈন্য অভিমুখ করিয়া দিয়া আপনি সিন্ধুনদীর পথদিয়া পলাইতে ছিলেন, মহমূদের লোকেরা দেখিতে পাইয়া ধরিয়া আনিল ও মহমূদের হুকুমমতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল। এইমতে সোলতান মহমুদ সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া ২৮০ হাতি লইয়া ও আর আর অনেক ধন লইয়া মূলতানের পথদিয়া যাইতেছেন, পথিমধ্যে আনন্দপাল নামে এক রাজার সহিত যুদ্ধের উপক্রম হওয়া মাত্রে তিনি ভীত হইয়া কাশ্মীরের পর্ব্বতে গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। সোলতান মহমূদ তথায় কিছুদিন থাকিয়া মূলতান প্রদেশে সরাজারি করিয়া তথায় পাঁচশত টাকা বার্ষিক কর মকরর করিয়া স্বদেশে গেলেন। তারপর তৃতীয় বারে ৩৯৯ হিজরিসনে হিন্দুস্থানে আসিয়া সহম নগরের কিল্লা হইতে ৩০ হাতি ও সোণা, রূপার কএক সিংহাসন ও হীরা

ওগয়রহ অনেক প্রকার ধন লইয়া চতুর্থবারে মুলতানদেশ স্বন্দরমতে অধিকার করিয়া গেলেন। পঞ্চমবারে কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরনামে এক সরোবর ছিল, তাহাতে বড় মেলা হইয়া থাকে ও অনেক দেশ হইতে যাত্রীকেরা আসিয়া থাকে, সেই সময় সসৈন্য তথায় গিয়া দেবস্থান সকল নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়াতে তথাকার রাজা ব্রজপাল লোক দ্বারা পঞ্চাশ হাতি দিতে স্বীকার করিয়া মহমূদকে ক্ষান্ত হইতে কহিয়া পাঠাইলেন। মহমূদ তাহা না শুনিয়া তথাকার দেবস্থান নষ্ট করিয়া অতি স্বন্দর এক দেব প্রতিমা তথা হইতে লইয়া গজনেনে গেলেন। ষষ্ঠবারে নন্দনার কিল্লার উপরে চড়াউ করিলেন, তথাকার কিল্লাদার ব্রজপাল, কিল্লা আর আর কিল্লাদারদের জিম্মা করিয়া আপনি কাশ্মীরের পর্ব্বতে গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। মহমূদ সে কিল্লা দখল করিয়া তথায় সরাজারি করিয়া অনেক ধন লইয়া গজনেনে গেলেন। সপ্তমবারে কনৌজে চড়াউ করাতে গোরানামে তথাকার রাজা কিছু ধন দিতে স্বীকার করিলেন। তদনন্তর বিরণে গিয়া তথাকার বীরদত্তনামে কিল্লাদারকে ভগড়া করিয়া তথাহইতে দেড়লক্ষ টাকা ও কএক হাতি লইয়া ক্ষান্ত হইয়া যমুনার তীরদিয়া মহাবনের কিল্লাতে পৌঁহুছিলেন। তখন কুলচন্দ্রনামে তথাকার রাজা ছিলেন, তাহাকে নষ্ট করিয়া সে কিল্লা ফতে করিয়া মথুরা সহর লুঠ ও দগ্ধ করিয়া তথাহইতে স্বর্ণনির্ম্মিত এক দেব প্রতিমা ও ৩৫০ হাতি ও আর আর অনেক প্রকার ধন ও সে দেশের অনেক লোককে গোলাম করিয়া লইয়া যাইতেছেন পথি-

মধ্যে রাজার এক হস্তি ঐ সৈন্যের মধ্যে গিয়া অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হইল, সে হস্তির খোদাদাদ নাম দিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন। অষ্টমবারে কনৌজের রাজা গোরা তাহাকে পেশকোশ দিয়া ছিলেন, এই প্রযুক্ত কালিঞ্জরের রাজা নন্দা ঐ গোরাকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। ইহা শুনিতে পাইয়া নন্দা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, পথে যমুনার-তীরে রাজা জয়পালের সহিত বড় যুদ্ধ হইল, সে যুদ্ধে রাজা জয়পাল ভঙ্গ দিয়া গেলে পর তথায় এক বড় সহর ছিল সে সহর লুঠ করিয়া কয়েক দেব স্থান নষ্ট করিয়া নন্দা রাজার দেশে গিয়া পৌঁহুছিলেন। তখন রাজা নন্দার কাছে ৩৬,০০০ হাজার সওয়ার ও ৪৫,০০০ হাজার পেয়াদা ও ৬৪০ হাতি ছিল। নন্দারাজার এইরূপ সৈন্য দেখিয়া বাদশাহ কিছু ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছামতে সেই রাত্রিতে নন্দারাজার মনে এমন ভয় উপস্থিত হইল, যে এত সৈন্য ত্যাগ করিয়া কয়েক জন মোসাহেব সঙ্গে লইয়া আপন সৈন্য হইতে পলাইলেন। প্রাতঃকালে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া সৈন্য মধ্যে বড়ই কোলাহল হইল, ইহাতে মহমূদবাদশাহ লস্কর সকলকে খাতিরদারি করিয়া ৫৮০ হাতি ও আর কিছুধন লইয়া স্বদেশে গেলেন। নবমবারে কাশ্মীরে আসিয়া কোটের কিল্লা ঘেরিলেন, সে কিল্লা বড় কঠিন, সে কিল্লা দখল করিতে না পারিয়া লাহোরে গিয়া লাহোর লুঠ করিয়া স্বদেশে গেলেন। পুনরায় দশমবারে নন্দার রাজ্যে চড়াউ করিয়া গোয়ালিয়র গড় ঘেরাও করিলেন, সে গড় বড় দৃঢ়তর, অতএব তাহা

দখল করিতে না পারিয়া কিল্লাদারদের সহিত সন্ধা করিয়া ৩৫ হাতি লইয়া নন্দারাজার বাসস্থান কালিঞ্জরের কিল্লার উপর চড়াউ করিলেন। সে কিল্লা ফতে করিতে না পারিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘেরিয়া থাকিলেন। তাহাতে তথাকার রাজা আজিজ হইয়া ৩০ হাতি মহমুদ বাদসাহকে দিলেন। বাদসাহের তুরুক সওয়ারেরা সেই হাতির উপর সওয়ার হইয়া হাতিসকল যে পথে গড় হইতে বাহির হইয়া ছিল, সেই পথে গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বড় উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাতে রাজা এক পত্র বাদসাহকে লিখিলেন। বাদসাহ দোভাষীর জবানেতে সে পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বড় তুষ্ট হইয়া রাজার সহিত মেল করিলেন। রাজা অনেক জওয়াহের বাদসাহকে দিলেন, বাদসাহ স্বদেশে গেলেন। একাদশবারে সোমনাথ সহরে আসিয়া পৌঁছিছিলেন। সে সহরে সোমনাথ নামে অতিবড় এক দেবপ্রতিমা ছিল, সে প্রতিমা পূর্ব্বে মক্কাতেছিল, যবনেরা যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি বলে তদবধি ৪,০০০ হাজার বৎসর যখন গত হইয়াছিল, তখন হিন্দুস্থানের এক রাজা মক্কা হইতে সে প্রতিমা উঠাইয়া আনিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সে সহরের নাম সোমনাথ। মহমুদ তথায় আসিলে পর তথাকার লোক সকল একত্র হইয়া বাদসাহের সঙ্গে অতিবড় যুদ্ধ করিল, সে যুদ্ধে অনেক লোক মারা গেল। বাদসাহের লোকেরা অনেক দেবস্থান নষ্ট করিল ও সোমনাথের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, সে প্রতিমার একখণ্ড লইয়া গজনেনের মসজিদের পৈঠাতে গাঁথিয়া রাখিল। মহমুদ সোমনাথ সহরে এইরূপ উপদ্রব

করিয়া স্বদেশে যাইতেছেন পথে সিন্ধুনদী তীরে প্রেমদেব নামে এক রাজা বাদসাহের লস্করের মধ্যে সসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া বড় যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে বাদসাহের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া কে কোথায় পলাইল, বাদসাহও মুলতান দিয়া রেগস্থানের পথে পলাইলেন। পরে দ্বাদশবারে প্রেমদেব রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ৪০০০ হাজার সৈন্য নৌকাতে লইয়া সিন্ধুনদী দিয়া প্রেমদেব রাজার দেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রেমদেবও সসৈন্যে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন, বাদসাহের সহিত রাজার বড় যুদ্ধ হইল, বাদসাহ ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রাণ লইয়া গেলেন। দেশে গিয়া স্ত্রৈণ্যলোকেরা যেমন স্ত্রীতে আশক্ত হয়, তেমনি সোলতান মহম্মদ অয়াজ নামে এক গোলামেতে আশক্ত হইয়া থাকিলেন, কিছু দিন পর দমা ও জ্বরে পিড়ীত হইয়া আসন্ন মৃত্যুকাল বুঝিতে পারিয়া আপনার খানসামাদিগকে বলিলেন, আমার যত ধন আছে তাহা আমার নিকটে আন আমি দেখিব, খানসামারা হুকুমমতে সকল ধন আনিয়া হুজুরে রাখিলে পরে কাহাকেও কিছু দিতে বলিতে পারিলেন না। ধন দেখিয়া আপসোস করিতে করিতে মরিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অমিরমসঊদ বাদসাহ হইলেন, তিনি হিন্দুস্থানে কখনও আইসেন নাই, গজনেনেই মরিলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র অবসইদ্ বাদসাহ হইয়া দুইবার হিন্দুস্থানে, আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই, কেবল কয়েক দেবস্থান নষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহরামসাহ বাদসাহ হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে যে স্থানের দেবস্থান নষ্ট

করিয়া ছিলেন সে সকল স্থান সামান্যভাবে অধিকার করিলেন, বিশেষরূপে ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশেতে তৎপর থাকিলেন, তৎপর তৎপুত্র খোসরো বাদসাহ হইলেন। আলাউদ্দিন নামে আর এক গোরি যবন ঐ খোসরোর সহিত সমর করিয়া তাহাকে গজনেন হইতে দূর করিয়া দিয়া আপনি গজনেনে বাদসাহ হইলেন। খোসরো হিন্দুস্থানে আসিয়া লাহোর ও পঞ্চাব দেশ দখল করিয়া থাকিলেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র খোসরোমলক বাদসাহ হইলেন, ঐ আলাউদ্দিনের দুই পুত্রের মধ্যে সাহাবুদ্দিন নামে কনিষ্ঠ পুত্র আপন জেষ্ঠ ভ্রাতা গয়াসুদ্দিনের তরফ হইতে গজনেনে থাকিতেন, ঐ সাহাবুদ্দিন লাহোরে আসিয়া ঐ খোসরোমলককে নষ্ট করিয়া লাহোর ও পঞ্চাব দেশ দখল করিলেন, তৎপশ্চাৎ পৃথুরাজাকেও নষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনাধিকার করিলেন, তিনি আপনি গজনেনে থাকিতেন, এখানে কোতবুদ্দিন তাঁহার হইয়া থাকিতেন। সাহাবুদ্দিন মরিলে পর ঐ কোতবুদ্দিন দিল্লীতে বাদসাহ হইলেন। তাহার বিবরণ, সোলতান কোতবুদ্দিন সাহাবুদ্দিনের পর দিল্লীর তক্তে বসিয়া চারিবৎসর বাদশাহী করিয়া হিন্দুস্থানের আর আর রাজাদের হইতে সশঙ্ক হইয়া লাহোরে গিয়া থাকিলেন। তথায় থাকিয়া ১৬ বৎসর বাদসাহী করিয়া লাহোরের ময়দানে চৌগান খেলা করিতে করিতে ঘোড়া হইতে পড়িয়া মরিলেন। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ হিন্দুস্থানে ২০ বৎসর বাদসাহী করেন, ইহার ঔরষ পুত্র ছিল না, ঐ কোতবুদ্দিন জীবদ্দশাতে আরামশাহকে পুত্র বলিয়া ডাকিতেন, এই প্রযুক্ত তাহার মন্ত্রীবর্গেরা ঐ আরাম

শাহকে বাদসাহ করিল। পরে অমিরঅলিএসমাইল দিল্লীর হাকিম ছিলেন, তিনি এই সময়ে আর আর ওমরাদের এক বাক্যতাতে মদাউনের হাকিম মলকইলতমসকে আনাইলেন। তিনি সকলের পরামর্শেতে তক্তে বসিয়া দিল্লীর কিল্লা অধিকার করিলেন। আরামশাহ লাহোরে থাকিয়া এই সকল বিষয় শুনিতে পাইয়া লাহোর হইতে আসিয়া দিল্লীর উপর চড়াউ করিয়া দিল্লী সহরের পরিসরে অত্যল্প যুদ্ধেতেই ভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। এই আরামশাহ সর্ব্বশুদ্ধ ১ বৎসর বাদসাহী করেন।

তদনন্তর কোতবুদ্দিনের জামাতা ঐ মলকইলতমস দিল্লীর তক্তে নিস্কণ্টকরূপে বসিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ইহার বিবরণ, সোলতানকোতবুদ্দিন ইহাকে কিনিয়া পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া আপন কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া গোয়ালিয়রের কিল্লা সর্ব্বশুদ্ধ ইহাকে দিয়া ছিলেন। তাহার পর বদাওন্ দেশের অধিকার দিয়া ওমিরল অমরাই পদে স্থাপিত করিয়া ইহার সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া ছিলেন। কোতবুদ্দিনের জামাতা এই মলকইলতমস অবিইসমাইনের সাহায্যেতে দিল্লীতে বাদসাহ হইয়া কিছু দিন পরে মলুয়াদেশের উপর চড়াউ করিয়া সে দেশ অধিকার করিলেন এবং অউচ ও মূলতান দেশ নসরুদ্দীন হইতে ছাড়াইয়া লইলেন ও সহর ও লখনৌতী ও কিল্লারণথওর ও কওড় ও তন্দাওর এই সকল দেশ অধিকার করিলেন, ৬০০ বৎসরের বড় শক্ত মহাকালের এক মন্দির ছিল, তাহার নেও খুদাইয়া ফেলাইলেন ও রাজা বিক্রমাদি-

ত্যের প্রকাশিত অনেক দেবপ্রতিমা ও আর, আর অনেক দেবপ্রতিমা আনাইয়া দিল্লীর মসজিদের নীচেতে পুতিয়া ফেলাইয়া কএক দিনের পর আপনিও কবরে মৃত্তিকার নীচেতে থাকিলেন। এইরূপে সমসুদ্দীন মলকইলতমাস সর্ব্বশুদ্ধ ২৮৷৯ মাস বাদসাহী করেন। সমসুদ্দীন মরিলে পর তাহার পুত্র সোলতান রুকনুদ্দীন ফিরজশাহ তক্তে বসিলেন। তিনি বড় নির্ব্বোধ ছিলেন, সদা মদিরাপানে মত্ত থাকিতেন, আর বেশ্যাদির সহিত এবং ছোটলোকেদের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ রাখিতেন। তাহার মাতা বিবি তুরুকানখাতুন আপনার পুত্রের অসাবধানতা ও অযোগ্যতা দেখিয়া রাজব্যাপার আপনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্ত্রী স্বভাবপ্রযুক্ত সোলতান সমসুদ্দীনের কথা না মানিয়া কোতবুদ্দীননামে সোলতান-সমসুদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রাণে মারিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা বাদসাহের অযোগ্যতা দেখিয়া আর তাঁহার মাতার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া ঐ বিবি তুরুকান-খাতুনকে মানিল না। সোলতান সমসুদ্দীনের কন্যা বিবি রেজিয়াকে তক্তে বসাইল ও সিক্কা ও খোতবা তাহার নামে জারি করিল এবং বিবি তুরুকানখাতুনকে কয়েদ করিয়া রাখিল। এই জন্য বিবি তুরুকানখাতুনের পুত্র ফিরোজশাহ সোলতান ও রুকনুদ্দীন দিল্লী হইতে পলাইয়া লখনোতীতে পৌহুছিবামাত্রে বিবি রেজিয়ার সৈন্য গিয়া ফিরোজশাহকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিল, ফিরোজশাহ কয়েদেই মরিলেন। ফিরোজশাহ ২।৬ মাস হইতে কিছুদিন অধিক বাদসাহী করেন।

সোলতান সমসুদ্দীনের কন্যা বিবি রোজিয়া দিল্লীর তক্তে তখন সুস্থিররূপে বসিয়া সিক্কা ও খতবা আপননামে জারি করাইয়া রাজ্যের শাসন ও ন্যায়েতে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। আর বিবি রোজিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া পুরুষের বেশভূষা ধারণ করিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া তক্তে বসিতেন। এইরূপ ব্যবহারে রাজকর্ম্মে উপযুক্তা এবং সর্ব্বপ্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, বহরামশাহের ভগ্নীপতি এবং তাহার মোসাহেব মলকএক্তিয়ারুদ্দীনের সহিত নিকা পড়িয়া তাহাকে স্বামিভাবে স্বীকার করিলেন। ঐ এক্তিয়ারুদ্দীন বহরামশাহের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যেই থাকিতেন। তাহার স্ত্রী বিবি রজিয়া মন্ত্রিবর্গদের সহিত তক্তে প্রকাশরূপে বসিয়া বাদসাহী করিতেন। বহরামশাহ দিল্লীর উপর চড়াউ করিলেন, পরে বিবি রজিয়া আপন স্বামী মলকএক্তিয়ারুদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়া ঐ যুদ্ধে মরিলেন। এইরূপে বিবি রজিয়া ৩।৬।৬ দিন বাদসাহী করিলেন। তাহার পর সোলতান মৈযুদ্দীন বহরামশাহ সমসুদ্দীনের পুত্র দিল্লীর তক্তে বসিয়া নেজামুল্মুল্ক ও মহজরুদ্দীনের একতাতে বাদসাহী করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহজরুদ্দীন উজিরকে ও বাদসাহের বিপক্ষ ওমরাদিগকে স্বায়ত্ত করিয়া কাহাকে নষ্ট করিলেন ও কাহাকে দেশান্তর করিয়া দিলেন। পরে মোগল চঙ্গেজির সৈন্য লাহোর আসিয়া ঘেরিল, লাহোরের হাকিম মলকফিদাই লাহোর ত্যাগকরিয়া পলাইলেন। বহরামশাহের মন্ত্রিদের মধ্যে নিজামুল্মুল্কনামে এক মন্ত্রী অন্তঃকরণের সহিত বাদসাহের প্রতি অসন্তুষ্ট

থাকিত। ঐ মন্ত্রীর একতাতে মোগলচঙ্গেজীর সৈন্য সহর ঘেরিয়া বহরামশাহকে কয়েদ করিল। কএক দিনের পর বহ-রামশাহ ঐ কয়েদেই মারাগেলেন, বহরামশাহ সর্ব্বশুদ্ধ ২। ১।১১ দিন বাদশাহী করেন। সোলতান রুকনুদ্দীন ফিরোজ-শাহের পুত্র সোলতানআলাউদ্দীন মসউদশাহ সমসুদ্দীন ইনতমাসের সন্তান সোলতান নসরুদ্দীন জলালুদ্দীনের এক-তাতে বাদসাহী করিতে লাগিলেন, কএক দিনের পর রাজ্যের শাসন করিয়া ও আর আর শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া গরিব লোকদের ধন নিতে ও তাহাদিগকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইলেন, একারণ মন্ত্রিবর্গেরা বাদসাহকে না মানিয়া মলকনাসুরুদ্দীনকে বহবাঁচ হইতে আনাইল। তিনি দিল্লীতে আসিয়া সোলতান আলাউদ্দীন মসউদকে কয়েদ করিয়া আপনি বাদসাহ হইলেন, আলাউদ্দীন মসউদ শাহ সেই কয়েদেই মরিলেন, তাহার বাদসাহী ৪।১ মাস; তাহার পর সোলতান নাসুরুদ্দীন মহমূদশাহ তক্তে বসিয়া ন্যায়মতে রাজ্যের বিচার করিতে লাগিলেন। ইনি বড় শিষ্ট ছিলেন, আপনার উজির গয়াসুদ্দীন উলকথানিকে সমুদয় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া রাজনীতি উপদেশ করিলেন, আপনি ঈশ্বরারাধনাতে থাকিতেন। ঈশ্বরারাধনা করিতে করিতে সিদ্ধ হইলেন ও আর আর অনেক দেশ শাসন করিলেন, তাহার পর রোগগ্রস্থ হইয়া মরিলেন। সকল মুসলমানেরা তাহার কবরপূজা করিতে লাগিল, ইহার বাদ-সাহী সর্ব্বশুদ্ধ ১৯।৩।৭ দিন, ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পর গয়াসুদ্দীন ইমলনখোরদ তক্তে বসিলেন ইহার উমক-

খানী খেতাব ছিল, সমসুদ্দীনের ৪০ জন ভৃত্যের মধ্যে ইনি উজির ছিলেন, আর আর ভৃত্যেরাও ওমরাইপদ পাইয়া ছিল, ইহা ওজারতের সময় প্রায় সকলের আয়ত্ত ছিল, অতএব তক্তে বসিলে পর বাদসাহীর অতি বড় শোভা হইল। ইনি নীচের সঙ্গে আলাপ করিতেন না, বাজারি লোকদের প্রধান ফকর নামে একজন বড় ধনবান্ ছিলেন, তিনি মন্ত্রিবর্গদের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন যে, বাদসাহ যদি আমার সহিত ক্ষণমাত্র কথপোকথন করেন তবে আমার যত ধন আছে সকলি বাদসাহকে দিই। মন্ত্রীরা ফকরের এই কথা বাদসাহের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। বাদসাহ শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে এতাদৃশ কর্ম্ম করাতে রাজার লুব্ধত্ব প্রকাশ হয়, লুব্ধত্ব প্রকাশ হইলে রাজার প্রতাপের হানি হয়, অতএব একর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। এই বাদসাহ বড় প্রজাপালক ছিলেন, ইনি এক দেশের অধিকারে এক ওমরাকে স্থাপন করিয়া ছিলেন, সেই ওমরা সে দেশের অধিকার পাইয়া তদ্দেশস্থ প্রজা লোকদের অন্যায্য পীড়ন করিয়া ছিলেন, এই প্রযুক্ত তদ্দেশীয় প্রজা লোকেরা বাদসাহের সাক্ষাৎ আসিয়া তাহার দৌরাত্ম্যের বিবরণ নিবেদন করিল। তাহাতে বাদসাহ বিচার করিয়াও সে ওমরার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া ঐ ওমরাকে প্রজালোকদিগকে সমর্পণ করিয়া দিলেন, ইহাতে সে অমরা নানা প্রকার উপায়ে প্রজাদের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লজ্জাতে সকল ত্যাগ করিয়া ফকিরি নিলেন। এ বাদসাহ প্রজাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন এবং দুষ্টলোকদিগকে শাসন নানাপ্রকার উপায়ে করিতেন ও অনেক কিল্লা জয় ও আবাদ

করিয়া ছিলেন ও অনেক দেশও দখল করিয়া ছিলেন ও নৃত্য দেখাতে ও গীত শুনাতে রাজকর্ম্মের হানি হয়, এই প্রযুক্ত নর্ত্তক ও গায়ক লোকদিগকে সহরের বাহির করিয়া দিলেন ও মদিরা স্থান উঠাইয়া দিলেন। এই বাদসাহ রাজধর্ম্মে বড়ংতৎপর ও সাবধান ছিলেন ও পণ্ডিত ও কবিদের সহিত অত্যন্ত প্রীতিব্যবহার করিতেন। অমিরখোসরোদেহলী ও ওমির হোসনদেহলি এই দুইজন বাদসাহের সভাতে ছিলেন। ইহার বাদসাহীর সময়ে সেকসাদি শীরাজে থাকিতেন, বাদসাহ তাঁহাকে আনাইতে অনেক ধন পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আসিতে পারিলেন না, পরে বাদসাহ আপন জ্যেষ্ঠপুত্র সোলতান মহমূদকে পুরস্কার করিয়া মুলতানের রাজত্ব দিয়া ছিলেন। তিনি দরিয়াসোর পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন, শেষে মোগলদের যুদ্ধে মারা গেলেন। পরে বাদসাহ পুত্রশোকেতে শোকার্ত্ত হইয়া রোগগ্রস্থ হইলেন ও তাহাতেই মরিলেন, ইনি সর্ব্বসমেত ২০।৩ মাস বাদসাহী করেন। তাহার পর ঐ বাদসাহের পৌত্র সোলতান মৈযুদ্দীন কয়কোবাদ ১৮ বৎসর বয়সের সময়ে বাদসাহ হইলেন। যে যে ওমরারা যে যে পদে পূর্ব্বে ছিলেন, তাহাদিগকে সেই সেই পদে রাখিলেন। ৬ মাসের পর দিল্লী হইতে গিয়া যমুনার তীরে কয়মুরি নামক এক স্থানে সহর পত্তন করিয়া ও কিল্লা করিয়া থাকিলেন ও মলক নিজামুদ্দীনকে উজির করিলেন। এই সময়ে লাহোর ও মুলতানেতে মোগলেরা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে ঐ উজির সোল-

তান বারককে ৩০,০০০ সওয়ার সমেত মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া কাহাকে কাটাইলেন ও কাহাকে কয়েদ করাইলেন এবং বাদসাহকে সর্ব্বদা দ্যূতক্রীড়াতে ও মদ্যপানেতে ও কসবীবাজিতে ও তামাসা দেখাতে আশক্ত দেখিয়া আপনি ক্রমে ক্রমে দেশ সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে আপনি বাদসাহ হইতে অধ্যবসয় করিয়া বাদসাহের অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী ওমরা দিগকে কৌশলক্রমে স্থানান্তর করাইয়া প্রায় সকলকে কয়েদ করাইলেন।

এই সময়ে ঐ বাদসাহের পিতা নসুরুদ্দীন বাঙ্গালা-দেশের বাদসাহ ছিলেন, তিনি পুত্রের বাদসাহীর এইরূপ বিশৃঙ্খলতা শুনিতে পাইয়া পত্রদ্বারা পুত্রকে অনেক প্রকার নীতি উপদেশ করিয়া ও মন্দ কর্ম্ম সকল করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। পুত্র পিতার উপদেশ না মানিয়া আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার বাদসাহ পুত্র হইতে নিরুপায় হইয়া আপনি পুত্রের নিকট প্রস্থান করিলেন। দিল্লীর বাদসাহ পিতার আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আপনিও প্রস্থান করিলেন, অযোধ্যাতে পিতা ও পুত্রের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। পিতা পুত্রকে বাদসাহী উপদেশ ও নিষেধ করিয়া উজীরের যে যে তাৎপর্য্য তাহা সকল কহিয়া পুত্রকে স্বস্থানে বিদায় করিয়া আপনি বাঙ্গালাতে আইলেন, বাদসাহ পিতার উপদেশে উজীরকে প্রাণে মারিয়া আর আর কর্ম্ম সকল পূর্ব্ববৎ করিতে লাগিলেন। উজীর ও নেমখারামির ফল পাইল, কিন্তু দেশে

বড়ই উপদ্রব হইল। বাদসাহ সর্ব্বদা অনেক সুরাপান করাতে ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে সায়স্তাখাঁ নামে একজন প্রীতিব্যবহারচ্ছলে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া বাদসাহকে মারিল। ইহার বাদসাহী সর্ব্বশুদ্ধ ৩।৩ মাস। তাহার পর ঐ সায়স্তাখাঁ ও মলক জহজু এই দুই জন একবাক্য হইয়া ঐ বাদসাহের পুত্র সোলতান সমসুদ্দীনকে নামমাত্রে বাদসাহী তক্তে বসাইয়া আপনারা বাদশাহী করিতে লাগিলেন। সায়েস্তাখাঁর খুড়া মলকহোসেন বাদসাহের বড় হিতৈষী ছিলেন, তিনি বাদসাহের রক্ষার্থে মলকজহজুকে আপন প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া উপদ্রুত দেশ সকলের শাসন করিতে আপনি গেলেন। পরে মলক জহজু ও আর আর দেশ সকলের বড় উপদ্রব শুনিয়া সে সকল দেশের শাসনার্থে গেলেন। এই অবসরে সায়েস্তাখাঁ কয়েক দিবস বাদসাহের পুত্রকে লইয়া আপনি তক্তে বসিয়া বাদসাহী করিতে লাগিলেন, পরে দুই মাসের পর ঐ বাদসাহের পুত্রকে কিল্লা কয়লো ঘরিতে আনাইয়া তথায় কয়েদ করাইয়া কএক দিবসের পর নষ্ট করাইলেন। এইরূপে গোরেদের বাদসাহী ১১৮।৪ মাস পর্য্যন্ত ছিল।

পূর্ব্বে সায়স্তাখাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যে মলক ফিরোজ তিনি বাদসাহ হইয়া জলালুদ্দীন নামে খ্যাত হইয়া মলক জহজুর, একত্রাতে তক্তে বসিলেন। ইনি তগ্‌জস্‌ খুনজীর পুত্র ছিলেন, ঐ মলক ফিরোজ আপনার ভ্রাতা দিগকে ও পুত্র পৌত্র দিগকে খেতাব দিয়া প্রত্যেকে ২ জায়গীর দিলেন।

আর যমুনার তীরেতে এক বাগান করিলেন এবং এক নূতন সহর বসাইলেন। মলক জহজু গজাতে থাকিতেন, তিনি সেখানে অববাসী ওমরাদের সহিত একতা করিয়া সায়স্তা খাঁকে মানিলেন না, অতএব তিনি অরকলীখাঁকে জহজুখাঁর ও অববাসী ওমরাদের দণ্ডের কারণ পাঠাইলেন। সেই অরকলীখাঁ তাহাদিগকে অমরদহ মোকামে ধরিয়া দিল্লী পাঠাইলেন। বাদসাহ তাহাদের দোষ ক্ষমা করিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকে পুরস্কার করিয়া আপন সভাতে রাখিলেন এবং মলকজহজুকে মূলতানে পাঠাইলেন। তাহার দ্বিতীয় বৎসর, কালেখাঁকে দিল্লীতে রাখিয়া বাদসাহ মদাওরদেশে গেলেন। সেখানে অববাসী ওমরাদিগকে প্রত্যেকে প্রত্যেকে জায়গীর দিয়া অন্যান্য দেশে পাঠাইলেন, মদাওরের কিল্লা ও রণথোরের কিল্লা আপনি জয় করিলেন। তদনন্তর চঙ্গেজীখানি মোগলের সৈন্য বাদসাহের উপর চড়াউ করিল, তাহাদের সঙ্গে বড় যুদ্ধের পর উভয়ত সন্ধা হইল। আলাউদ্দীন বাদসাহের জামাতা আপনার স্ত্রীর হইতে ও শাশুড়ী হইতে মনের সহিত বিরক্ত হইয়া বাদশাহের সম্মতিতে বাদসাহের অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গেলেন। তথায় থাকিয়া সৈন্যের ও ধনের জমা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাদসাহ আপন সারল্যপ্রযুক্ত জামাতার এইরূপ যাওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মন্ত্রিদের পরামর্শের বহির্ভূত হইয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে বাদসাহের জামাতা আলাউদ্দীন আপন শশুর জলালুদ্দীনকে কপট প্রীতি ব্যবহারে মারিয়া ফেলিয়া আপনি

দিল্লীতে আসিয়া তক্তে বসিলেন। এইরূপে জলালুদ্দীনের বাদসাহী ৭।১।২০ দিন।

তার পর আলাউদ্দীন আপন ভ্রাতা ইলমাসবেগের একতাতে বাদসাহী করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত ধনাদি দানে মন্ত্রিপ্রভৃতির সম্মান করিলেন, শ্বশুরের সন্তান ও পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গকে লাহোর হইতে আনাইয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলকে মারিয়া ফেলিলেন। পরে নসরতখাঁকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। পরে মোগলের সৈন্যেরা দুই বাদসাহজাদাকে ও আর আর ওমরা দিগকে সঙ্গে লইয়া চড়াউ করিলে পর বাদশাহের ফৌজেরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিল ও অনেক সামগ্রী পাইল, আলাউদ্দীনের আজ্ঞানুসারে দুই বাদসাহজাদার শিরশ্ছেদন করিয়া মদাওরের কিল্লার দ্বারে টাঙ্গাইয়া দিল। পরে কর্ণরায় নামে গুজরাটের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন ও তাহার অনেক ধন ও পরিজন দিগকে আনিয়া আপন করিয়া রাখিলেন। পরে মদিরা পানে অজ্ঞান হইয়া কাজিকে মারিয়া ফেলিলেন, পশ্চাৎ জ্ঞান হইলে পর দিব্ব করিয়া মদিরা পান ত্যাগ করিলেন ও দেশ হইতে মদের দোকান সকল উঠাইয়া দিলেন, তদবধি আপনি ধর্ম্মপথে অভিনিবেশ করিলেন। পরে গড় চিতোর দখল করিয়া তাহার নাম খিজারাবাদ রাখিলেন। পরে পুত্রদের হইতে সশঙ্ক হইয়া দুই পুত্রকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। পশ্চাৎ কনিষ্ঠ পুত্রকে খালাষ করিয়া বাদসাহ করিলেন, আপনি জ্বরেতে পীড়িত হইয়া মরিলেন। ইহার

বাদসাহী ২৩।৩ মাস। আলাউদ্দীনের তেসনাই কনিষ্ঠ পুত্র সাহাবুদ্দীন বাদসাহ হইয়া মলক এক্তিয়ারুদ্দীনকে কোন উপলক্ষে গড় গোয়ালিয়রে পাঠাইয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতা ও সাদিখাঁর ও খেজরখাঁর চক্ষু ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহা করিতে পারিলেন না। ইহাতে অম্রাই বংশের মধ্যে প্রধান মুশির ও হশির এই দুই জন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাহাবুদ্দীনকে মারিয়া ফেলিয়া আলা-উদ্দীনের জ্যেষ্ট পুত্র কোতবুদ্দীনকে কয়েদ হইতে খালাস করিয়া বাদসাহ করিলেন। এইরূপে সাহাবুদ্দীনের বাদ-সাহী ৩ মাস। কোতবুদ্দীন এইমতে বাদসাহ হইয়া কয়েদি-লোক সকলকে খালাস করিয়াছিলেন, সাদিখাঁ ও খেজর-খাঁকে মরিয়া ফেলিলেন। রায়কর্ণের স্ত্রী দেওল রাণীকে আনিয়া ইহার পিতা তাহাতে আশক্ত হইয়া ছিলেন। তাহার পুত্র এই বাদসাহ, ইনি ঐ দেওল রাণীকে বেগম করি-লেন। মালুয়াদেশের কয়েদি লোকদের মধ্যে হসননামে একজন কয়েদি ছিল, সে অতিবড় সুন্দর ছিল, তাহাকে খালাস করিয়া খোসরোখাঁ খেতাব দিয়া আপন নিকটে রাখি-লেন, আপনি সর্ব্বদা নৃত্য, গীত, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গে আশক্ত থাকিতেন ও স্ত্রীর বেশভূষণ ধারণ করিয়া পুরুষ হইতে স্ত্রীর যে সুখ সে সুখেরও অনুভব করিতেন, ঐ খোসরোখাঁ বাদশাহের এরূপ ব্যবহার দেখিয়া স্বদেশ হইতে অনেক লোক আনাইয়া সকল চৌকিতে চাকর রাখাইয়া দিলেন। পরে এক দিবস বাদসাহের কাছে খোসরোখাঁ বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে কিল্লার দ্বারে বড় উপদ্রব হইল। বাদসাহ

খোসরোখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি! খোসরো-খাঁ কহিল, বুঝি আস্তাবলের ঘোড়া সকল ছুটিয়াছে। বাদসাহ এই কথা শুনিয়া দেখিতে বাহির হইলেন। এই সময় খোসরোখাঁ বাদসাহকে এক বর্শা মারিলেন, তাহাতে বাদসাহ অতিকাতর হইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হন, এই সময় খোসরোখাঁ বাদসাহকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। ইনি এই মতে ৪।৪ মাস বাদসাহী করেন। জলালুদ্দীন অবধি এই চারিজন খালিজখাঁর সন্তান ছিলেন, অতএব ইহাদিগকে সকল লোকে খোলজি করিয়া বলিত।

তারপর খোসরোখাঁ আপন বেরাদারির ইৎফাকে বাদ-সাহী করিতে লাগিলেন, ইনি দক্ষিণ দেশীয় ছিলেন, হিন্দু-দের মতে ইহার পক্ষপাত ছিল। দিল্লীসহরের মধ্যে দেব পূজার প্রচার এমন করিলেন যে, যবন দিগকে মস্‌জিদ সকল অতিশয় প্রায়াসে রাখিতে হইল, অনেক ওমরাদের ধন ও আর আর অনেক সামগ্রী লইয়া বিতরণ করিলেন, বাদসাহী ভাণ্ডারে যত ধন জমা ছিল, প্রায় সে ধনসকল বিতরণ করি-লেন, তথাপি ইহার নিমকহারামি প্রযুক্ত ইহাকে কেহ ধার্ম্মিক করিয়া কহিল না, কিন্তু সে কালে হিন্দুদের মতের বড়ই প্রাগল্‌ভ্য হইল, যবনদের মত প্রায় শেষ হইল, ইনি যবনদের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিলেন যে, তাহাতে যবনেরা সঞ্জরের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইল এবং অন্যান্য দেশের ওমরাদিগকে আনাইয়া জায়গীর দিয়া তাহাদের সম্মান করি-লেন, কিন্তু স্বমত-পক্ষপাতী যবনেরা তাহা স্বীকার করিল না, মূলতান দ্বিপের হাকিম গজিলমলক হিন্দুস্থানে মহমুদ

মতের প্রায় শেষ হওয়াতে ও আপন খামিদের ঘরের বিনাশ হওয়াতে অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া আর আর যবন দিগকে আনাইয়া সকলে একত্র হইয়া দিল্লীর উপর চড়াউ করিল ও বাদসাহের চাকর মলকফকরুদ্দীন গজিলমলকের সহিত গিয়া মিলিল, প্রথম লড়াইয়েতে খোসরোখাঁ পলাইলেন, পরে গজিলমলক তক্তে বসিয়া খোসরোখাঁকে ধরিয়া আনাইয়া মারিয়া ফেলিল, এই খোসরোখাঁ বাদসাহ হইলে পর তাহাকে সকলে নাসরুদ্দীন করিয়া কহিত, ইহার বাদসাহী ৫ মাস। তাহার পর এইরূপে গজিলমলক তক্তে বসিলেন, তাহার নাম গয়াসুদ্দীন তোগলকশাহ হইল। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সকল বিষয়ের এমত শৃঙ্খলা করিলেন যে, তাহা অনেক বৎসরে অন্যের অসাধ্য এবং খেতাব ও জায়গীর ও মরাতব উপযুক্তমত ওমরা দিগকে দিলেন। নূতন এক সহর ও কিল্লা করিয়া তাহার নাম তোগলকাবাদ রাখিলেন। যাহারা খোসরোখাঁর সহিত মিলিয়া ছিল, তাহাদের বিহিত শাসন করিলেন। আপন জ্যেষ্ঠপুত্র মলকফকরুদ্দীনকে যুবরাজ করিলেন ও আর আর পুত্রদিগকে ও ওমরা দিগকে অন্যান্য দেশের মকৃতিয়ার করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে অনেক দেশ ও অনেক কিল্লা দখল হইল। লখনোতিতে বড় উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে ওলগখাঁকে দিল্লীতে রাখিয়া আপনি সেখানে গেলেন। সে দেশ জয় করিয়া অনেক ধন পাঠাইলেন। সেতার গ্রামের হাকিম বাহাদুরখাঁ কিছু আজ্ঞাবহির্ভূত হইয়া ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহার গলাতে জিঞ্জির দিয়া আনিয়া দিল্লীতে

প্রস্থান করিলেন। সে সময় দিল্লীতে সোলতান মসায়েখা-
নির জামাতা মুদ্দীনআউলি নামে অতি বড় এক মহাপুরুষ
ছিলেন, তাহাকে সকলে বাদসাহ হইতেও অধিক করিয়া
মানিত, এই প্রযুক্ত তাহাকে পথ হইতে বাদসাহ এক পত্র
লিখিলেন যে, তুমি দিল্লীতে থাক কিম্বা আমি দিল্লীতে
থাকি। এই পত্র শুনিয়া তিনি আজ্ঞা করিলেন যে, দিল্লী
এখনও অনেক দূর আছে। বাদসাহ একথা শুনিয়া শীঘ্র
আসিয়া দিল্লীর নিকট তোগলকাবাদে পৌহুছিয়া যে ঘরে
থাকিলেন সেই ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়া বাদসাহের উপরে
পড়িল, তাহাতেই বাদসাহ মরিলেন, ইনি ৪।২ মাস বাদসাহী
করেন। তাহার পর ঐ বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মহমুদ আদেল
ওমরাদের একবাক্যতাতে তক্তে বসিলেন। ইনি দক্ষিণ
দেশে দেউগড়াতে যাইবারকালে পথে মোকামে মোকামে
সরাই করাইলেন, ইনি দক্ষিণ দেশে দেউগড়াতে পৌহুছিয়া
তাহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়া দিল্লী হইতে ওমরা
দিগকে উঠাইয়া লইয়া সেইখানে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন
ও আপনিও সেইখানে থাকিলেন। দিল্লীসহর এই কারণ
অয়রাণ হইল, ওমরারা দিল্লীতে উপদ্রব উপস্থিত করিল।
ইহা শুনিয়া বাদসাহ দৌলতাবাদ হইতে দিল্লী আইলেন।
পরে মুলতান সহরের লোকদিগকে সেক কোতবুদ্দিনের
উপরোধে ক্ষমা করিয়া অল্প অপরাধে আর আর অনেক
লোককে মারিয়া ফেলিলেন। সেই বৎসর বড় দুর্ভিক্ষ হইল
ও মোগলের ফৌজ আসিয়া মুলতানে ও দিল্লীতে বড়ই
উপদ্রব করিতে লাগিল। বাদসাহ তাহাদিগকে যুদ্ধে জয়

করিলেন ও প্রজাদের হইতে নিয়মিত করের অধিক লইয়া প্রজাদিগকে বড়ই কষ্ট দিলেন। তাহাতে অনেক দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাহাতে সোলতান সমসুদ্দীন লখনোতী দেশ আমোল করিলেন। হোসেন কানুনগো দক্ষিণ দেশ অধিকার করিয়া লইল। মিসরের খলিফা বাদসাহকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহাতে বাদসাহ তাহার নানা প্রকার মর্য্যাদা করিয়া তদবধি জুম্বার নমাজ নিয়মিত করিলেন, তিনি যে যে দেশ জয় করিতেন সে সকল দেশের জয়পত্র ঐ খলিফার নামে লিখিতেন। কিছুদিনের পর রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন, ইহার বাদসাহী সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ বৎসর।

তারপর ঐ বাদসাহের খুড়ার পুত্র ফীরোজশাহ বাদসাহ হইয়া ঠট্টাদেশে কিল্লা করিয়া সেইখানে তক্তে বসিলেন। সেই সময়ে চিরাগদেহলি নামে অতি বড় এক মহাপুরুষ সোলতান ফীরোজশাহকে ও সেক নাসরুদ্দীনকে আসিতে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, তদনন্তর তাহারা দুইজনে একত্র হইয়া ঐ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আইলেন। বাদসাহ অন্য কোন দুই বাদসাহজাদাকে নিরর্থক প্রাণে মারিয়া ছিলেন, তাহাতে ঐ মহাপুরুষ দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া বাদসাহকে অনেক প্রকার ধর্ম্মোপদেশ করিলেন, তাহাতে বাদসাহ আপনাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত মানিয়া ঐ মহাপুরুষের পাকখরচের নিমিত্ত চৌরাশী পরগনা বন্দেজ করিয়া আপনি দিল্লীতে আইলেন, পরে আপন বার্দ্ধক্যেতে মন্ত্রীর উপর সকল রাজকর্ম্মের ভার দিয়া তাঁহার নাসরুদ্দিন খেতাব রাখিয়া কিছু দিন ছিলেন, পরে মরিলেন। ইহার বাদসাহী ৩৮ বৎসর। তাহার পর

ফীরোজশাহের পৌত্র গয়াসুদ্দীন তোগলকশাহ বাদসাহ হই-
লেন। পরে মহমূদশাহনামে পাহাড়িয়া রাজার সঙ্গে যুদ্ধ
করিতে অনেক অনেক ওমরাদিগকে পাঠাইলেন। তাহাতে
ঐ মহমূদশাহ পলাইয়া নগরকোটে গেল। গয়াসুদ্দিন বাদ-
সাহের ভ্রাতৃপুত্র ফতেহখাঁ তাহার পুত্র আবুবকরখাঁ বাদ-
সাহ হইতে শশঙ্ক হইয়া আপন পিতার নিকেটে গেলেন।
সেখানে অনেকসেনা প্রস্তুত করিয়া দিল্লীতে আসিয়া মলক
ফিরোজ ও মলক কবীরকে প্রাণে মারিলেন। সেই যুদ্ধেতে
বাদসাহও মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৫।৩ মাস। তার পরে
ঐ আবুবকরখাঁ বাদসাহ হইয়া এক গোলামকে মন্ত্রী করি-
লেন, তৎপরে ঐমন্ত্রী আপনি বাদসাহ হইতে ইচ্ছা করে।
বাদসাহ ইহা জানিয়া সপরিবারে ঐ মন্ত্রীকে প্রাণে মারি-
লেন। পরে খোসদিল অমিরের মাথা কাটিয়া মহমূদশাহের
নিকটে নগরকোঠে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে মহমূদশাহ
অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েকবার দিল্লীর উপর চড়াউ করিয়া
ছিলেন, তাহাতে কিছু করিতে না পারিয়া বাদসাহের
ওমরাদের সহিত মেল করিয়া হঠাৎ দিল্লীর কিল্লাতে
আসিয়া পৌহুছিলেন। ইহাতে বাদসাহ কিল্লা হইতে পলা-
ইয়া গেলেন, পরে মহমূদশাহ তক্তে বসিয়া বাদসাহকে
ধরিয়া আনাইয়া কয়েদ করিলেন, এই খেদে বাদসাহ মরি-
লেন। ইহার বাদসাহী ১।৬. মাস। এইরূপে মহমূদশাহ
বাদসাহ হইয়া গুজরাট, কনজ, ও কাশলা এই সকল দেশ
বিলক্ষণ মতে অধিকার করিয়া আপনি রোগে মরিলেন।
ইহার বাদসাহী ৬।৭ মাস। তাহার পর ঐ মহমূদশাহের

পুত্র সোলতান আলাউদ্দিন শেকন্দরশাহ বাদসাহ হইয়া ১।০।১৬ দিন তক্তে বসিয়া ছিলেন, তাহার পর মরিলেন। তার পর সোলতান আলাউদ্দিন মহমুদশাহ বাদসাহ হইয়া যে যে রাজারা আজ্ঞা বহির্ভূত হইয়া ছিলেন, ওমরাদিগকে পাঠাইয়া তাহাদের বিলক্ষণ মতে দমন করিলেন, তাহাতে যেই রাজারা একত্র হইয়া এই বাদসাহবংশীয় নসরত খাঁকে মালুয়া দেশ হইতে আনাইয়া ফিরোজাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসাইয়া বাদসাহ করিলেন, মহমুদশাহ দিল্লীর তক্তে বাদসাহ হইয়া থাকিলেন। এইরূপে দুই বাদসাহ হইয়া সতরঞ্চ খেলারমত অনেক দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইহাতে অনেক দেশ সে সময়ে নষ্ট হইল। আর আর রাজারা আপন আপন দেশে স্বস্ব প্রাধান্যেতে রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধেতে দিল্লী সহর নিমনুষ্য হইল ও আর আর দেশেতেও আমিরেরা ও বাদসাহ জাদারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া প্রায় অনেকে মরিলেন। বাদসাহ ও নানাস্থানী হইয়া মরিলেন। ইহার বাদসাহী ২০।২ মাস। এই পর্য্যন্ত তোগলকী বংশের বাদসাহী সমাপ্ত হইল।

তারপর মলক সোলেমানের পুত্র মলক অসরক তাহার পুত্র সৈয়দ খেজরখাঁ বাদসাহ হইলেন, ইহার পূর্ব্ব পুরুষ সোলতান ফীরোজখাঁর ওমরা ছিলেন, ইনি তক্তে বসিয়া বাদসাহী কর্ম্ম সকলি করিতে লাগিলেন, আপন ধ্বজের বায়াতআলি নাম রাখিলেন, প্রবীন ওমরারা যাহারা ছিলেন ও আর আর বাদসাহ জাদারা যে যে ছিলেন তাঁহাদের দানমানা দিতে পরিতোষ করিলেন, হিন্দু রাজাদের হইতে অনেক দেশ

ও কিল্লা ও গড় অধিকার করিয়া লইলেন, পরে রোগেতে মরিলেন। ইহার বাদসাহী ৭।৩ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান মোবারকশাহ বাদসাহ হইলেন। পরে ওমরা দিগকে আর আর দেশ শাসনার্থে পাঠাইয়া আপনি প্রায় কখন লাহোরে, কখনও মুলতানে থাকিতেন। পরে সোলতান এবরাহিম সরকী চারিশার বাদসাহের উপর চড়াউ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। পরে বাদসাহ যমুনার তীরে মোবারকাবাদনামে এক সহর পত্তন করিয়া প্রায় সেইখানে সর্ব্বদা সয়র করিতে যাইতেন। এক দিবস বাদসাহ সেইস্থানে গিয়াছিলেন, মলক্ ফিরোজের পরামর্শে কচলুয়ী ক্ষত্রীয়ের পৌত্র সুদ্ধপাল সেইস্থানে বাদসাহকে মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদসাহী ১৩৷৹ ১৬ দিন। তার পর মোবারক সাহের ভ্রাতৃ পুত্র মহমুদসাহ বাদসাহ হইলেন, সে সময়ে সরবরমলক নামে প্রধান এক ওমরা ছিলেন, তিনি মনে মনে বাদসাহীর প্রত্যাশা রাখিতেন এবং তদুপযুক্তও ছিলেন, কিন্তু মহমুদসাহ বাদসাহ হইলে পরে তিনি বাদসাহের সমক্ষে আজ্ঞা বহিতে স্বীকার করিলেন, ইহাতে মহমুদসাহও তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া তাহার সম্মান করিলেন, পরে ঐ সরবরমলক ও আর আর ওমরারা ও সুদ্ধপাল প্রভৃতি ক্ষত্রীয়েরা এক পরামর্শ হইয়া আপনারা বাদসাহের দেশ সকল বিভাগ করিয়া লইল, বাদসাহকে কেহ কিছু কর দিলনা, ইহাতে ইয়ুসফ ওগয়রহ ও বাদসাহের হিতৈষী ওমরারা একবাক্য হইয়া এমনি উপায় করিল যে, তাহাতে ঐ লোক সকলের মধ্যে কেহ নষ্ট হইল, কেহ কয়েদ হইল,

ইহাতে বাদসাহ পরিতুষ্ট হইয়া আপন হিতৈষী ওমরাদিগকে প্রত্যেকে প্রত্যেকে জায়গীর দিয়া নানাপ্রকার সম্মান করিয়া সকল দেশের বন্দবস্ত করিয়া স্বচ্ছন্দরূপে বাদসাহী করিতে লাগিলেন। পরে তুরুকেরা দিল্লীতে চড়াউ করিয়া ছিল, তাহাদেরও বিহিত দমন করিলেন। পরে রোগগ্রস্থ হইয়া বদাউন হইতে আপন জেষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দিনকে আনাইয়া তাহাকে যুবরাজ করিয়া আপনি মরিলেন। ইহার বাদসাহী ১১।১ মাস। তাহার পর ঐ আলাউদ্দিন বাদসাহ হইলেন, মলক-বেহলোল প্রভৃতি ওমরারা বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিলেন, ইহার বাদসাহী আপন পিতার বাদসাহী হইতে শিথিল পড়িল। ইহাতে বাদসাহ দিল্লীতে আপন দুই শালাকে রাখিয়া বদাউনে রাজধানী করিয়া আপনি তথায় থাকিলেন। বাদসাহের এই দুই শালা রাজকর্ম্মে তাদৃক উপযুক্ত ছিলেন না, ইহাতে রাজব্যাপারের বড়ই বিশৃঙ্খলতা হইল ও দিল্লী সহরে বড়ই উপদ্রব হইল, ঐ উপদ্রবে বাদসাহের ঐ দুই শালা মরিলেন। পরে হিসামখাঁনামে বাদসাহের মন্ত্রী দিল্লীতে এইরূপ উপদ্রব হওয়াতে বাদসাহকে নানা হিতোপদেশ করিয়া দিল্লীতে আসিতে কহিলেন। বাদসাহ সে সকল কিছু শুনিলেন না বরং ঐ মন্ত্রীকে অপদস্থ করিয়া দিলেন ও অন্য এক জনকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন। হমিরখাঁনামে এক ওমরা ঐ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, বাদসাহ এইরূপ হইলেন, ভাল কহিলে মন্দ বুঝেন, এরূপ ব্যবহারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়না, অতএব মলক বেহলোলকে বাদসাহীর ভার দিলেন। তদনন্তর মলক বেহলোল শরহিন্দায় আসিয়া

আপনি তথায় তক্তে বসিয়া আপনার নামে খোতবা ও সিক্কা জারি করিয়া অনেক সৈন্য সহযোগ করিয়া দিল্লীতে আসিয়া দুষ্টদের বিহিত শাসন করিয়া দিল্লী আয়ত্ত করিলেন ও অনেক লস্কর একত্র করিলেন। পরে আলাউদ্দিন বাদসাহকে লিখিলেন, আমি যে রাজ্যশাসন করিলাম, সে কেবল আপনকার রাজ্য সুস্থির হওয়ার কারণ। পরে বাদসাহ ঐ পত্র শুনিয়া অনুগ্রহ পত্রদ্বারায় প্রত্যুত্তর লিখিলেন যে, আমি আপনকাকে এখন রাজকর্ম্মের যোগ্য বুঝিলাম, আপনি যদিও আমাদের চাকর হন, তথাপি আমার পিতা আপনাকে পুত্র করিয়া কহিয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে বাদসাহী দিলাম, বদাউন প্রভৃতি কয়েক দেশ যদি আমার দখলে রাখেন তাহাহইলে আপনার মনুষ্যত্ব বটে। মলকবেহলোল এইরূপ আজ্ঞাপত্র পাইয়া আলাউদ্দিন বাদসাহের দখলে বদাউন ও খয়রাবাদ ও পাহাড়তলি অনেক দেশ রাখিয়া আপনি আর আর দেশ লইয়াথাকিলেন। আলাউদ্দিন ঐ কএক দেশে আপন খোতবা ও সিক্কা জারি করিয়া থাকিলেন। কিছু দিনের পর রোগগ্রস্থ হইয়া মরিলেন, ইহার দিল্লীর বাদসাহী ৮।৩ মাস। খেজরখাঁ অবধি এই চারিজনার পূর্ব্ব পুরুষেরা ওমরা ছিল, কোনহ বাদসাহের সন্তান ছিল না যে সোলতান বেহলোল অফগানলোদিকে মহমূদশাহ খানখানা খেতাব দিয়া ছিলেন, তিনি হমিরখাঁর উজিরের একতাতে দিল্লীতে স্থির হইয়া বসিলেন, কিছু দিনের পর ঐ হমির খাঁকে কয়েদ করিলেন। মহমুদশাহ সরকী কয়েকবার দিল্লীর উপর চড়াই করিলেন এবং বাদ-

সাহের সহিত যুদ্ধ হইল, কেহ পরাজিত হইল না, পশ্চাৎ বেহলোলশাহ বাদসাহ নিরুপায় হইয়া যমুনার ওপারের দেশ মহমুদশাহ সরকীকে ছাড়িয়াদিয়া তাহার সহিত মেল করিয়া যমুনার এ পারের দেশ লইয়া আপনি থাকিলেন। পরে মহমুদশাহ সরকী মরিলে তাহার পুত্র মহামুদশাহ অনেক সৈন্য লইয়া বাদসাহের উপর চড়াউ করিলেন, ও বড়ই যুদ্ধ হইল, মহমুদশাহ সে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। মহমুদশাহের অনেক ওমরারা বাদসাহের সঙ্গে আসিয়া মিলিল, বাদসাহও অনেক সামগ্রী লুটিয়া পাইলেন। পরে আর আর অনেক রাজাকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ সকল অধিকার করিলেন। পরে বারবক নামে আপন পুত্রকে জৌনপুর ওগয়রহ দেশ দিলেন, পরে আপনি রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন। ইহার বাদসাহী ৩৮।৮।৭ দিন। তাহার পুত্র সোলতান শেকন্দর পূর্ব্বে আপন পিতা হইতে নিজামুল্মুল্ক খেতাব পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাদসাহ হইয়া বদাউনে গিয়া ইসমাইখাঁকে বারবক নামে আপন ভ্রাতার সহিত মেল করিতে জৌনপুরে পাঠাইয়া দিলেন। বারবক সলাহ না করিয়া অনেক সৈন্য লইয়া কনৌজে আসিয়া আপন ভ্রাতা সোলতান শেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে ভগ্ন হইয়া কনৌজের গড়েতে থাকিলেন। কতক দিনের পর সোলতান শেকন্দর স্বভ্রাতা বারবক প্রভৃতিকে সান্ত্বনা করিয়া ঐ জৌনপুরে আনিয়া পূর্ব্ববৎ তক্তে বসাইয়া জনেক বিশ্বস্ত প্রধান ওমরাকে সেখানে রাখিয়া আপনি কাল্পিতে গেলেন। পরে পঞ্চগোত্রীয় রাজারা একত্র

হইয়া জৌনপুরে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। সোলতান সেকেন্দর ইহা শুনিতে পাইয়া আপনি সসৈন্য তথা আসিয়া পঞ্চ গোত্রীয়েদের বিলক্ষণমতে দমন করিয়া চণ্ডালগড়ও অধিকার করিলেন। পরে পাটনার রাজা শালিবাহন নামে হোসেনশাহকে সহায় করিয়া কাশীতে সোলতান সেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইলেন। এই-রূপে সোলতান সেকন্দর পাটনা সহরসমেত সুবে বেহার অধি-কার করিলেন। পরে সোলতান আলাউদ্দীন নামে বাঙ্গালার বাদসাহের উপর চড়াউ করিতে উদ্যত হওয়াতে বাঙ্গালার বাদসাহ দানিয়াল নামে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া সোল-তান সেকন্দরের সহিত মেল করিয়া সোলতান সেকন্দরের ওমরারা ফতেহখাঁর সহিত মিলিলেন, এই প্রযুক্ত প্রাচীন ওমরাদিগকে তগীর করিয়া আর আর ওমরাদিগকে সে সকল দেশের অধিকার দিয়া পাঠাইলেন, সে বৎসর শিলা-বৃষ্টি এমত হইল যে, অতি বড় দালান প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরে বাদসাহ আগরাতে রোগে মরিলেন। ইহার বাদসাহী ২৬।৫ মাস। তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান এব্রাহিম ওমরাদের একতাতে বাদসাহ হইলেন। পরে জলালখাঁকে কয়েদ করিয়া পাঠাইতে পত্রদ্বারা পূর্ব্বদেশের ওমরাদিগকে আজ্ঞা দিলেন। জলালখাঁ এ বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া পূর্ব্ব-দেশ হইতে কাল্পিতে গিয়া অনেক সৈন্য জমা করিয়া যুদ্ধ করিবার উদ্যম করিয়া আপন ওমরাদের দ্বারা বাদ-সাহের সহিত মেল করিবার কথপোকথনের সুঞ্চার করি-লেন, কিন্তু বাদসাহ তাহা স্বীকার না করিয়া জলালখাঁর

সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ৩০,০০০ হাজার সওয়ার এবং আর আর অনেকপদাতিক পাঠাইলেন, জলালখাঁ যুদ্ধ না করিয়া মালুয়ার হাকিম সোলতান মহমুদের নিকট গেলেন, পরে সোলতান এব্রাহিমের সৈন্যরা পূর্ব্বে কছুআহ মহারাজ মানসিংহের রাজধানী ছিল, যে বাদলগড়া তাহাকেও গড় গোয়ালিয়রকে জয় করিয়া আর আর অনেক দেবস্থান নষ্ট করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। জলালখাঁ সোলতান মহমূদের নিকটে ভালরূপে থাকিতে না পারিয়া কোরাতে গেলেন। তথা সোলতান এব্রাহিমের লোকেরা ছিল, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিল, বাদসাহ জলালখাঁকে কয়েদ করিয়া হাঁসিতে পাঠাইয়া দিলেন। জলালখাঁ হাঁসিতে যাইতে ছিলেন, পথে বিষ খাইয়া মরিলেন। পরে পূর্ব্ব দেশ হইতে অনেক সৈন্য কনৌজে উপস্থিত হইয়া উপদ্রব করিতে লাগিল, ইহাতে বাদসাহী ওমরারা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিল, কিন্তু তাহাতে বাদসাহ ওমরাদের সম্মান কিছুই করিলেন না এবং দিনে দিনে অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া আর আর ওমরাদের সঙ্গেও প্রণয় রাখিতে পারিলেন না। ইহাতে খান্‌জাহান্ লোদী নামে এক ওমরা কাল্পিতে গিয়া তথাকার ওমরাদের সঙ্গে একতা করিয়া সেই দেশ আপনি অধিকার করিল, পরে তাহার পুত্র খান্‌খানা কাবোলেতে ছিল, সে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া পিতার নিকটে আইল, সেখানে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার সঙ্গে ও ওমরাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাবোরকে আনিয়া দিল্লীতে বাদসাহ

করিতে সকলে একত্র হইয়া বাবোরের নিকটে গেল, তথা গিয়া বাবোরকে নানাপ্রকার কহিল, কিন্তু বাবোর ইহাদের কথাতে সহসা হিন্দুস্থানে আসিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরে তাহার কিছু দিনের পর লোকদ্বারা বাবোরকে লওয়াইয়া সসৈন্য দিল্লীতে আসিলেন। বাবোর দিল্লীতে আসিয়া সোলতান এব্রাহিমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিয়া আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। এই বাবোর প্রথম যখন এই হিন্দুস্থানে আইসেন তখন এ হিন্দুস্থানে মালুয়াদেশে মহমূদশাহ বাদসাহ ও গুজরাটদেশে মুজফরখাঁ ও বাঙ্গালাতে নসরতশাহ ও দিল্লীতে এব্রাহিমশাহ ও দক্ষিণদেশে অনেক সলাতিন ছিলেন ও বিজাপুরে এক বড় হিন্দুরাজা ও উদয় পুরে রাণাসকা নামে এক হিন্দু রাজা ছিলেন, এইরূপে সোলতান এব্রাহিমের বাদসাহী ১ বৎসর। বেহলোল লোদী অবধি এই তিনজন পাঠান ছিলেন। দিল্লীরসিংহাসন যবনাক্রান্ত হওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত ৩৬২ ২।২৯ দিন গত হইল।

ঐ বাবোরের বিবরণ এই—অমীরতৈমূরের পুত্র মীরজাগীরশাহ, তাহার পুত্র মীরজামহমুদ, তাহার পুত্র মীরজা অবশইদ, ইহার ১৫ পুত্রের মধ্যে একপুত্র মীরজা উমরশেখ, ইনি অন্দজা দেশের বাদসাহ ছিলেন, ইহার পুত্র মীরজা মহমূদ বাবোর, ইনি তক্তে বসিলে পর, জহিরুদ্দীন বাবোরশাহনামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ অমীর তৈমুর আপনি আপনার ওজকতৈমুরি কেতাবেতে অধস্তন স্বসন্তানদের শিক্ষার্থে যে যে কথা লিখিয়া ছিলেন তাহার এক কথা

লিখি। ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে ও আপন নিয়তির সহকারেতে এইক্ষণে আমার রেকাবে চলিতে ২৭ বাদসাহ আকাঙ্ক্ষী, সেই নিয়তি এই—আমি যখন যে দেশ অধিকার করিলাম তখন যে রাজারা যুদ্ধে মৃত হইলেন তাঁহাদের সন্তানকে আপন বশীভূত করিয়া স্বপিতৃপদে স্থাপিত করিলাম, কখনও কাহা-কেও বেবুনিয়াদ করি নাই। আর সেই সেই দেশের বৃদ্ধদিগকে পিতার তুল্য, যুবাদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, বালক দিগকে পুত্রের ন্যায়, বৃদ্ধা স্ত্রীদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতী-দিগকে ভগ্নীর ন্যায়, বালিকাদিগকে কন্যার ন্যায়, জ্ঞান করিলাম ও ধনাঢ্যদের ধন স্বধনের ন্যায় রক্ষা করিলাম, নির্ধনীদিগকে ধনাঢ্য করিলাম, প্রজালোকদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইলাম, ইহাতে ঈশ্বরের কৃপাতে আমার সন্তানেরাও এজগতের নমস্য হইবেন এ নিশ্চয় বটে, তথাপি এই নিয়মের মত ব্যবহার করা তাহাদেরও কর্ত্তব্য।

ঐ তৈমুরশাহের যবনস্থানের বাদসাহীর সময়ে পণ্ডিত ও কবি অথচ এক চক্ষুতে অন্ধ ও সুদরিদ্র দৌলত নামে এক স্ত্রীলোক ছিল, সে এক দিবস পথে যাইতেছে তৎ-কালে হিন্দুস্থানের এক জন তাহাকে বেগার ধরিয়া তাহার মাথায় মোট দিয়া কহিল চল। ইহাতে ঐ স্ত্রীলোক কবি তাতে কহিল, যে এ লোক আমার মাথায় মোট দিয়া আমাকে চল বলিয়া কি কহে তাহা আমি বুঝিতে পারি না, অতএব এ দেশে আগুন লাগুক, আর যেমন লোকেরা অশুভ নাশের নিমিত্ত অগ্নিতে শরিষা ফেলায় তেমন শরি-ষার মতন ক্ষুদ্র যে এ দেশের রাজা সে লোকের দুঃখরূপ

অমঙ্গল নাশের নিমিত্ত ঐ আগুনে পুড়ুক। এই কবিতা ক্রমে ক্রমে তৈমুরের কর্ণগোচর হইল। তৈমুর একবিতা শুনিয়া ঐ স্ত্রীকে আপনার নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ কবিতা কি তুমি কহিয়াছ? স্ত্রী কহিল, হাঁ। তৈমুর কহিলেন তোমার নাম কি? স্ত্রী কহিল, দৌলত। তৈমুর কহিলেন দেখিতেছি, দৌলত তো অন্ধ নয়। তুমি কেন অন্ধ। স্ত্রী কহিল, দৌলত অন্ধই বটে, তা যদি নয় তবে তোমাকে কেন আশ্রয় করিয়াছে, অতএব অন্ধই বটে। এইরূপ কটু সদুত্তর শুনিয়া অমির তৈমুর বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কিছুমাত্র মনে বিরক্ত হইলেন না কেননা যেমন চালনি মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করে তেমনি উত্তম পুরুষেরা দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ গ্রহণ করেন। পরে ঐ স্ত্রী বাদসাহকে আনন্দিত দেখিয়া আপনিও তুস্টা হইয়া কবিতাতে তৈমুরের প্রসংশা করিল. সে কবিতার অর্থ এই। ঈশ্বর যখন মহারাজের শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহার প্রধান করিয়া আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৌভাগ্যরূপ ফলের আকর্ষণার্থে আপনার পাকে আঁকসীর ন্যায় বক্র করিয়াছেন। তদনন্তর তৈমুর ঐ স্ত্রীর পুত্র পৌত্রাদি পরম্পরাতে পরমসুখে নির্ব্বাহার্থে উত্তম বৃত্তি ক্লৃপ্ত করিয়া দিয়া কহিলেন যাও, আর তোমাকে ভার উঠাইতে হইবে না। এমনি এমনি অমির তৈমুরের অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কত লিখিব, সম্প্রতি, বাবোরের বাদসাহী হওয়ার বিবরণ লিখি।

বাবোরশাহ যখন ১৫,০০০ হাজার সওয়ার সমেত জলপথ

দিয়া আসিয়া ছিলেন, তখন এব্রাহিম বাদশাহ ১,০০০০০ সওয়ার সমেত গিয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, সে যুদ্ধ অতিবড় হইয়া ছিল, কিন্তু দেশ চক্র প্রযুক্ত অনেক সওয়ার সহিত এব্রাহিম ঐ যুদ্ধে মারা গেলেন। তদনন্তর বাবোরসাহ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন, অনেক ওমরারা সাক্ষাৎ করিলেন, বাবোরশাহ তাহাদের বিহিত পুরস্কার করিলেন। পরে দিল্লীর কিল্লাতে যে যে স্থানে ধন পোঁতা ছিল, সে সকল উঠাইয়া ও বাদসাহী খাজানা হইতে অনেক ধন লইয়া মক্কাতে ও মদিনাতে পাঠাইয়া দিলেন ও সমরকন্দে ও এরাকে ও বোখারাতে ও খোরাসানেতে ও কাসগড়েতে ও বদকশাতে ও কাবোলে যে যে উত্তম লোক ও আত্মীয়, অন্তরঙ্গ ও গরিব লোক সকল ছিল, তাহাদিগকে প্রত্যেকে প্রত্যেকে অনেক ধন ও উত্তম সামগ্রী দিয়া পাঠাইলেন, হিন্দুস্থানের প্রায় প্রধান লোক সকলেই বাবোর শাহের আগমনেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিলেন। পরে বাবোরশাহ আপন পুত্র হুমাউকে ইশাযুন অবধি জৌনপুর পর্য্যন্ত দেশ দিলেন। পরে সকারাণা ও হোসেনখাঁ মেওয়াতি এই দুই জন একত্তা করিয়া ফতেপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে লাগিল। বাবোরশাহ আপন পুত্রকে ও সৈন্য লইয়া ফতেপুরে গিয়া তাহাদের সহিত ঘোরতর রণ করিয়া হোসেনখাঁ মেওয়াতিকে নষ্ট ও সকারাণাকে রণে ভঙ্গ করিয়া পুত্রকে বিদায় করিয়া আগরার কিল্লাতে আপনি থাকিলেন। সেখানে রুগ্ন হইয়া বাবোরশাহ মরিলেন। ইহার হিন্দুস্থানে ৫।৫ মাস বাদশাহী। তারপর তাঁহার পুত্র

নসরুদ্দীন মহমূদ হুমাউ বাদসাহ হইলেন। ইনি পিতার মরণকালে সম্ভল মুরাদাবাদে ছিলেন, পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া অতিত্বরাতে আগরাতে আসিয়া যে দিবস তক্তে বসিলেন ঐদিবস কেবল জওয়াহের এত বিতরণ করিলেন যে, তাহাতে ফকিরদের ভিক্ষাপাত্র কিস্তি সম্পূর্ণ হইল, ইনি ৯৩৭ হিজরিসনে বাদসাহ হইলেন, এই অঙ্কও কিস্তিজর এই শব্দেতে যে যে বর্ণ আছে, সে সকল বর্ণে অব্জদের হিসাবে যে অঙ্ক হয়, সে অঙ্কের পূর্ব্ব অঙ্ক এক হয়, এই প্রযুক্ত এই বাদসাহকে সকলে তৎকালে কিস্তিজরহ করিয়া কহিত ও এই হিসাবে সংস্কৃত শাস্ত্রে বাররুচ সংকেত করিয়া কহে। পরে রাজ্যের বন্দবস্তের পর সৈন্য পাঠাইয়া কালিঞ্জরের কিল্লা অধিকার করিলেন। পরে জৌনপুরে সোলতান আলমৃমলোদি উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলে বাদসাহ সসৈন্যে সেখানে গিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া আগরাতে আসিয়া সকল ওমরাদিগকে লইয়া বড়ই আমোদ করিলেন, সেই জশনে ১২,০০০ লোক খিলাত পায়। পরে মহমূদ জমা কিছু উপদ্রব করিয়াছিল, অতএব বাদসাহ তাহাকে ধরিয়া আনাইয়া তাহার চক্ষু শেলাই করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। এই কথা শুনিয়া মহমূদজমা বাদশাহের নিকট হইতে পলাইয়া গিয়া গুজরাটের সোলতান বাহাদুরের স্মরণ লইল, বাদসাহ এ বার্ত্তা শুনিয়া মহমূদজমাকে পাঠাইয়া দিতে সোলতান বাহাদুরকে পত্র দ্বারায় আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, সোলতান বাহাদুর তাহা মানিলেন না। অতএব বাদসাহ সোলতান বাহাদুরের শাস্তি করিতে গুজরাটে

পৌঁছছিলেন। তাহাতে গোলতান বাহাদুর মহমুদজমা সমেত পলাইল, বাদসাহ সেখানে অনেক ধন লুটে পাইলেন ও আপন নামে খোতবা ও সিক্কা জারি করিলেন। এই সময়ে তাতার আলোদী আগরা লুট করিল, এই প্রযুক্ত সে মীরজা হিন্দালের হাতে মারা গেল। পরে বাদসাহ আগরাতে আসিয়া এক বৎসর কাল স্থির হইয়া বড় আমোদে থাঁকিলেন, পরে লখনোতিতে ও বেহারেতে শেরখাঁ উপদ্রব করিতে লাগিল। বাদসাহ ইহা শুনিতে পাইয়া বেহারে আসিয়া শেরখাঁকে তম্বী করিয়া আপনি লখনোতিতে আসিয়া থাকিলেন। পরে শেরখাঁ অনেক লস্কর প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল, ইহাতে বাদসাহ ঝুষা পরগনাতে গঙ্গার তীরে আসিয়া পৌঁছছিলেন, শেরখাঁ গঙ্গার এ পারে থাকিয়া বাদসাহকে এক আর্জী করিল যে, আমি আপনাদের পুরুষানুক্রমে খানেজাদ, অতএব আমাকে পূর্ব্বদেশ জায়গীর দেন। তখন বাদসাহ এ কথা যথার্থ জানিয়া শেরখাঁকে পূর্ব্বদেশ জায়গীর দিয়া মেল করিয়া যাইতেছেন, ইতিমধ্যে ঐ শেরখাঁ কপট করিয়া বাদসাহকে পরাস্ত করিয়া আপনি দেশের অধিকারী হইলেন। পরে বাদসাহ কিছু সৈন্য জমা করিয়া বদাউনে গিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এককালে স্ব জন্মস্থান পর্য্যন্ত প্রস্থান করিলেন। ইহাঁর হিন্দুস্থানে প্রথম বাদসাহ হওয়া অবধি এই পর্য্যন্ত ১০ বৎসর হইল। হুমাযু গেলে পর ঐ শেরখাঁ দিল্লীর তক্তে বসিয়া আপনার শেরশাহ নাম বিখ্যাত করিলেন। পরে প্রথমতঃ প্রাচীন কনৌজ-

সহর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার তীরে ঐ কনৌজ সহর পত্তন করিয়া শেরগড়া তাহার নাম রাখিলেন এবং শমসাবাদ ভাঙ্গিয়া রসুলপুরনামে সহর আবাদ করিলেন এবং প্রাচীন দিল্লীসহর নষ্ট করিয়া ফীরোজাবাদনামে কিল্লা আবাদ করিলেন ও পাথরের নূতন বারো কিল্লা স্থান আপনি করিলেন। পরে সোলতানপুরে গিয়া শুনিলেন যে, হুমায়ুন আর আর ভ্রাতারা পরস্পর বিরোধ করিয়া সকলে পলাইয়াছে, ইহাতে পূর্ব্ব পশ্চিম কটক হইতে কটক পর্য্যন্ত চারি মাসের পথ অধিকার করিলেন। শেরখাঁ অতিবড় ধার্ম্মিক ছিলেন, পথিকদের আরামের নিমিত্তে দুইক্রোশ অন্তর সরাই ও মস্‌জিদ ও কূপ, জলপানের কারণ সির্কা ও হিন্দুদের ভোজনার্থ পাচক ব্রাহ্মণ প্রতি সরাইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, আর পথের দুই পার্শ্বেতে ফলবান বৃক্ষ রোপণ করাইয়া দিলেন। আর দুষ্টদের এইরূপ দমন করিলেন যে, এক বৃদ্ধা স্ত্রী এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণের এক থাল লইয়া বাহুলনামে মাঠেতে শয়ন করিয়াছিল, তাহাতে বাদসাহের প্রতাপে দস্যুরা তাহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই, আর বালনাথ পর্ব্বতের মধ্যে অতিবড় দৃঢ় এক কিল্লা করিলেন, বাঙ্গালার হাকিম খেজরখাঁকে দমন করিলেন। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর ও মান্দুয়া ও গয়রহ অনেক কিল্লা দখল করিলেন কালিঞ্জরের কিল্লার প্রান্তে তাম্বুতে বাদসাহ ছিলেন, অকস্মাৎ কালিঞ্জরের কিল্লা হইতে এক উল্কা শেরখাঁর উপরে আসিয়া পড়িল, তাহাতেই তিনি মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৫ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র সলীমশাহ বাদসাহ হইলেন পরে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আদলখাঁকে এক পত্র লিখিলেন যে,

পিতার পর পাছে সল্‌তনৎ ও দেশ নষ্ট হয়, এই আশঙ্কাতে আমি বাদসাহ হইয়াছি, আপনকার যদি বাদসাহ হইতে ইচ্ছা থাকে, আপনি আসিয়া বাদসাহ হউন, আমি আপনকার আজ্ঞাবহ মাত্র। এই পত্র পাঠাইয়া আপনি শিকারপুরে গেলেন, আদলখাঁও পত্র পাইয়া সকরিতে আসিয়া পঁহুছিলেন, দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে পর দুই ভ্রাতা বিদায় হইলেন, কিন্তু উভয়ের মনে মনে কিছু স্পর্দ্ধা হইল, তৎপ্রযুক্ত দুই ভ্রাতার বড় যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, আদলখাঁ ভগ্ন হইয়া পাটনাতে আসিয়া থাকিলেন। পরে সলীমশাহ, লাহোরে গিয়া অত্যন্ত উপদ্রব করিয়াছিল, যে আফিগান পাঠানেরা তাহাদের বিহিত দমন করিয়া সেখানে আপন নামে খোতবা ও সিক্কা জারি করিলেন। পরে গড় গওয়ালিয়রে রাজধানী করিলেন, পিতার আমলে যাহার যে মাহিয়ানা ছিল তাহা বাড়াইয়া দিলেন ও পিরান ও মহোত্তরান অনেক দিলেন এবং আপনি নূতন আইন করিয়া সকল দেশে জারি করিলেন ও চাকর দিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, দূর হইতে সকলে মজুরা কর। এই অবধি বাদসাহদের সাক্ষাৎ মজুরাগাহ নামে এক স্থান নিয়মিত হইল। পরে রোগগ্রস্ত হইয়া মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৯ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র ফিরোজশাহ ১২ বৎসর বয়সের সময় বাদসাহ হইলেন, তাঁহার মামা বাহাদুরখাঁ তাঁহাকে নষ্ট করিল, ইহার বাদসাহী ০।৩।৩ দিন। তাহার পর নিজামখাঁ সুরের পুত্র সোলতান মহম্মূদ আদল তক্তে বসিয়া ধাজারের কয়ালেদের চৌধুরী হমুনামে এক জনকে

উজির করিলেন। ইহাতে সকল ওমরারা বিরক্ত হইয়া আপন আপন অধিকৃত দেশে আপন আপন নামে খোতবা ও সিক্কা জারি করিল। ইহাতে সেই ওমরাদের মধ্যে অনেক অনেক ওমরাদের সহিত ইহার বিরোধ হইল এবং সেই বৎসর এমন দুর্ভিক্ষ হইল যে, মনুষ্যের মাংস মনুষ্যেরা খাইল, তাহার পর মহমূদ হুমায়ু বাদসাহের আসিবার সমাচার শুনিতে পাইয়া ঐ মন্ত্রীকে নায়েব রাখিয়া আপনি চুনারে গেলেন। পরে অনেক ওমরাদের সহিত লড়াই উপস্থিত হইল, এই কথা শুনিয়া হমূনামে মন্ত্রী অনেক সৈন্যের সহিত পোঁহুছিয়া অনেক ওমরাদিগকে পরাজয় করিল। পরে খেজরখাঁর পুত্র মহমুদখাঁর সহিত যুদ্ধেতে মহমূদ আদল বাদসাহ মারা গেলেন। ইহার বাদসাহি ২।০।২ দিন। তাহার পর সোলতান নসীরুদ্দীন মহমুদ হুমায়ু বাদসাহ পূর্ব্বে শেরখাঁ হইতে রণে ভগ্ন হইয়া আপন জন্মস্থানে গিয়াছিলেন, তথায় ও আপন ভ্রাতা ও আর আর অন্তরঙ্গদের সহিত তাদৃক্ প্রীতি হইলনা, এই প্রযুক্ত হিরাতে যাইবার ইচ্ছাতে স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, পশ্চাৎ তথায় যাওয়ার অন্তর্গর্ভ বিবেচনা করিয়া সে পরামর্শ ভাল নয় ইহা বুঝিয়া ঐ যাত্রাতে নগর কোঠেতে আসিয়া পহুছিলেন, সেই স্থানে তাহার পুত্র আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ু ক্ষণমাত্র পুত্রকে অবলোকন করিয়া মনে মনে ঐ পুত্রকে পরমেশ্বরের প্রতি সমর্পন করিয়া ঐ বালকের ও ঐ বালকের মাতার যোগ ক্ষেমার্থে বয়রমখাঁ খানখানাকে রাখিয়া আপনি বাইশজন লোকের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর

মহমুদ হুমায়ুর ভ্রাত্রা মীরজাঅস্করি ভ্রাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি ত্বরাতে নগরকোঠে উপস্থিত হইয়া তথাকার উর্দ্দূ বাজার লুঠ করিতে লাগিল। ইহার আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ বয়রমখাঁ অকবরের মাতার তথাতে থাকা ভাল নহে, ইহা বুঝিয়া তাহাকে স্থানান্তরে রাখিয়া পশ্চাৎ অকবরকেও লইয়া যাইবেন, এই সময়ে লুঠ হইল। ঐ মীরজা অস্করি উর্দ্দূ বাজার সমস্ত লুঠ করিয়া একাকী বালক অকবরকে পাইয়া প্রতিপালনার্থে আপন বেগমের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিলেন। পরে মহমুদ হুমায়ু খোরাসানে আসিয়া পৌঁহুঁছিলেন, তথায় শাহতহমাস্পের পুত্র মীরজা মহমুদ হুমায়ুর নানা প্রকার দানমানাদিতে পুরস্কার করিলেন। তাহার পর মহমুদ হুমায়ু মসহদে গিয়া পৌঁছিলেন, তথায় ঐ তহমাস্প বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন ভ্রাতাদের শত্রুতা-প্রযুক্ত আপনার নানাস্থানীয়তার সবিশেষ কহিলেন। তাহাতে বাদসাহ কহিলেন যে, তোমার পিতা বাবোর আমার সহিত এইরূপ অনেক করিয়াছিলেন, সে যাহা হউক এইক্ষণে আমি সৈন্য সামন্ত দিয়া তোমার সাহায্য করিব, তুমি জয়ী হইলে পর, বলখ ও কন্ধার এই দুই দেশ আমাকে দিতে হইবে। মহমুদ হুমায়ু তাহার এই কথায় স্বীকার করিয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক এক পুত্র ও দশহাজার লস্কর লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর কন্ধার ফতে করিয়া কিল্লার সহিত ঐ দেশ-স্বীকারানুসারে ঐ তহমাস্প বাদসাহের পুত্রের হাওয়ালে করিলেন এবং আপনিও কাবোলদেশে গেলেন। এই সময় কজলবাসের ফৌজেরা কন্ধারে আসিয়া উপদ্রব করিল ও ঐ সময়ে

তহমাস্পের পুত্র মরিল। এই কারণ মহমূদ হুমায়ু পুনর্ব্বার কন্ধারে আসিয়া ঐ কজলবাসের ফৌজ দিগকে দূর করিয়া আপনি পুনর্ব্বার কাবোলে গেলেন, সেখানে ফৌজ জমা করিয়া মীরজাকামরালের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কাবা পাঠাইলেন, মীরজা আস্করিও কাবা প্রস্থান করিয়া ছিলেন, পথে তাঁহার মৃত্যু হইল ও মীরজা হেন্দাল বিষ খাইয়া মরিলেন, ইহাতেই মহমুদ হুমায়ুর এবং তাঁহার ব্রাদারির যেখানে যত প্রাচীন ও নব্য সৈন্য ছিল সকলে আসিয়া ইহার কাছে উপস্থিত হইল।

ইহাতে বাদসাহ কাবোল হইতে প্রস্থান করিয়া সেকন্দরসুরকে পরাজয় করিয়া লাহোর ও সিন্ধু অধিকার করিলেন, সেখানে অনেক ধন পাইয়া দিল্লীতে আসিয়া তক্তে বসিলেন। তাহার পর হিন্দুস্থানের অনেক কিল্লা ফতেকরিলেন। তাহার পর তিনি এক দিবস সিঁড়ি হইতে নামিতেছেন, এই সময়ে আঁজার শব্দ শুনিয়া তথাতেই তটস্থ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন, পশ্চাৎ নামিবার উপক্রম করিতেই তথা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার বাদসাহি এবারে ১০ মাস। ইহাঁর এইবারের বাদসাহি কেহ কেহ ১০ বৎসর লিখে, কেহবা ১০ মাস লিখে, কিন্তু অঙ্কের মিলনের কারণ আমি দশমাস গ্রহণ করিলাম। তাহার পর তাহার পুত্র সোলতান জেলালুদ্দিন মহমূদ অকবর বাদসাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকটে কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ হিজরিসনে জলুস করিলেন ও সকলদিগে আজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন, খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারি করি-

লেন, হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাট প্রভৃতি অনেক দেশও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক ইহাঁর অনুগত হইল। অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে, ইহার নামেতেইজয় হইতে লাগিল, কখন কোনস্থানে ইহাঁর পরাজয় হয় নাই। পরে খান্‌খানা বয়রমখাঁ কোন বিষয়ে বাদসাহের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব বাদসাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন যে, আপনি অতিবৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন, আপনকার পুত্র মুনয়মখাঁ উজীরী করুন। বাদসাহ তাহাকে এইরূপ কহিয়া অতি বড় মর্য্যাদাপূর্ব্বক তাঁহাকে কাবা পাঠাইয়া দিয়া তাহার পুত্র মুনিয়মখাঁকে খানখানা খেতাব দিয়া উজীরী কর্ম্মে রাখিলেন। পরে প্রয়াগে ইলাহাবাদ নামে এক কিল্লা করিয়া প্রায় সেইখানেই থাকিতেন ও প্রয়াগের জল বিনা অন্য জল পান করিতেন না এবং অকবরাবাদ নামে এক সহর আবাদ করিয়া এক কিল্লা সেখানেও করিলেন এবং সলতনৎ সকল প্রায় সেখানেই থাকিত, মর্ম্মঠভট্ট প্রভৃতি অনেক দেশীয় নানাশাস্ত্রজ্ঞ অনেক পণ্ডিতদের সহিত ও ফয়জি ও অবুলফজ্জল ও হকীম অবুল ফতেহ প্রভৃতি অনেক মওলানেদের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় কথার আমোদে থাকিতেন ও অনেক সংস্কৃত শাস্ত্রের ফারসিতে তর্জমা সেইকালে হয়। এইরূপে নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞানজন্য পরমার্থিক বুদ্ধি প্রতিভাতে মহম্মদের মতে অনাস্থা করিয়া মনে মনে হিন্দুদের মতেই আস্থা করিতেন, অতএব ইরান ও তুরানের রাজারা ইহাঁকে অনুযোগ করিয়া লিখিতেন। সেই সময়ে আর আরং দেশেও এমত

পণ্ডিত ও মহাপুরুষ সকল ছিলেন যে, তাঁহাদের কৃত শাস্ত্র ও মত সকল এখন ও লোকে প্রচরদ্রূপ আছে ও ইহার কৃত আইনের মতে এখনো অনেক রাজকীয় ব্যাপার হইতেছে। পরে স্বজাতীয় অনেক বেগম থাকিতেও এক হিন্দুরাজাকে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার এক কন্যা আপনি বিবাহ করিলেন, সে রাণী অন্তঃপুরে হিন্দুদের মতানুসারে সূর্য্যার্ঘ্যদানাদি দেবপূজা নিত্য করিতেন, আর যে মহাপুরুষের বার্ত্তা শুনিতেন সে মহাপুরুষের নিকট গিয়া দুই ক্রোশ থাকিতে সকল লোক রাখিয়া পদব্রজে আপনি তাঁহার স্থানে গিয়া তাঁহাকে বিনয় প্রার্থানাদি করিতেন, ইহাতেই কোনহ মহাপুরুষের প্রসাদে ইহাঁর পুত্র হয়। পরে বাদসাহের সভাতে তানসেন নামে এক অতিবড় গায়ক ছিলেন, তাঁহার করাগান প্রকারেতে এখনও গায়কেরা গান করে ও পূর্ব্বে যে যে দেশে যে যে হাকিম থাকিতেন তাঁহারাই স্ব স্ব দেশে আপনাকে বাদসাহ করিয়া জানিতেন ও কেহ কখনও লালাবন্দী ও পেশকোষরূপে কিছু খাজনা দিতেন। এই বাদসাহ একৈক প্রদেশকে একৈক সুবা করিয়া তাঁহার হাকিম একৈক সুবেদার করিলেন, তদবধি তৎপ্রদেশীয় রাজারা জমীদারনামে কথিত হইল ও রাজা তোড়রমল্লনামে ক্ষত্রিয়জাতীয় এক প্রধান মন্ত্রী প্রায় হিন্দুস্থানীয় সকল দেশের জমী জব্দ করিয়া জমাবন্দি করিলেন, সেই অবধি প্রত্যেক সুবাতে কাননগোই সিরস্তা ও বাদসাহী একৈক অশ্বশালা ও একৈক হস্তিশালা মোকরর হইল। আর ইনিই মুনসব নিয়মিত করিলেন। বীরবরনামে এক মাথুরব্রাহ্মণ ইহার সভাসদ ছিলেন, তিনি অতিবড় উপস্থিত বক্তা ও

বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার সহিত অকবর বাদসাহ প্রায় সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও অন্যোপদেশ প্রভৃতি নানাবিধ সালঙ্কার বাক্যেতে আমোদ করিতেন। তাঁহাদের সেই সকল খোসগল্প এখনও অনেক লোক করিয়া থাকে। ইনি ফয়জিকে কাশী পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা অনেক সংস্কৃত বিদ্যার আহরণ করিয়া ছিলেন, আর ইহার সভাতে কবিগঙ্গ প্রভৃতি অনেক দ্রুতকবি ভাট ছিল, তাহার মধ্যে কবিগঙ্গ বড় কবি ছিল। তাঁহার করা অনেক দোঁহা ও কবিতা এখনও লোকতঃ প্রচার আছে। আর সাহ অকবর উদ্দাম দাতা ছিলেন, এক এক দিনে কোটি টাকা দান করিতেন, এরূপ দান প্রায়ই মধ্যে মধ্যে করিতেন, আর ইনি গোমাংসভক্ষণ করিতেন না এবং কিল্লার মধ্যেতে ও গোবধ বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎ-প্রযুক্ত তদবধি এখনও তাঁহার কিল্লাতে গোবধ হয় না, আর তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, গুণজ্ঞতা, গুণগ্রাহকতা, দোষত্যাগিতা, শিষ্টসমাদরকারিতা, দুষ্টবিনাশ-কারিতা, বিদ্যামোদিতা, দীনদয়ালুতা, দুঃখিজনবন্ধুতা, সদোৎসাহিতা, ধনিজনরক্ষকতা, বক্তৃতা, রসিকতা, দাতৃতা, ধার্ম্মিকতা, প্রজামনোরঞ্জকতা, সাহসিকতা, নিত্যোদ্যমকারিতা, মাতৃপিতৃভক্ততা, পরমেশ্বরানুরাগিতা, প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আর কত লিখিব, ইহাঁর অনেক তওয়ারিখ আছে, তাহাতে সে সকল কথার বিস্তার আছে, ইহার বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব, শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে অকবরশাহের সমান সম্রাট্ আর কেহ হন নাই। পরে ইহাঁর বিষয়ে অতি প্রামাণিক লোকদের প্রমু-

খাৎ আর আর অনেক কথা শ্রুত আছে, তাহার এক কথা লিখি।

প্রয়াগতীর্থে শ্রীমুকুন্দনামে এক ব্রহ্মচারী থাকিতেন, তাঁহার নিত্য সেবাকারী বড় ভক্ত এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে থাকিতেন, ঐ ব্রহ্মচারী নিত্য যোগ করিতেন কিন্তু যোগ সিদ্ধ হয় নাই, এমনকালে একদিবস দুগ্ধপান করিয়া ছিলেন, তাহাতে গোলোম ছিল, তিনি সেই গোলোম সহিত দুগ্ধপান করিয়া বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে তাহার অন্তঃকরণের বিকার হইয়া সাংসারিক ভোগাভিলাষ মুহুর্মুহু হইতে লাগিল, ইহাতে তিনি ভাবিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিয়া জানিলেন যে, আমি গোলোম খাইয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমার মনের বিকার হইয়া ভোগাভিলাষ হইল, অতএব আমার এ শরীর রাখা কর্ত্তব্য নহে। এই বিচার করিয়া বাঞ্ছাবটকে আলিঙ্গন দিয়া সম্রাট ভবনেচ্ছাতে প্রয়াগতীর্থে দেহত্যাগ করিলেন। তদনন্তর তাহার ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণও প্রাণত্যাগ করিল, সেই মুকুন্দনামে ব্রহ্মচারী অকবরনামে বাদসাহ হইলেন, ঐ ভক্ত ব্রাহ্মণ বীরবরনামে তাঁহার সভাসদ হইল, একথা ঐ অকবর আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি জাতিস্মরও ছিলেন, এইহেতু পাছে অন্য কেহ এই প্রকার করিয়া বাদসাহ হয়, এই শঙ্কাতে ঐ বাঞ্ছাবটে শিষা ঢালাইয়া পাথরে গাঁথাইয়া দিয়াছেন।

আর ইহার অধিকারের শেষে কালাপাহাড়নামে এক যবন হইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ঘোড়াসিদ্ধিতে সিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, বাঙ্গালার এক বাদসাহ তাহার সহিত

আপন কন্যার বিবাহ দিয়া যবন করিয়া ছিলেন, তিনি ঐ সিদ্ধিবলে প্রধান দেবপ্রতিমা ব্যতিরেকে যে দেবপ্রতিমাকে প্রণাম করিতেন, সে প্রতিমা হতা হইত, এইরূপে তিনি যবন হওয়াতে দেবতাদের উপর আক্রোশ করিয়া অনেক দেবপ্রতিমা নষ্ট করিয়া জগন্নাথে আসিয়া তথাকার রাজা শ্রীমুকুন্দদেবের হাতে মারা গেলেন। শেষে ইহার নিকটে মন্ত্রী ও পণ্ডিত প্রভৃতি উত্তম লোক যে যে ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই মরিল, পশ্চাৎ বাদসাহ ও মূর্চ্ছা-রোগেতে মরিলেন। ইহার বাদসাহী সর্ব্বশুদ্ধ ৫১।২।৯ দিন। আর কোনহ তওয়ারিখে ৫৬ বৎসর লিখে, ইহার কারণ এই যে, ইহার প্রথমাবস্থাতে বয়রমখাঁ খান্‌খানা ওজীর ছিলেন, তিনিই রাজ্যব্যাপার করিতে লাগিলেন ইহাতেই কেহ ঐ সময় হইতে ইহার বাদসাহী ৫১।২।৯ দিন লিখে। কেহ বা পূর্ব্ব হইতে ৫৬ বৎসর লিখে।

তাহার পর তাঁহার পুত্র নুরূদ্দীন মহম্মদ জাঁহাগির বাদসাহ হইলেন, তিনি কিছু অনবস্থিত চিত্তের মত ছিলেন, ইনি যে মহাপুরুষের প্রসাদে জাত হইয়া ছিলেন সেই মহাপুরুষ অকবরকে আজ্ঞা করিয়া ছিলেন যে, তোমার হিন্দুরাণীর গর্ভে যে পুত্র হইবে তিনি কিছু অনবস্থিত চিত্তের মত হইলে ইহাতে তুমি তাঁহার প্রতি কখনও বিরক্ত হইবে না, সেই বাদসাহ হবে ইনি ১০১৪ হিজরীসনে অকবরাবাদের কিল্লাতে তক্তে বসিয়া পিতৃশাসিত সকল দেশের প্রজাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, হিন্দু-রাজার এক কন্যা আনাইয়া পিতার জীবদ্দশাতে বিবাহ

করিয়া ছিলেন। ঐ রাণীর গর্ভে শাহজাঁহা নামে ইহার পুত্র অকবরের বর্ত্তমানে জন্মিয়া ছিল, ইনি প্রায় হিন্দুদের মত বেশভূষা ধারণ করিতেন। ইহার মাতা স্নেহ প্রযুক্ত ইহার কর্ণবেধ করাইয়া কুণ্ডল পরাইয়া ছিলেন, তাহাতেই ইনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া তক্তে প্রায় বসিতেন। কিছু দিনের পর বাঙ্গালাতে শেরফগণর্খা নামে এক ওমরা ছিল, সে ইহার বাদসাহীর সময়ে মারা গেল, তাহার স্ত্রী অতিবড় সুন্দরী ও অতিবড় গুণবতী, পণ্ডিতা, কবি, বুদ্ধিমতী, ও বিবেচিকা ছিলেন, অতএব ঐ স্ত্রীকে আনাইয়া জাঁহাঙ্গির নিকা করিলেন। ঐ স্ত্রীতে জাঁহাঙ্গির বাদসাহ দিনে২ অতিশয় আশক্ত হইলেন, পুর্ব্বে ঐ স্ত্রীর নাম নূরমহল দিয়া ছিলেন, তার পরে নূরজাঁহা নাম দিলেন, খোতবা ও সিক্কাতে ঐ নাম আপন নামের সহিত জাবি করিলেন। নুরজাঁহা বেগমকে একদিন আজ্ঞা করিলেন যে, ন্যায় ব্যক্তিরেকে বাদসাহীর যে কিছু বিষয় সে সকলি তোমার, কেবল আদসের মাংস ও একসের মদিরা তুমি আমাকে নিত্য দিবা। নূরজাঁহা দরিদ্র, কাঙ্গালি ও ফকির দিগকে অনেক ধন দিতেন ও অবিবাহিতা অনেক কন্যাদের বিবাহ বড় ঘটাতে দিতেন, শাহাজাহাও এমন পিতৃভক্ত ছিলেন যে, এ ব্যাপারেতেও পিতার প্রতি কোনমতে বিরক্ত না হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পিতাতে বড়ই অনুরক্ত থাকিতেন ও পিতৃ আজ্ঞাতে আর যার অনেক দেশ আয়ত্ত করিলেন, যখন রাণার দেশ জয় করিয়া শাহজাঁহা আসিলেন তখন জাঁহাঙ্গির বাদিসাহ অনুবর্জ্জিয়া পুত্রকে আনিয়া পুত্র স্নেহ

ও পুত্রের জয়েতে স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া পুত্রকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া অনেক ধন বিতরণ করিলেন ও অনেক বহুমূল্য রত্ন পুত্রের নিছোনি করিয়া দিলেন এবং অনেক বহুমূল্য রত্নেতে পুত্রের সম্মান করিলেন ও পুত্রের সঙ্গে যে যে ওমরারা গিয়াছিল তাহাদেরও প্রত্যেকে উপযুক্তমত খিলাত ও নানা প্রকার রত্নাদি দিয়া পুরস্কার করিলেন। এবং আপন নিকটস্থ প্রধান প্রধান ওমরা দিগকে আজ্ঞাদিয়া আপন নিকটেই পুত্রকে নজর দেওয়াইলেন এবং নূরজাঁহা ও অনেক ধন বিতরণ করিয়া নানা প্রকার রত্নাদি সামগ্রী সাহজাঁহার নিকটে নজর পাঠাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গির বাদসাহ যথার্থ ন্যায় করিতেন, তাহাতে কাহারও উপরোধ করিতেন না। একদিবস সাহজাঁহা বাদসাজাদা ঘোড়ার উপর চড়িয়া মৃগয়াকরিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার আসিবার কালে একপুত্রা বৃদ্ধা এক স্ত্রীর পুত্র অশ্বের পদাঘাতে নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বাদসাহের নিকটে আসিয়া পুত্রকে বাদসাহের সাক্ষাৎ ফেলিয়া দিয়া নিবেদন করিল যে, আমার পুত্রকে কে মারিল, ইহা বিবেচনা করিয়া যথার্থ দণ্ড করুন, ইহাতে বাদসাহ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন যে, সাহজাঁহা বাদসাহজাদার ঘোড়ার পদাঘাতে মরিয়াছে, অতএব ঐ বাদসাহজাদাকে আনাইয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দিলেন ও আজ্ঞা করিলেন তোমার পুত্র ইহা হইতে নষ্ট হইয়াছে, অতএব ইহাকে আমি তোমাকে দিলাম, যাহা মনে লয় তাহাই কর। ইহাতে ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী রূপার ও আর

আর বেগমদের নানাপ্রকার লোভ প্রদর্শন না মানিয়া আপন কুটিরের নিকটে সরেরাস্তার উপরে বাদসাহ জাদাকে আনিয়া বসাইল। শাহজাঁহাও এমত পিতৃভক্ত ছিলেন যে, পিতৃআজ্ঞারাক্ষার্থ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী যেমন যেমন করিল তাহাই স্বীকার করিলেন। তদনন্তর ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী আপন মৃত পুত্রের চারিদিকে শাহজাঁহার হাত ধরিয়া সাতবার ফিরাইয়া কহিল যে, যা, আমার এই মৃত পুত্রের নিছোনি করিয়া তোকে তোর প্রাণ দিলাম। পরে আর এক দিবস যে নূরজাঁহা বেগমেতে বাদসাহ এত আশক্ত ছিলেন, ঐ নূর জাঁহা বেগমের সহোদর ভ্রাতা কোনহ এক স্ত্রীকে বলাৎ-কার করিয়া ছিল। বাদসাহ বিচারাসনে বসিয়া ঐ বিষয়ের ন্যায় করিয়া নূরজাঁহা বেগমের ভ্রাতার পেট চাক করিয়া পেশ কবজ হাতে লইয়া নূরজাঁহা বেগমের নিকটে গিয়া পৌহুছিলেন। নূরজাঁহা বেগম নজর হাতে লইয়া বাদ-সাহের সাক্ষাৎ আসিয়া দাড়াইলেন। বাদসাহ আজ্ঞা করিলেন যে, এ কিসের নজর ? নূরজাঁহা বেগম নিবেদন করিলেন, আপনি যে যথার্থ ন্যায় করিয়াছেন, তাহাতে আমার যে আনন্দ হইয়াছে তাহারি নজর। বাদসাহ আজ্ঞা করিলেন ভাল, আজি যদি তোমার এই আনন্দ না হইত তবে আজি তোমাকেও তোমার ভ্রাতার সঙ্গী করিতাম। পরে পুরাণা দিল্লীতে ব্রাহ্মণাদি হিন্দুলোকেরা অনেক বাস করিতেন। তাহারা বাদসাহের চাকরি করিতেন না, আর কখনও কোন বিবাদ করিয়া বাদসাহের নিকটে ফরিয়াদ করিতে আসিতেন না, আপনারাই সমঞ্জস করিতেন।

দৈবাৎ তাহাদের মধ্যে কোনহ এক স্ত্রী পুরুষের ব্যভিচার প্রকাশ হইল, ইহাতে ঐ স্ত্রীর কর্ত্তা ঐ স্ত্রীকে মারিয়া ফেলিল ও ঐ পুরুষের কর্ত্তা ঐ পুরুষকে মারিয়া ফেলিলে তথাকার ফৌজদার ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটে লোক পাঠাইল। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট লোকেরা বাদসাহের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে, আমাদের পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে, "আমাদের মধ্যে কাহারও ঘরে যদ্যপি কোন বিরোধ কিম্বা মন্দক্রিয়া দৈবাৎ হয় তবে তাহার প্রতিকার আমরা বিবেচনা পূর্ব্বক আপনারাই করি, সে কথা রাজদ্বারে প্রকাশ করাতে আমাদিগের মর্য্যাদার হানি হয়, একারণ এবিষয় আমরা রাজদ্বারে প্রকাশ করি- নাই কিন্তু তথাকার ফৌজদার আপনা হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আমাদের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিয়া- ছেন। বাদসাহ তাহাদের কথার দ্বারা বিশিষ্ট জানিয়া তাহাদের সম্মান করিয়া সকল বিষয় তাহাদেরই অধীন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে রাজশাসনের বহির্ভূত করিয়া বিদায় করিলেন। ইনি যখন বিচার করিতেন, তখন অর্থী প্রত্যর্থীর কথা আপনি সাক্ষাৎ শুনিতেন, কখনও কাহারও দ্বারায় শুনিতেন না। ইহাদের এইরূপ বিচারেতে দেশে দেশে বড় প্রতাপ হইল, প্রায় দেশ বিবাদ, রহিত হইল, যদি কখনও দৈবাৎ কোথাও বিবাদ হইত তবে সে বিবাদ আপনাতেই সমঞ্জস হইত, বাদসাহের সাক্ষাৎ প্রায় আসিতনা আর ইনি বন্য ব্যাঘ্র দিগকে আনাইয়া আপন সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিতেন। তাহাতে যদি কেহ কহিত আপনি এ কি করেন,

এ ব্যাঘ্র জাতি হিংস্রস্বভাব, না জানি কখন কি করে। ইহাতে আজ্ঞা করিতেন যে, আমি কি কেবল মনুষ্যদের রাজা, ইহাদের কি রাজা নহি। বস্তুত সে বন্য ব্যাঘ্রেরাও বাদসাহের নিকটে নত মস্তক হইয়া থাকিত। আর ইহার তক্তের উভয় পার্শ্বে সোহনা ও মোহনানামে দুই শুকর থাকিত যদি কোনহ মুসলমান কহিত যে, এরূপ মহম্মদি দীনের ধর্ম্ম নহে, আপনি এ কি করেন, বাদসাহ আজ্ঞা করিতেন সে বস্তুত বটে, আমি তাহা জানি কিন্তু মাতৃ কুলের ধর্ম্ম প্রতি-পালনার্থে এই দুই শুকরকে কেবল আপনি নিকটে রাখি ও পিতৃকুলধর্ম্মরক্ষার্থে ভক্ষণ করি না। ইহার অধিকারের সময় অবধি বাদসাহী সিংহাসনের সম্মুখে ওমরাদের বসিবার বারণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রথা হইল। নূরুদ্দীন মহম্মদ জাঁহাঙ্গিরশাহ বাদসাহের এইরূপ অনেক প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। ইনি রোগগ্রস্থ হইয়া মরেন, ইহার বাদসাহী সর্ব্বশুদ্ধ ২২ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র শাহাবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাঁহা বাদসাহ হইলেন, ইহার বাল্যাবস্থাতে খোরম নাম ছিল, অকবরাবাদের কিল্লাতে ইনি জলুস করিলেন এবং ইনি পিতৃবর্ত্তমানে আপন বাহুবলে অনেক অনেক দেশও সুশাসিত করিয়া ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সে সময়েও প্রতাপান্বিত ছিলেন, বাদসাহ হইলে পর ততোধিক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী হইলেন, ইহার মহম্মদীমতে কিছু তাৎপর্য্য ছিল, ইনি বাদসাহ হইয়াই আপন সন্তান ব্যতিরেকে হিন্দুস্থানস্থ স্বকীয় বংশের সমূল বিনাশ করিলেন। এক প্রধান পণ্ডিতকে আনাইয়া মন্ত্রী করিলেন।

তাঁহার নাম সাদুল্লাখাঁ, সে কোনহ ওমরার সন্তান ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যেতে ও নানা গুণেতে মনুষ্যত্বাপন্ন হইতে যে যে উপযুক্ত হয় সে সকলেতে সম্পূর্ণ ছিল, আর আর সকল মন্ত্রিমধ্যে ও ওমরাদের মধ্যে ইনি প্রধান ছিলেন এবং রাজকীয় যাবৎ ব্যাপার সকলিই ইহার পরামর্শের অধীন ছিল। ইনি মন্ত্রী হইলে পর অতিজীর্ণ ও মলিন পূর্ব্বাবস্থার আপনার পরিধেয় বস্ত্র অতি যত্নপূর্ব্বক এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া ছিলেন, যখন বাদসাহের সম্মুখে যাইতেন তখন ঐ বস্ত্র অবলোকন করিয়া যাইতেন, ইহাতে আর২ ওমরারা ও মন্ত্রিরা বাদসাহের নিকটে নিবেদন করিল যে, সাদুল্লাখাঁ যখন সাক্ষাৎ আইসেন তখন এক সিন্দুকের মধ্যে কি আছে তাহাই দেখিয়া আইসেন, ইহাতে বুঝি সাক্ষাৎ হইতে তাহার প্রতি উত্তরোত্তর যে অধিক অনুগ্রহ হইতেছে তাহার কারণ এই হইবেক। ইহাতে বাদসাহ ঈষৎ সন্দিগ্ধ হইয়া লোকদ্বারা ঐ সিন্দুক সাক্ষাৎ আনাইয়া দেখিলেন যে, কয়েকখানি জীর্ণবস্ত্র মাত্র আছে। আজ্ঞা করিলেন সাদুল্লাখাঁ একি? সাদুল্লাখাঁ নিবেদন করিল, এ আমার পূর্ব্বাবস্থার স্মারক। বাদসাহ আজ্ঞা করিলেন ফল কি? সাদুল্লাখাঁ নিবেদন করিল, রাজপ্রসাদজন্য মত্ততার অঙ্কুশ স্বরূপ, কেননা পুরুষ বিষয়মদে মত্ত হইলে অপ্রকৃতিস্থ হয়, অপ্রকৃতিস্থ হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গ্রাহ্য থাকে না, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য গ্রাহ্য না থাকিলে সর্ব্বনাশ হয়, অতএব উত্তম পুরুষের এই কর্ত্তব্য, ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত ভালই হউক কিম্বা মন্দই হউক তাহাতে মত্ত ও বিষণ্ণ না হইয়া সর্ব্বদা আপনার

স্বরূপ স্মরণ ত্যাগ করিবে না। ইহাতে বাদসাহ সাহুল্লা-খাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার যে উত্তমত্ব জানিয়া আমি তোমাকে মন্ত্রি পদাভিশিক্ত করিয়াছি আজি সে উত্তমতা বরং ততোধিক উত্তমতার ইহা হইতে বিলক্ষণ মতে লোকতঃ প্রকাশ হইল। আর শাহজাঁহা দিল্লীর প্রান্তে কয়েক কোটি টাকা খরচ করিয়া অতিবড় এক সহর ও কিল্লা আবাদ করিয়া তাহার নাম শাহজাঁহানাবাদ রাখিলেন। পরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করিয়া এক রত্নময় সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম তক্তভাউসী রাখিয়া ঐ কিল্লাতে ঐ সিংহাসনে বসিলেন। পরে ঐ কিল্লাতে দেওয়ান খাসের দ্বারের জালী ও বহিঃপ্রকোষ্ঠের কাঠরা ও ছাত মড়াইতে কয়েক কোটি টাকার রূপা ও সোণা লাগাইয়া ছিলেন এবং আর আর প্রধান প্রধান প্রাসাদের নির্ম্মাণেতে সঙ্গমরমর ও সঙ্গমুসা ও সঙ্গবাদল ও সঙ্গএসম ও যকীক ফীরোজা প্রভৃতি নানাজাতীয় ও নানাবর্ণ প্রস্তর ও সোনা রূপা ও নানা প্রকার রত্ন যথোপযুক্ত স্থানে বিনিবেশিত করিয়া ছিলেন এবং আপন খুসির ছলেতে কেবল গরীব গোরবাদের প্রতিপালনার্থে প্রায় আপনার খুসির মজলিসে কোনহ খসতে ১০,০০০০০ লক্ষ কাহাতে ২০,০০০০০ লক্ষ ও কাহাতেও ২৫,০০০০০ লক্ষ টাকা খরচ করিতেন। এই বাদসাহ অতি বড় দাতা ছিলেন, শাহজাঁহানাবাদে আপনি আর প্রতি সুবাতে বাদসাহের প্রতিনিধিরূপে সুবেদারেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি তৈজসের ও ব্রীহি যবাদি সামগ্রীর মাসে মাসে দুই তুলা দান

করিতেন। ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠ বড় ছিলেন, পিতার সাক্ষ্যাৎ সুরাপান ত্যাগ করিয়া তিনলক্ষ টাকার রত্নাদিনির্ম্মিত পানপাত্র সকল দরিদ্রে দিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া ছিলেন, তদবধি আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত কখন ও সুরাপান করেন নাই, আর ইনি যথাকালে রাজকীয় ব্যাপার করিয়া ঈশ্বরপর হইয়া থাকিতেন, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত সকল সমাপন করিয়া তসবি জপিতে জপিতে কিরণনামে এক অলঙ্কার মুখের পার্শ্বে ধারণ করিয়া দর্শনি ঝরকা নামে এক গবাক্ষ দ্বারে আসিয়া নিত্য বসিতেন, সেখানে বাহিরে কানা, খোড়া, লূলা ও আতুরাদি দরিদ্রেরা একত্র হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে সেই সময় স্বর্ণ রৌপ্যাদি দানেতে পরিতোষ করিতেন, দুই প্রহরের পর শাহাজাঁহানাবাদে যেখানে যে বুভুক্ষিত লোক থাকিত তাহাদের নিকটে খাসখানা পাঠাইয়া পশ্চাৎ আপনি খানা খাইতেন, এইমত দুই প্রহর রাত্রিতেও করিতেন। ইহার অধিকারের সময়ে প্রজারা ও ওমরা সকলে বড় সুখি ছিল, আর ইহার তাজমহল বেগমের গর্ভজাত চারিপুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন, পরে ঐ তাজমহল বেগম কিছু দিনের পর মরিলেন, তাহাতে শাহজাঁহা বাদসাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রায় অনেক রাজভোগ ত্যাগ করিলেন, ও ঐ বেগমের যত ধন ছিল সে সকল ধন তাঁহার সন্তান দিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, ও ঐ বেগমের এক মকবরা কিছু অধিক কোটি টাকাতে তৈয়ার করিয়া দিলেন, ঐ মকবরার রৌজা তাজমলুক নাম রাখিলেন, তথাকার কোরানখানি ও খিচড়ি বাঁটা প্রভৃতি খরচের কারণ প্রত্যহ ২০০০ হাজার টাকা

নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিলেন। এই শাহাজাঁহা বাদসাহের অন্যান্য দেশে এমননাম হইল যে ইরান ও তুরানের বাদশাহেরা ইঁহা হইতে শশঙ্ক হইয়া প্রায় দূতদ্বারা প্রতিবৎসর উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইতেন এবং বল্ক প্রভৃতি কএক দেশের বাদসাহেরা ইহার নিকটে আসিয়া শরণাপন্ন হইয়া স্ব স্ব দেশ নিঃশঙ্ক হইয়া বাদসাহী করিতে লাগিলেন, পরে বাদসাহ আপন চারিপুত্রের মধ্যে আরঙ্গজেবকে দক্ষিণ দেশের অধিকার দিলেন, শাহাসুজাকে পূর্ব্বদেশের অধিকার দিলেন, মহম্মদমুরাদকে গুজরাট প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন, আর আপন জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসিকোকে অত্যন্ত স্নেহকরিতেন অতএব তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন, কিছু দিনের পরে বাদসাহ মুর্চ্ছারোগগ্রস্থ হইলেন, ইহাতে অন্য অন্য দেশে গিয়াছিলেন, যে পুত্রেরা তাহারা সকলে এবার্ত্তা শুনিয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া শাহাসুজা আসামদেশ পর্য্যন্ত পলায়ন করিলেন। মহম্মদ দারাসিকো ইরান পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া যাইতে ছিলেন পথিমধ্যে মরিলেন, মহম্মদমুরাদও মারা গেলেন, আরঙ্গজেব রাজধানীতে আসিয়া পিতাকে কয়েদ করিয়া আপনি তক্তে বসিলেন। শাহাবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাঁহা ঐ কয়েদে মরিলেন, ইহার বাদসাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৩১।৩।২০ দিন।

তাহার পর মৈহীযুদ্দিন মহম্মদ আরঙ্গজেব আলমগীর বাদসাহ হন, ইহার পিতৃ বর্ত্তমানে এক জলুস পিতার মৃত্যুর পর আর এক জলুস ১০৬৮ হিজরি সনে হয়, ইনি মহম্মদীমতে অতিবড় তৎপর হইলেন। আর প্রধান প্রধান অনেক

দেবস্থান নষ্ট করিলেন, হিন্দুদের মতে সূর্য্যার্ঘ্য ও গণেশ পূজাদি দেবকৃত সকল বাদসাহী কিল্লার মধ্যে অকবর অবধি নিয়মিত ছিল সে সকল ক্রীয়া বারণ করিলেন, ও অকবর অবধি যে যে আইন জারি ছিল সে সকল আইনের মধ্যে অনেক অন্যথা করিয়া স্বকপোলরচিত অনেক আইন জারি করিলেন, দক্ষিণদেশে যে যে দেশ শাসিত ছিলনা সে সকল দেশের শাসনের নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন ও আপন মধ্যম-পুত্র আজমশাহকে কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের অধিকার দিলেন। পরে ইরান ও তুরান ও বল্ক ও বোখারা ও মিসর ও কাসগর ও বসরা এই সকল দেশের বাদসাহদের উকিলেরা সে সকল দেশের উত্তম উত্তম সামগ্রী ও মঙ্গল সংবাদ পত্র সমেত বাদসাহের সাক্ষাৎ আসিল, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যুত্তর পত্র ও উত্তম উত্তম সামগ্রী দিয়া বিদায় করিলেন। ইরানের বাদসাহের কিছু উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত ঐ বাদসাহ সাহায্য চাহিয়া ছিলেন, অতএব তাঁহার সাহার্য্যার্থে অনেক সৈন্য পাঠাইয়া কিছু-দিনের পর আপনিও তাহার সাহার্য্যার্থে যাইতে ছিলেন পথিমধ্যে শুনিলেন যে ইরানের বাদসাহের সহিত যে উপ-দ্রব করিয়া ছিল সে রোগে মরিয়াছে ইহা শুনিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে দক্ষিণদেশের বিজানগরের হাকিম আদলশাহ কিছু কিছু পেষকোষ বরাবর ইহাঁদিগকে দিত, তিনি তাহা দিলেন না, অতএব অনেক সৈন্য সহিত রাজা জয়সিংহ রায়কে তাহার দমনার্থে পাঠাইলেন তিনি তথায় গিয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্থ করিয়া তাহার দেশ সকল আয়ত্ত

করিয়া গড় সেতার প্রভৃতি অনেক গড় অধিকার করিয়া আসিলেন। পরে গুলকণ্ডার হাকিম অবুল হোসেনখাঁ তানাসাহ বাদসাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ মাজ্জম বাহাদুরশাহের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া স্বদেশে উপযুক্তমত রাখিয়াছিলেন, পরে ঐ তানাসাহ আলমগির বাদসাহ হইতে কিছু বিমনা হইল তৎপরে আলমগির আপনপুত্র পুত্রবধূকে কোন ছলে আপন নিকটে আনাইয়া তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া আপনি সসৈন্য গুলকণ্ডাতে গিয়া তানাসাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুলকণ্ডা গড় সমেত তাহার দেশ সকল অধিকার করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই এইমতে দক্ষিণ দেশীয় বাদসাহদের দেশ ও গড় সকল অধিকার করিয়া ও যথেষ্ট নানা প্রকার রত্নাদি ধন পাইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ২২ সুবা ক্লৃপ্ত করিলেন, সেই ২২ সুবার বিবরণ এই। দক্ষিণে নয় সুবা, উত্তরে এক সুবা, পূর্ব্বে তিন সুবা, পশ্চিমে আট সুবা ও সাহজাঁহানাবাদ এক সুবা। ইহাতে আলমগির বাদসাহের অতিবড় প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য হইল, প্রায় রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এমন ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ কোনহ দিল্লীর রাজার হয় নাই, নিত্য জিলোখানাতে সসজ্জ হইয়া ৫০ হাজার সওয়ার প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত হাজির থাকিত, সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অন্য ৫০ হাজার সওয়ার এইরূপে নিত্য হাজির থাকিত। ইহার বালককালে মহিউদ্দীন মহম্মদ নাম ছিল। পরে এক দিবস শাহজাঁহা বাদসাহ সেমহল্লার উপরে বসিয়া হস্তিযুদ্ধ দেখিতে ছিলেন, ঐ দালানের দ্বিতীয় মহলে বসিয়া বাদসাহজাদারা কৌতুক দেখিতে ছিলেন, ঐইকালে

হস্তি সকল অতিমত্ত হইয়া বড় যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইহাতে শাহজাঁহা বাদসাহ আপন জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদদ্বারা সিকোকে নিকটে ডাকিয়া লইলেন। মহিউদ্দীন মহম্মদ বারাণ্ডাতে দাড়াইয়া কৌতুক দেখিতে ছিলেন ইত্যবসরে এক মত্ত-হস্তী হামলা করিয়া মহিউদ্দীন মহম্মদকে শুঁড়ে জড়া-ইয়া লইল তৎক্ষণে মহিউদ্দীন মহম্মদ কিছু উপায় না পাইয়া কমরে যে খঞ্জর ছিল তাহা লইয়া ঐ হাতির কণ্ঠদেশ বিদারণ করিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিলেন, তৎপ্রযুক্ত বাদসাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আরঙ্গজেব খেতাব দিলেন। পরে বাদসাহ হইলেন ও আলমগীর নাম হইল, আর যখন এই আরঙ্গজেব দক্ষিণদেশে গিয়া ছিলেন তখন সৈন্য খরচের কারণ এক গুজরাটী মহাজন হইতে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়া ছিলেন, সে কর্জ্জের তমস্মুক লেখা গেল, সেই তমস্মুকের খাতক বাদসাহ হইলেন, পূর্ব্বে মহাজনের নামের নিচে খাতকের নাম লেখা যাইত, এই রীতি ছিল, বাদসাহের নাম নিচেতে লেখা উপযুক্ত নহে, অতএব এই তমস্মুকের খাতকের নাম মহাজনের নামের উপরে লেখা গেল, তদবধি ফারসি তমস্মুক লেখার এই শৈলী হইল। আর তখন এমনি মহাজন সকল ছিল যে, এই মহাজন ঐ টাকার মধ্যে কেবল এই বাদশাহের জলুসি একরকম কোটী টাকা দেয়। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুরশাহের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া ১৪ বৎসরের পর তাহাকে কয়েদ হইতে খালাস করিয়া কাবুলদেশের অধিকার দিলেন ও মধ্যম পুত্র আজিমশাহকে দক্ষিণদেশের অধিকার দিলেন। পরে

জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র মহম্মদময়ীউদ্দীন ও আজিমুদ্দীননামে দুই পৌত্রকে পাটনা ও কোরা এই দুই দেশের অধিকার দিলেন, পরে কামবক্সনামে পুত্রকে বাঙ্গলার ও কিছু দক্ষিণ দেশ সহিত উড়িষ্যার অধিকার দিলেন। আজমশাহের পুত্র বেদারবক্তকে মালুয়া ও খান্দেসের অধিকার দিলেন, এই এইরূপে পুত্র ও পৌত্রেরা যে যে দেশের অধিকার পাইলেন, সে সে দেশের বিলক্ষণ শাসন করিয়া বাদশাহের আজ্ঞাবহমতে পরমসুখে থাকিলেন এবং আসদখাঁ উজির ও যাফরখাঁ ওমিরল ওমরা ও রাজা রঘুনাথনামে প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি হজুরি ওমরারা অন্যান্য দেশীয় বাদসাহেদের হইতে অধিক সুখে ছিলেন, এবং সুবেজাতে ও যে যে ওমরারা ছিল, তাহারাও বড় সুখে ছিল। আর বাদসাহ প্রায় যোগাভ্যাসে থাকিতেন ও তপস্বীর ন্যায় আচরণ করিতেন ও আপন পৈতৃক কয়েক বিঘা ভূমির করেতে যাহা পাইতেন, তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত, রাজভোগ কিছুই করিতেন না ও মদ্য মাংসাদি কিছুই খাইতেন না এবং সকল জিনিশের মাসুল বারণ করিয়া দিলেন ও কম্বলে শয়ন করিতেন ও সপেতে বসিতেন ও দেড় টাকার অধিক বস্ত্র পরিতেন না ও মহম্মদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু করিতেন না, ইনি ৪০ বৎসর বয়সে বাদসাহ হইয়া এই এই রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃবর্ত্তমানে অনেক রাজভোগ করিয়া ছিলেন। আর যখন তক্তে বসিতেন তখনি কেবল রাজোপযুক্ত বস্ত্র ভূষণ ধারণ করিতেন। পরে দক্ষিণ দেশে মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রব করিতে লাগিল, ইহাতে বাদসাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিওরা নদীর

তীরে ছাওনি করিলেন ও আওরঙ্গাবাদনামে এক সহর আবাদ করিলেন, বাদসাহ প্রায় তথাতে থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল যে, তাহাতে বাদসাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল, তাহাতে তোপখানার ইংরাজেরা ব্যূহ রচনা করিয়া বাদসাহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান ইংরাজদিগকে উত্তম উত্তম পদ দিতে চাহিলেন, তাহারা সে সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে কিছু ভূমি লইলেন, এই ইংরাজবাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমি সম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর হইল। তাহার পর বাদসাহ এক দিবস সৈন্যের মজুদাত লইলেন, তাহাতে অন্যান্য সৈন্যের কথা কি লিখিব কেবল হাতি ৫৬ হাজার হইল, ইহাতে বাদসাহের মনে বড় অহঙ্কার হইল, সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্ত ভিঁওরা নদীর এমন এক দহ পড়িল যে তাহাতে প্রায় সকল সৈন্য নষ্ট হইল। ইনি প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্বালামুখি ও লচমন বালাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাহাদিগকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ আওরঙ্গাবাদে ১২ বৎসর থাকিয়া এক ব্রাহ্মণের শাঁপে বিকৃত শব্দ করিতে করিতে মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৪৯ বৎসর। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাহাদুরশাহ দিল্লীতে বাদসাহ হইলেন, আজিমশাহ প্রভৃতি ভ্রাতারা বাহাদুরশাহের সঙ্গে পিতার মরণের পর যুদ্ধেতে মারা গেলেন। বাহাদুরশাহ বাদসাহ হইলেন, ইনি স্ববিদ্যাতে বড় পণ্ডিত ও দাতা ছিলেন এবং পণ্ডিত ও কবিলোকদের

সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন, লাহোরে কোন কার্য্য প্রযুক্ত গিয়াছিলেন, তথায় মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৫ বৎসর। তাহার পর তাঁহার পুত্র ময়ূদ্দীন জাঁহাদারশাহ বাদসাহ হইয়া লাহোরের কিল্লাতে জলুস করিলেন ও জুলফকারখাঁকে উজির করাতে আর আর ওমরা সকল বাদসাহ হইতে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। পরে পাটনার ও জৌনপুরের হাকিম হোসনআলিখাঁ ও হোসেনআলিখাঁ এই দুই ভ্রাতা বাদসাহের ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ ফররুখসিয়রকে আনাইয়া বাদসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শাহজাঁহানাবাদে যাইতে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ এ বার্ত্তা শুনিয়া লাহোর হইতে অতি ত্বরাতে জুলফকারখাঁ মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। এলাহাবাদে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে বাদসাহ ভগ্ন হইয়া দিল্লী গেলেন ও পাছে পাছে মহম্মদ ফররুখসিয়র সসৈন্য দিল্লী গিয়া বাদসাহকে উজির সহিত নষ্ট করিয়া আপনি বাদসাহ হইলেন। জাঁহাদারশাহের বাদসাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৯ মাস। তাহার পর ফররুখসিয়র বাদসাহ হইয়া এই হোসনআলিখাঁকে উজির করিলেন, আর ঐ হোসেনআলিখাঁকে ওমিরল ওমরা করিলেন, তাহারা দুই ভাই এক পরামর্শ হইয়া বাদসাহকে মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদসাহী ৭ বৎসর। তাহার পর ঐ দুই ভাই আপনাদের বাদসাহী হওয়াতে অন্য অন্য ওমরাদের হইতে সশঙ্ক হইয়া রফীয়দ্দরজাত নামে আলমগীরের প্রপৌত্রকে কএদ হইতে আনাইয়া বাদসাহ করিলেন। ইনি কিছুদিনের পর ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ প্রতাপ প্রকাশ করিতেই ঐ দুই ভ্রাতা ইহাঁকে কএদ

করিল, ইনি সেই কএদেই মরিলেন, ইহার বাদসাহী ৩ মাস। পরে ঐ দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিয়া রফিয়দ্দৌলানামে আলমগীরের আর এক প্রপৌত্রকে কএদ হইতে আনাইয়া তক্তে বসাইয়া আপনারাই বাদসাহী করিতে লাগিল। পরে রফিয়দ্দৌলা কিছু কিছু বাদসাহী জারীকরাতে তাঁহাকে ঐ দুই ভ্রাতা মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদসাহী ১ মাস। ঐ দুই ভ্রাতা এইরূপে রফীয়দ্দৌলাকে মারিলে পর তাহাদের অন্তরঙ্গ লোকেরা কহিল যে, এরূপে বাদসাহজাদা দিগকে বাদসাহ করিয়া মারা হইতে বরং আপনারা বাদসাহ হউন, সেই ভাল। এইমত অন্তরঙ্গ লোকদের কথাতে হোসেনআলি-খাঁর বাদসাহ হইতে ইচ্ছা হইল। পরে এক দিবস শুভ সময় নিরূপণ করিয়া বাদসাহী পোশাক পরিয়া সিংহাসনের নিকটে আসিবামাত্র ভয়েতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে তাহার অন্তরঙ্গ লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে মোশাহেব লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, আপনি মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? হোসেন আলিখাঁ কহিল, আমি যখন তক্তের নিকটে গেলাম তখন তীক্ষ্ণখড়্গ হস্ত শূকরমুখাকৃতি বানরমুখাকৃতি এতদ্রূপ নানাপ্রকার ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম তৎপ্রযুক্ত ভয়েতে মূর্চ্ছিত হইলাম। পরে কএকদিনের পর মহম্মদশাহকে কএদ হইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইল। তিনি কএক দিন তক্তে বসিয়াছেন, ইতিমধ্যে একদিবস হোসেনআলিখাঁকে কোন বিষয়ে কিছু আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে হোসেনআলিখাঁ মনে মনে বিরক্ত হইয়া মহম্মদশাহকে কোন ছলে একান্তে লইয়া গিয়া বড়

চড় মারিল ও কহিল যে, আমি তোকে সে দিন বাদসাহ করিলাম, ইহারি মধ্যে তুই আমারি উপর হুকুম করিস্, যা, আজি তোকে মাফ করিলাম, আর কথনও যদি এমত করিস্, তবে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তদনন্তর বাদসাহ কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মাতার নিকট গেলেন, তাঁহার মাতা তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া সেইদিন অবধি তাঁহাকে আর বাহির হইতে দিলেন না। আর হোসেনআলিখাঁ প্রভৃতিকে কহিলেন, আমার পুত্র বালক, ইনি কি জানেন, ইনি অন্তঃপুরেই থাকুন, তোমরাই বাদসাহী ব্যাপার সকলিই কর। ইহাতে হোসেনআলিখাঁ প্রভৃতিরা বড় ভাল হইল মনে মনে বুঝিয়া আপনারা বাদসাহী করিতে লাগিল। পরে হসনআলিখাঁ দক্ষিণে গেল, এই অবসরে মহম্মদশাহের মাতা মহম্মদআলিখাঁ ও চিকনিচখাঁনামে যে দুইজন পূর্ব্বে ওমরা ছিল, তাহাদের সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ হোসেনআলিখাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা হসনআলিখাঁকে মারিয়া ফেলিল। পরে হোসেনআলিখাঁ এই বার্ত্তা শুনিয়া ঐবাদসাহকে নষ্ট করিয়া আর এক বাদসাহ করিতে মনে করিয়া ১,০০০০০ লক্ষ সওয়ার ও আর আর অনেক প্রকার সৈন্য লইয়া দিল্লী আসিতে ছিল, পথে মহারাজ জয়সিংহ তাহাকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন। তাহার পর সলতনৎকাএম হইল, তখন মহম্মদশাহ নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্যব্যাপার করিতে লাগিলেন ও মহম্মদঅমীরখাঁকে উজীর করিলেন, আর চিকনিচখাঁকে নিজামুল্মুল্কআসফজা খেতাব দিয়া দক্ষিণে বিদায় করিলেন, ইহার সঙ্গে ৯,০০০০০ লক্ষ নেজা থাকিত। পরে মহম্মদশাহ বাদসাহ জকরিয়াখাঁকে

৬,০০০ হাজার মোগলসওয়ার সহিত সিন্ধুদেশের মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন ও মহারাজ জয়সিংহকে অকবরাবাদের সুবেদার করিলেন ও সাদৎখাঁ ভরভূনাকে অযোধ্যার সুবেদারী দিলেন। ঐ সময়ে শুজাওদ্দৌলা বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, তিনি অনেক খাজানা ও উপঢৌকন সামগ্রী বাদসাহের সাক্ষাৎ পাঠাইলেন, তাহাতে তাঁহার উপর বড় তুষ্ট হইয়া উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা ও আজীমাবাদ এই তিন সুবার মোক্তিয়ার করিলেন। পরে বঙ্গসপাঠানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা ও মনসব খেদমৎ দিলেন ও আমিরখাঁ প্রভৃতি নিকটস্থ ওমরাদিগকেও মনসব খেদমৎ দিলেন। এইরূপ রাজ্যের বন্দবস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সলতনৎ কাএম করিয়া রাজ্যব্যাপার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহম্মদঅমীরখাঁ উজীর রোগে মরিলেন। পরে মহম্মদশাহ বাদসাহ তাঁহার পুত্র কমরুদ্দীনখাঁকে পিতৃপদস্থ করিলেন, আর খাঁনদৌরাখাঁকে অমীরল ওমরা করিলেন। ইনি কিছু রেশবৎ লইতেন না, এই প্রযুক্ত ইহাকে এক কোটি টাকার জায়গীর দিলেন এবং বাদসাহের বড় প্রত্যয় পাত্র হইলেন, প্রায় ইহারি কথামতে বাদসাহ রাজ্যব্যাপার করিতেন, কিছুদিন এইরূপে গেলে পরে বাদসাহ ও মকরুদ্দীনখাঁ উজির দুইজনে বিহার, বিলাস, নৃত্য, গীত ও সুরাপান; এই সকলেতে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন ও রাজ্যব্যাপারে মনোযোগ থাকিল না ও সুবেজাতেতে সুবেদারেরাও অপদস্থ ও স্থানান্তর না হওয়াতে প্রায় স্ব স্ব প্রাধান্য ব্যবহার করিতে লাগিল। এবং খাঁনদৌরাখাঁ রাজকর্ম্মে

অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল, ইহাতে মকরুদ্দীনখাঁ মন্ত্রী যদ্যপি বাহ্যে সমতাব্যবহার করিতে ছিল, তথাপি মনে মনে কিঞ্চিৎ ভাবাপন্ন হইলেন। আর নিজামুল্মুল্ক পূর্ব্বে বাদসাহের অধীনতা ব্যবহার যাহা করিত তাহার কিছু অন্যথা আচরণ করিল, তাহার এইরূপ ব্যবহারে তাহার প্রতি বাদসাহের কিছু চিত্তের বৈলক্ষণ্য হওয়াতে বাদসাহের নিকটস্থ নিজামুল্মুল্কের বিপক্ষ লোকেরা পুষ্টি করিতে লাগিল, ইহাতে বাদসাহের নিকট হইতে নিজামুল্মুল্কের তলপ গেল, তাহাতে নিজামুল্মুল্ক আইল এবং বাদসাহীতে যেমন যেমন পূর্ব্বাপর রীতি আছে, সেইমতে বাদসাহের সাক্ষাৎ গেল। বাদসাহও তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে বাহ্য সন্তোষ ও আন্তরিক রোষ প্রকাশ হইল, ইহাতে নিজামুল্মুল্ক তদ্রূপ হইয়া বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া দক্ষিণদেশে স্বস্থানে গেলেন। কিছুদিনের পর নিজামুল্মুকের বাদসাহী সলতনতের প্রতি শৈথিল্য জানিয়া খোরাসান হইতে অনেক সৈন্যসমেত নাদরশাহ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁহুছিল। ইহাতে খাঁনদোরাখাঁ অমীরল ওমরা অনেক সৈন্য লইয়া নাদরশাহের সহিত ঘোরতর রণ করিয়া প্রায় তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ডেরাতে আসিয়া নমাজ করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক গুলি আসিয়া লাগিল তাহাতেই খাঁনদোরাখাঁর প্রাণবিয়োগ হইল। তাহার পর নাদরশাহ শাহজাহানাবাদের কিল্লাতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। ইহাতে কএক ওমরা তৎক্ষণে নিরুপায় বুঝিয়া বিষ খাইয়া মরিল। তাহার পর নাদরশাহ সহরের

স্থানে স্থানে আপন চৌকি বসাইলেন। পরে মহম্মদশাহ বাদসাহ আর কোন উপায় না পাইয়া মলকজমানিয়া নামে বাদসাহ বেগমের পরামর্শমতে কিল্লার বাহির হইয়া নাদরশাহের সঙ্গে শিষ্টাচার করিয়া কিল্লার মধ্যে তাহাকে আনিয়া একতক্তে দুইজনে বসিলেন এবং পরস্পর শিষ্ট-সম্ভাষাও অনেক হইল। এইরূপে কএকদিন গেলে পর এক দিবস জুমামসজিদে নমাজ পড়িয়া নাদরশাহ আসিতেছেন, ইত্যবসরে তাহার কর্ণমূলের নিকট হইয়া এক গুলি চলিয়া গেল, ইহাতে নাদরশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কতলামের আজ্ঞা দিলেন, এই আজ্ঞামতে নাদরশাহের যত সৈন্য ছিল, সকলেই কাটিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মনুষ্য জাতি ও হস্তী ঘোটকাদি কুক্কুর বিড়াল পর্য্যন্ত পশুজাতি কাটা যাওয়াতে খণ্ডপ্রলয়ের ন্যায় এক প্রলয় বিশেষ হইল। তাহার পর মহম্মদশাহ বাদসাহ নাদরশাহের নিকটে আসিয়া প্রাণরক্ষার্থে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে নাদরশাহ ক্ষান্ত হইয়া কতলাম বারণের আজ্ঞা দিলেন, এ কতলাম সওয়া ঘটী পর্য্যন্ত ছিল। তাহার পর মহম্মদশাহ বাদসাহের সহিত নাদরশাহের এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, সকল দেশ তোমার ও মাল সকল আমার, এইরূপ প্রতিজ্ঞামতে অকবর অবধি যে দৌলৎ বাদসাহীতে এ পর্য্যন্ত জমা হইয়া ছিল, সে সমস্ত দৌলৎ লইয়া ঈরানে প্রস্থান করিলেন। কিছুদিনের পর আবদালী উপদ্রব করিতে লাগিল; তাহার দমনার্থে আপন পুত্র অহম্মদশাহকে পাঠাইয়া আপনি রোগ-গ্রস্ত হইয়া মরিলেন। ইহারি বাদসাহীর সময়ে মহারাজ

জয়সিংহ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন, সেই অশ্বমেধ-যজ্ঞে সর্ব্বসুদ্ধ ৩৬,০৫০০,০০০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল, ইঁহার বাদসাহী ৩১ বৎসর। তাহার পর মহম্মদশাহের পুত্র অহম্মদশাহ বাদসাহ হইলেন। ইনি পিতৃবর্ত্তমানে সরহিন্দে আবদালির সহিত অতিবড় যুদ্ধ করিয়া সেই যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন, পথে লাহোরে বাদসাহের মৃত্যু বার্ত্তা পাইয়া অতি ত্বরাতে আসিয়া শাহজাহানাবাদের কিল্লাতে জলুস করিলেন ও শুজাওদ্দোলার পিতা সফদর-জঙ্গকে উজীর করিলেন। ইহাতে আর আর ওমরা সকল বাদ-সাহ হইতে বিরক্ত হইয়া সফদরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। ইহাতে বাদসাহ ঐ সফদরজঙ্গকে ওজারত হইতে তগীর করিয়া সুবে অযোধ্যার মোক্তিয়ার করিয়া বিদায় করিলেন, পরে ইন্তেজামদ্দোলাকে উজীর করিলেন। পরে গাজুদ্দিনখাঁনামে নিজামুল্মুল্কের পৌত্র ঐ অহমদ-শাহের সঙ্গে আবদালীর যুদ্ধকালে বড় যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইহার পূর্ব্ব পুরুষেরা উজীর ছিল ও আপনিও উজীর হওয়ার উপযুক্ত ছিল, কিন্তু বাদসাহ ইহাকে উজীর করিলেন না। অতএব ঐ গাজুদ্দীনখাঁ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহের চক্ষুতে শিলাই ফিরাইয়া তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কএদ করিল এবং ইন্তেজামদ্দৌলা উজীরকে নষ্ট করিয়া তাহার যথা-সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া তৎকালে ঐ গাজুদ্দিনখাঁ শাহ-জাহানাবাদ সহরে অতিব্যাপক হইল। অহমদশাহ বাদ-সাহ ঐ কএদে নষ্ট হইলেন, ইহার বাদসাহি ৭ বৎসর। তাহার পর ঐ গাজুদ্দীনখাঁ বাহাদুরশাহের পৌত্র আজী-

মুদ্দীনকে কএদ হইতে খালাস করিয়া তক্তে বসাইয়া আপনি উজীর হইল। ইহার জলুসীনাম আলমগীরসানী হইল, ঐ নাম সিক্কা ও খোতবাতে জারী হইল। এ বাদসাহ অত্যন্ত অযোগ্য ছিলেন এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও দিবা রাত্রি স্ত্রী লইয়া থাকিতেন, গাজুদ্দিনখাঁ বড় প্রদীপ্ত হইল, ইহাতে অন্য অন্য ওমরারা বড় বিমনা হইল, এই বাদসাহের দুই পুত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একজন পশ্চিমে গেলেন আর একজন পূর্ব্বদেশে আইলেন এবং ওমরারাও শাহজাহানাবাদ হইতে উঠিয়া গেল। ইহাতে ঐ গাজুদ্দিনখাঁ মনে মনে সভয় হইয়া উপযুক্ত আর এক বাদসাহজাদাকে বাদসাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া আলমগীরসানীকে মারিয়া ফেলিল, ইহার বাদসাহী ৭ বৎসর। এই আলমগীরসানী বাদসাহের বাদসাহীর সময়ে ১৮১৫ সম্বতে, ১১৬৪ বাঙ্গালা সনে হিন্দু ও মুসলমানের অতিবড় এক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ এই।

মথুরাতে আবদালী সসৈন্যে আসিয়া কতলাম করিল, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ নষ্ট হইলেন। ইহাতে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা একত্র হইয়া পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজের সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন, হে মহারাজ! আমরা মথুরাস্থ ব্রাহ্মণ, আমাদের অনেক জ্ঞাতি, বন্ধু ও পুত্র, পৌত্র প্রভৃতিকে আবদালী নিরপরাধে নষ্ট করিল, আপনি ব্রাহ্মণের প্রিয়পাত্র, অতএব আবদালীর বিহিত প্রতিকার করিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদের রক্ষা করুন, নতুবা আমরাও প্রাণত্যাগ করিব। ইহাতে পেশোয়া ও শাহুজী মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আপনারা উঠিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া নানাপ্রকার বাক্য

কৌশলে ব্রাহ্মণদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন সৈন্যদিগকে সসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন। সে সৈন্যেতে যে যে প্রধান সর্দারেরা ছিল তাহাদের নাম। চিম্নাজী, আপার, পুত্র, সদাশিবরাও ভাউসাহেব এই অষ্ট প্রধানের মধ্যে মুখ্য প্রধান ছিল, আর বালারা ও নানা সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও, ইহার এই যুদ্ধ সময়ে ২১ বৎসর বয়স ছিল এবং চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অতিবড় সুন্দর ও মহাবল পরাক্রম ছিল ও জনকোজি সিন্ধিয়া ও দত্তাজী সিন্ধিয়া ও এবরাহিমখাঁ গারদী ও হোলকর ও পট্টবদ্ধন ও হুজরাত ও রুখমাজী গায়কবাড় ইত্যাদি অনেক অনেক মহারাষ্ট্রীয় সরদারেরা আর আর অনেক হিন্দুরাজাও ছিল। যবনপক্ষে আবদালী ও বাদসাহী অনেক ওমরা ও সুজাওদ্দৌলা প্রভৃতি অনেক প্রধানেরা ছিল। এই উভয়পক্ষে অতিবড় যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধে ৩,০০০০০ লক্ষ লোক মরে। বিশ্বাসরাওর কপালে গুলি লাগিল তাহাতেই বিশ্বাসরাও মরিল, ইনি এমন সুন্দর পুরুষ ছিলেন যে, তাহার মরাতে বিপক্ষপক্ষীয় লোকেরাও শোকন্বিত হইল। সদাশিবরাও ভাউসাহেব বিশ্বাসরাওর মরণ নিমিত্ত শোক ও লজ্জাতে এমন অনুদ্দেশ হইল যে, তাহার অদ্যাবধি উদ্দেশ হয় নাই। এইরূপে বিশ্বাসরাওর মরাতে আর আর প্রধানেরা সকলেই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল, আবদালী তৈমুরশাহ নামে আপন পুত্রকে লাহোর প্রভৃতি দেশের অধিকারী করিয়া সেই দেশে রাখিয়া আপনি পেশোরদেশে গেলেন। পরে মহারাষ্ট্রেরা ও শিখেরা ও দিনাবেগখাঁ ইহারা সকলে একত্র হইয়া তৈমুরশাহের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়া

তাহাকে সে দেশ হইতে উদস্ত করিয়া দিল, তৈমুরশাহ স্বদেশে পলাইল। মহারাষ্ট্রেরা কিছুদিন লাহোর প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল। পরে শিখেরা মহারাষ্ট্রদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনারা লাহোর ও মূলতান প্রভৃতি দেশ অধিকার করিল, তদবধি লাহোর ও মূলতান প্রভৃতি দেশ শিখেদের অধিকার হইল। আর নাদরশাহী কতলামের পর দিল্লীর বাদসাহীর দিনে দিনে শৈথিল্য হওয়াতে মহারাষ্ট্রদের যে বৃদ্ধি হইয়া ছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। তাহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আলীগওহরশাহ বাদসাহ তাহার জলুসি নাম শাহআলম ইহার বিবরণ এই।

পূর্ব্বে ইনি পিতা হইতে বিমনা হইয়া পূর্ব্বদেশে আসিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন। তখন তথাকার নবাব সুজাওদ্দৌলা শাহাজাদার বাদসাহী রীতিমত ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা করিল। তাহার পর কাশীতে আসিয়া আলিগওহর পৌঁহুছিলেন, তখন কাশীর রাজা বলবন্ত-সিংহ, তিনিও বাদসাহজাদার যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া অনেক উপ-ঢৌকন দিলেন। তাহার পর পাটনাতে আসিয়া পৌঁহুছিলেন, তখন রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবা ছিলেন, ইনি পূর্ব্বে নবাব মহাবতজঙ্গের সুবেদারীর সময়ে মহারাজ জানকীরাম যখন পাটনার সুবেদার ছিলেন, তখন তাহার নাএব ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর ঐ রাজা রামনারায়ণ পাটনার সুবেদার হই-লেন, সেই রাজা রামনারায়ণ বাঙ্গলার সুবেদার জাফর আলিখাঁর অধীন ছিলেন, অতএব তাঁহাকে শাহজাদার পাটনাতে পৌঁহু-ছিবার সমাচার পত্রদ্বারা নিবেদন করিলেন। তাহাতে বাঙ্গ-

লোরা সুবেদারের আজ্ঞানুসারে ঐ রাজা রামনারায়ণ শাহ-জাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। পশ্চাৎ ঐজাফরআলিখাঁর পুত্র মিরণ অনেক সৈন্যের সহিত পাটনাতে পৌঁছছিয়া শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে ঐ শাহজাদা যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া প্যাটনা হইতে ঝাড়ীর পথ দিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছছিলেন। তখন বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্র ছিলেন, তিনিও অপ্রকাশরূপে বাদশাহজাদাকে অনেক টাকা দিলেন এবং ঐ মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্ল্লভরাম, তিনিও অপ্রকাশরূপে অনেক ধন ঐ বাদসাহজাদাকে দিলেন। তাহার পর বাদশাহজাদা কামদারখাঁময়ি নামে একজন ওমদা ঝাড়ী প্রদেশে ছিল, তাহার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া ঐ প্রদেশে থাকি-লেন। এই সময়ে কাশমলীখাঁ আপন শ্বশুর নবাব জাফ-রালীখাঁর তরফ হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন ও বড় সাহেব বিনসটর প্রভৃতি সাহেব লোকদের নিকটে জাফরালীখাঁর প্রাতিকূল্যাচরণ করিয়া ঐ সাহেবদের সঙ্গে সাহিত্য করিয়া আপনি নবাব হইলেন। পরে মুরসিদাবাদে গিয়া জাফরালী-খাঁকে কয়েদ করিয়া কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া আপনি তথায় নবাব হইয়া কিছুদিন থাকিলেন। পশ্চাৎ শাহজাদার সঙ্গে সাহিত্য করিয়া তাঁহা হইতে সুবেদারীর সনন্দ হাসিল করিলেন ও আলীজা খেতাব পাইলেন। পরে সাহেবান ইংরাজদের হইতে বিরক্ত হইয়া বড় উপদ্রব করিতে লাগি-লেন। তখন ঐ শাহজাদা এলাহাবাদে গিয়াছিলেন, এই সময়ে আলমগীরসানি বাদসাহ গাজুদ্দীনখাঁ হইতে মারা জান। অতএব তৎকালে দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল, শাহজাদা

গাজুদ্দীনখাঁ হইতে সশঙ্ক হইয়া সহসা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে না পারিয়া তটস্থ প্রায় হইয়া থাকিলেন, মারহাট্টারা ও সুজাওদ্দৌলা ইচ্ছা করিলেন যে, এই সময়ে এই শাহজাদাকে বাদসাহ করিয়া স্বদেশে রাখিয়া বাদসাহকে আয়ত্ত করিয়া আপনারা উজির হইয়া আর২ দেশ দখল করিব। ঐ সময়ে কাশমলীখাঁর দমনার্থে ঐ প্রদেশে গিয়াছিলেন যে সাহেবান ইংরেজবাহাদুরেরা তাঁহারা শাহাজাদার সঙ্গে মিলিলেন। ইহাতেই যাহার মনে যে ইচ্ছা ছিল সে কিছু হইতে পারিল না। তদনন্তর ঐ মহারাষ্ট্রেরা ও সুজাওদ্দৌলা ও সাহেবান ইংরেজবাহাদুর সকলে একত্র হইয়া ঐ শাহজাদার আনুকূল্য করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর তক্তে বসাইলেন। এইরূপে আলিগওহরশাহ বাদসাহ হইয়া আপনি শাহআলমনামে এই হিন্দুস্থানে খোতবা ও সিক্কা জারি করিলেন ও সুজাওদ্দৌলাকে উজির করিলেন। কিছুদিনের পর লর্ডক্লাইব নামে বড় সাহেব দিল্লী গিয়াছিলেন, তখন নবাব সয়ফদ্দৌলার খানেআজম খেতাব ও হপ্তহাজিরি মনসব ও বাঙ্গলার সুবেদারী এবং কোম্পানিবাহাদুরের বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও বেহার এই তিন সুবার বাদসাহী দেওয়ানি এবং বাদসাহের ইচ্ছামতে আপনার সাবজ্জঙ্গ খেতাব এবং নবাব মুজফরজঙ্গের খান্‌খানানি খেতাব ও জায়গীর ও হপ্তহাজারী মনসব, ২০,০০০ হাজার মোসহরা এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের মহীন্দ্র খেতাব ও জায়গীর স্ব স্ব হাজারি মনসব ও ১৬ হাজার মশাহরা এবং রাজা শেতাব রায়ের মহারাজ খেতাব ও পঞ্চহাজারী মনসব ও সুবেবেহারের নেয়াবত এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের পুত্র

রাজবল্লভের বায়রায়ানি কার্য্য ও জায়গীর ও চাহার হাজারী মনসব এবং জগৎ শেট মহাতার্ব রায়ের পুত্র খোসালচন্দ্রের জগৎ শেট খেতাব এবং মুন্সী নবকৃষ্ণের রাজগী খেতাব ও পাঁচসদ্দিমনসব। এই সকল বন্দবস্ত করিয়া বাঙ্গলাতে আসিয়া ঐ সকল ওমরা দিগকে লইয়া সাহেবান ইংরাজবাহাদুর ঐ তিন সুবার মুক্তিয়ার হইলেন, কিন্তু বাঙ্গলার চৌথে উড়িষ্যা বর্গিদের দখলে থাকিল। পরে ঐ শাহআলম বাদসাহ আলি-গওহর হিজরী ১২২১ সালের ৬রমজান। সম্বৎ ১৮৬৩ সালের কার্ত্তিক সুদি অষ্টমী। বাঙ্গালার ১২১৩ সালে ৪ টা অগ্র-হায়ণে। ইংরাজী ১৮০৬ সালের ১৮ নবেম্বর ও তাঁহার জলুসি সনের ৩৯ সনে পরলোক গত হইলেন। ইহার বাদসাহী সর্ব্বসুদ্ধ ৪৬ বৎসর কএকমাস। তদনন্তর তাঁহার পুত্র সানি-আকবর বাদসাহ হইলেন। এই পর্য্যন্ত সম্রাট রাজাদের ও বাদসাহদের সবিশেষ বিবরণ সমাপ্ত হইল।

সংপ্রতি কোম্পানিবাহাদুরের এই হিন্দুস্থানে প্রথম অধি-কার যে রূপে হয়, তাহার বিবরণ লিখার অনুরোধে এই বাঙ্গা-লাতে যে যে নবাব হইয়াছেন ও যে যত দিন নবাবী করিয়া-ছেন, সে সকল লিখিয়া কোম্পানিবাহাদুরের এই দেশ যেরূপে অধিকার হইল তাহার বিবরণ লিখি।

এই বাঙ্গলাতে পূর্ব্বে আদিশুর রাজারবংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। তাহার পর বল্লালসেনের বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। পরে হোসেন সাহেরবংশেরা এই বাঙ্গা-লার বাদসাহী করিয়াছেন, ইহারা কেহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। তাহার পর আকবরশাহ বাদসাহের আমল

অবধি এই বাঙ্গালার দিল্লীস্থ বাদসাহদের অধিকৃত হইল এবং তদবধি বাঙ্গালাদেশের জিন্নতুল বিলায়ত নাম হইল এবং অকবরশাহ বাদসাহ বাঙ্গালাকে এক সুবা করিয়া তাহার সুবেদার আপন সাক্ষাৎ হইতে মকরর করিলেন, ঐ অকবর-শাহ বাদসাহের আলমে সর্ব্বসুদ্ধ ৯ নবাব বাঙ্গলাতে আইসেন তাহার বিবরণ এই।

অকবরশাহ ৯৬৩ হিজরী সনে বাদসাহ হন। ঐ বাদসাহের ১৫ জলুসী সনে মুনইখাঁ খানখানা ওমিরল ওমরা বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া ঢাকাতে থাকিয়া বাঙ্গলার সুবেদারী করিলেন, তদবধি ঢাকাসহরের নাম জাঁহাঙ্গীরনগর হইল। তাহার পর জলুসী ২১ সনে হোসেনকুলিখাঁ ওমিরল ওমরা খানজাঁবাহাদুর। তাহার পর ২৫ জলুসী সনে মুজফরখাঁ ওমিরল ওমরা উম্‌দ-তুল্মুল্ক। তাহার পর ২৮ জলুসী সনে খানেআজম মীরজা কোকা। তাহার পর ২৯ জলুসী সনে শাহাবাজখাঁ বক্সী। তাহার পর ৩০ জলুসী সনে অহম্মদসাদকখাঁ। তাহার পর আরবার ঐ ৩০ জলুসী সনে ঐ শাহবাজখাঁ বক্সী। তাহার পর ৩৩ জলুসী সনে অহম্মদ সৈয়দখাঁ। তাহার পর ৩৯ জলুসী সনে রাজা মানসিংহ, এই সময়ে উম্‌দতুল্মুল্ক উকলস্সলতনৎ রাজা তোড়লমলশাহ বোসসয়ফ তুলকলম বার বার এই বাঙ্গালাদেশে আসিয়া এই বাঙ্গালাদেশের বন্দবস্ত স্থির করিয়া জান। তাহার পর ১০১৪ হিজরী সনে জাঁহাঙ্গিরশাহ বাদসাহের আমলে ৮ সুবেদার এই বাঙ্গলাতে অধিকার করেন তাহার বিবরণ এই।

ঐ জাঁহাঙ্গির সাহের জলুসীর প্রথম সনে রাজা মানসিংহ

কিছু দিন ছিলেন। তাহার পর তাঁহার জগীরিতে কোত-বুদ্দিনখাঁ কোকলতাস সুবেদার হইয়া ঐ জাঁহাঙ্গির নগরে থাকিয়া এই বাঙ্গালাদেশের সুবেদারী করিতে লাগিলেন। তাহার পর জলুসী দুইসনে লালাবেগ জাঁহাঙ্গির কুলিখাঁ। তাহার পর জলুসী ৩ সনে এসলামখাঁ। তাহার পর জলুসী ৮ সনে কাসমখাঁ। তাহার পর জলুসী ১৫ সনে এবরাহিমখাঁ ফতেহজঙ্গ। তাহার পর জলুসী ১৯ সনে মহাবতখাঁ। তাহার পর জলুসী ২১ সনে মুকরিমখাঁ। তাহার পর জলুসী ২২ সনে ফেদাইখাঁ। তাহার পর ১০৩৬ হিজরীসনে শাহজাঁহা বাদসাহ হন, ইহার আমলে সর্ব্বসুদ্ধ এই বাঙ্গালার চারি সুবেদার তাহার বিবরণ এই।

প্রথম এক জলুসী সনে কাসমখাঁ। তাহার পর জলুসী ৫ সনে আজমখাঁ। তাহার পর জলুসী ৬ সনে এসলামখাঁ। তাহার পর জলুসী ১০ সনে মহম্মদ সুজাশাহ বাদসাহ জাদা সুবেদার হইয়া শাহজাঁহা বাদসাহের আমলের শেষ পর্য্যন্ত থাকিলেন। তাহার পর ১০৬৮ হিজরীসনে আলমগির বাদসাহ হন, ইহার বাদসাহীর মধ্যে বাঙ্গালাতে ৬ সুবেদার আইসেন তাহার বিবরণ এই।

জলুসী ১ সনে মুনেয়মখাঁ খান্‌খানা সেপেহশালার। তাহার পর জলুসী ৬ সনে অমির ওমরা শায়স্তাখাঁ। তাহার পর জলুসী ২০ সনে আজমখাঁ কোকা। তাহার পর জলুসী ২২ সনে আলিজা মহম্মদ আজমশাহ বাদসাহজাদা। তাহার পর ঐ জলুসী ২২ সনে পুনরায় ঐ শায়স্তাখাঁ অমিরল ওমরা। তাহার পর জলুসী ৪১ সনে শাহজাদা আজীমুশান। তাহার

পর ১১১৭ হিজরীসনে বাহাদুর শাহ বাদসাহ হন। ইহার আমলে জাফরখাঁ নূসেরী এক সুবেদার হন, ইনি পূর্ব্বে বাঙ্গালার বাদসাহী দেওয়ান ছিলেন, তাহার পর সুবেদার হইলেন। তাহার পর ঐ জাফরখাঁ মৈজুদ্দীন জাঁহাদারশাহ বাদসাহ ও ফররুখসিয়র বাদসাহের ও রফীয়দ্দরজাত ও রফীয়দ্দৌলা এই দুই বাদসাহের আমলে বাঙ্গালার সুবেদারী করেন। তাহার পর ১১৩১ হিজরীসনে মহম্মদশাহ বাদসাহ হন, ইহার জলুসী ৭ সন পর্য্যন্ত ঐ জাফরখাঁ বাঙ্গালার সুবেদার থাকেন, ইহারি নামান্তর মুরষেদ কুলিখাঁ ইনি জাঁহাঙ্গির নগর হইতে আসিয়া এই মুরষিদাবাদ সহর আবাদ করিয়া তথায় থাকিলেন। এই মুরষেদকুলিখাঁ সহর বসাইয়া ঐ সহরের মুরষিদাবাদ নাম রাখিলেন। ঐ বাহাদুরশাহ বাদসাহ হইয়া এই জাফরখাঁর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে আপন সাক্ষাতে আনাইতে ছিলেন। কিন্তু জাফরখাঁ বাহাদুরশাহের শাহজাদগির সময়ে কএক লক্ষ টাকা দিয়া বাহাদুরশাহের সহিত প্রণয় করিয়া ছিলেন। পরে বাহাদুরশাহের ঐ পূর্ব্বকথা স্মরণ হওয়াতে তাহার প্রতি অতিবাদ সন্তুষ্ট হইয়া বাঙ্গালার সুবেদারী জাফরখাঁকে জীবদ্দশা পর্য্যন্ত দিলেন এবং উড়িষ্যার সুবেদারীও দিলেন, তদবধি উড়িষ্যাসুবে বাঙ্গালার সুবেদারের অধিকারে আইল, পূর্ব্বে দক্ষিণ সুবার সামিল ছিল। আর জাফরখাঁর প্রার্থনাতে ঐ দুইসুবার বাদসাহী দেওয়ানিও তাহার আয়ত্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে বাদসাহী দেওয়ান বাদসাহের হুজুর হইতে তজবিজ হইত। এইরূপে জাফরখাঁর বাদসাহ হইতে সম্মানিত হইয়া মুরষিদাবাদে আসিয়া আপন

দৌহিত্র আলাওদ্দৌলাকে বাদসাহী দেওয়ান করিয়া ও আপন জামাতা সুজাওদ্দৌলাকে উড়িষ্যার সুবেদার করিয়া এইরূপে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার সুবেদারী করিতে লাগিলেন এবং মুরষিদাবাদে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে যত দেবালয় ছিল, সে সকল ভাঙ্গিয়া কাটারা নামে একস্থান পত্তন করিয়া তথাতে মস্জিদ করিয়া দিলেন, আর ইনি অনেক হিন্দুদের জাতি ধ্বংস করিয়াছেন আর জমিদারদিগকে যখন কয়েদ করিতে আজ্ঞা দিতেন তখন কহিতেন যে, ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া রাখ ও কারাগারে জমিদারদিগকে মহিষের চর্ম্ম পরাইয়া মহিষের দুগ্ধ মাত্র আহার দিতে আজ্ঞা করিতেন। তাহারা শৌচ প্রস্রাবকালেও সে মহিষের চর্ম্ম খুলিতে পারিতেন না। তাহাতেই শৌচাদি করিত, জমিদারেরা কএদ হইতে খালাস হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ দুঃখ পাইত। এই এইরূপে জমিদার দিগকে বড় দুঃখ দিয়া ছিলেন, ইহারি কাটতলবখাঁ আর এক নাম ছিল, ইনি মুরষিদাবাদে রোগেতে মরিলেন। তাহার পর জাফরখাঁর ঐ জামাতা সুত্মিনল্মুল্ক, সুজাওদ্দৌলা, সুজাওদ্দীন, মহম্মদখাঁ, বাহাদুর মহম্মদশাহ বাদসাহের জলুসী ৭ সনে সুবেদার হইয়া কারাগারবদ্ধ জমিদারদিগকে মুক্ত করিয়া আর আর জমিদারদিগকে সম্মান ও অনেক প্রকার আশ্বাস করিলেন। ইহাতে জমিদারেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বে যে যাহা কর দিত সে তাহাহইতে অধিক দিতে লাগিল ও দেশ তাঁহার পালনেতে রামরাজ্যের ন্যায় সুস্থ হইল। পরে পূর্ব্ব হইতে অধিক বাদসাহী খাজনা ও এতদ্দেশীয় অনেক উত্তম সামগ্রী বাদসাহের হুজুরে পাঠা-

ইলেন। ইহাতে মহম্মদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া সুবেবেহার ও সুজাওদ্দৌলার অধিকার করিয়া দিলেন। আর ইনি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আপন পুত্র মহম্মদ তকিখাঁকে উড়িষ্যাতে সুবেদার করিলেন ও বেহারের সুবেদারী পাইয়া মহাবতজঙ্গকে তথাকার সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন। আর ইহার জামাতা মুরষিদকুলিখাঁ ঢাকার নায়েব সুবেদার ছিলেন। ইনি বড় পটুযুক্ত, পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, কিন্তু বাদসাহী দেওয়ান আলাওদ্দৌলার সহিত ইহার আন্তরিক প্রণয় ছিলনা, তৎপ্রযুক্ত ঐ আলাওদ্দৌলা আপন পিতা সুজাওদ্দৌলাকে কহিয়া মুরষিদকুলিখাঁকে নিরপরাধে ঈর্ষামাত্রে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া আনাইলেন ও ঢাকার নায়েবি নিজ করিয়া রাখিলেন, মুরষিদকুলিখাঁ তথা হইতে অপদস্থ হইয়া নবাবের সাক্ষ্যাতে নজর দিয়া সভাতে বসিলেন। নবাব কেবল পুত্রের অনুরোধে তাহাকে তগীর করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া থাকিলেন ও জামাতার সহিত কিছু সম্ভাষা করিলেন না। ইহাতে ঐ মুরষিদকুলিখাঁ স্বকৃত এক বয়েত নবাবের সাক্ষাতে দাড়াইয়া পড়িলেন, তাহার অর্থ এই। আমার মন ভাঙ্গাতে অনেক লোক আমোদিত হইলেন, যেমন গোলাবেতে পরিপূর্ণ সীসি ভাঙ্গিলে সভা আমোদিত হয়। এই কবিতা পড়নেতে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণে উড়িষ্যার সুবেদার আপন পুত্র মহম্মদতকীখাঁকে তগীর করিয়া তথাকার সুবেদারী ইহাকে দিলেন। এইরূপে মহম্মদতকীখাঁর পরে মুরষিদকুলিখাঁ উড়িষ্যার সুবেদার হইলেন। এইরূপে

নবাব শুজাওদ্দৌলা তিন সুবার সুবেদারী করিয়া মুরষিদাবাদে রোগেতে মরিলেন। তাঁহার পর মহম্মদশাহ বাদসাহের জলুসী ২১ সালে ঐ শুজাওদ্দৌলার পুত্র ও জাফরখাঁর দৌহিত্র আলাওদ্দৌলা সরফরাজখাঁ বাহাদুর হয়বৎজঙ্গ বাঙ্গালার সুবেদার হইলেন। বাদসাহের সাক্ষাতে নিবেদন পত্র পাঠাইয়া খিলত ও সনন্দেতে সম্মানিত হইয়া বাঙ্গালাদেশের সুবেদারীতে স্থির হইয়া স্ত্রীসম্ভোগাদি বিলাসে আসক্ত হইয়া থাকিলেন। ইহাতে সুবে বেহারের নাএব সুবেদার ঐ মহাবৎজঙ্গ নবাবী মুশাহেব জগৎশেট ও রায়রাঁয়া আমলচন্দ্র ও হাজী আহমদ ঐ মহাবৎজঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সকল লোকদের সহিত সাহিত্য করিয়া নবাবের সহিত মিলিবার ছলে সসৈন্যে আসিয়া ঐ সরফরাজখাঁ নবাবকে নষ্ট করিয়া আপনি মহম্মদশাহ বাদসাহের জলুসী ২২ সনে ঐ তিন সুবার সুবেদার হইলেন ও বাদসাহের নিকটে নিবেদন পত্র ও ভারি খাজনা পাঠাইয়া খিলত ও হপ্তহাজারী মনসব ও শুজাওলমুল্ক হিসামদ্দৌলা মহম্মদ আলীউদ্দীনখাঁ বাহাদুর মহাবৎজঙ্গ এই খেতাবে সম্মানিত হইয়া ঐ তিন সুবার সুবেদারী মহম্মদশাহের আমল অবধি অহম্মদশাহ বাদসাহের জলুসী ২ দুই সন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ বৎসর করিলেন। এই মহবৎজঙ্গের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্তের বিবরণ লিখি।

মহবৎজঙ্গের পূর্ব্বনাম আলীউদ্দীনখাঁ ঐ আলীউদ্দীনখাঁ দক্ষিণদেশ হইতে সপরিবারে প্রথমত উড়িষ্যাতে আসিয়া পহুছিলেন। তখন উড়িষ্যার সুবেদার শুজাওদ্দৌলা ছিলেন।

ঐ শুজাওদ্দৌলার কাছে ঐ আলীউদ্দীনখাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজীঅহম্মদ বড় প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা ঐ আলী- উদ্দীনখাঁ শুজাওদ্দৌলায় সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোনং মনোনীত কার্য্য করিয়া দিনে দিনে বড়ই প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে শুজাওদ্দৌলা অত্যন্ত সন্তুস্ট হইয়া ঐ আলীউদ্দীন- খাঁকে অম্বরেশ্বর নামে উড়িষ্যার এক পরগণার তহসীলদারী কার্য্য দিলেন। ঐ আলীউদ্দীনখাঁ রাজা রাজবল্লভের পিতা- মহ জানকীরামকে আপনার পেস্কার করিলেন। এইরূপে ঐ অম্বরেশ্বর পরগণার তহসীলদারী পাইয়া কার্য্যনৈপুণ্য দ্বারা ঐ আলীউদ্দীনখাঁ দিনে দিনে উড়িষ্যার নবাবের নিকটে বড় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে উড়িষ্যার আর আর মহালাতের ও মোক্তিয়ারী পাইলেন। এইরূপে কিছুদিন উড়িষ্যাতে থাকি- লেন। পরে বাঙ্গলার নবাব জাফরখাঁ মরিলে পর যখন ঐ শুজাওদ্দৌলা মুরষিদাবাদে আসিয়া সুবেদার হইলেন, তখন তাহার সঙ্গে ঐ আলীউদ্দীনখাঁ আসিয়া কাটো- য়ার ফৌজদারী কার্য্য ঐ শুজাদ্দৌলা সুবেদার হইতে পাই- লেন। তথাতেও কার্য্যদ্বারা শুজাওদ্দৌলার কাছে খোশনাম পাইয়া কিছুদিনের পর রাজমহলের ফৌজদারী পাইলেন। তাহার পর শুজাওদ্দৌলা মহম্মদশাহ বাদসাহের হুজুর হইতে সরফরাজির পরওয়ানা ও সুবে বেহারের সুবেদারী পাইয়া ঐ আলীউদ্দীনখাঁকে সুবে বেহারের নাএব সুবে- দারীতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে আলীউদ্দীনখাঁ পাটনার নাএব সুবেদারী পাইয়া সুবেদারী ব্যাপারের বিলক্ষণরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কিছু সৈন্য

সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার দেওয়ান ঐ জানকী-রাম ছিলেন। তাহারপর সুবে বাঙ্গালার ও উড়িষ্যার এবং বেহারের সুবেদার ঐ শুজাওদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাওদ্দৌলা সরফরাজখাঁ ঐ তিন সুবার সুবেদারী পাইয়া বিলাসাক্তচিত্ত হইয়া রাজ্যব্যাপারের তত্ত্বাবধারণ রহিত হইয়া থাকিলেন। আলীউদ্দীনখাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ হাজী-অহম্মদ সরফরাজখাঁর নিকটে বড়ই প্রস্তুত ছিলেন। ইহার পরামর্শমতে সরফরাজখাঁ প্রায় সকল কার্য্য যোগ করিতেন। ঐ আলীউদ্দীনখাঁ সরফরাজখাঁকে এইরূপে রাজকর্ম্মে অন-বহিত বুঝিয়া হাজীঅহম্মদ ও রায়রাঁয়া আলমচন্দ্র ও শেঠ মহাতাবরায় এবং মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকদের সহিত সাহিত্য করিয়া সরফরাজখাঁ নবাবের সহিত মিলিবার ছলে সসৈন্যে মুরশিদাবাদে আসিয়া ঐ সরফরাজখাঁকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া আপনি তিন সুবার সুবে-দার হইলেন। এইরূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ সুবেদার হইয়া আপন ভ্রাতৃপুত্র নবাব শহামৎজঙ্গকে বাদসাহী দেওয়ান করিলেন এবং ঢাকার অধিকার ও তাহাকে দিলেন ও রায়-রাঁয়া আলমচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রকে রায়রাঁয়া করিলেন। আর নিজামতের সকল কর্ম্মের মোক্তিয়ার মহারাজ জানকী-রামকে করিলেন ও আপন ভ্রাতৃপুত্র নবাব সৌলৎজঙ্গকে পূর্ণ্যা ও রঙ্গপুর ওগয়রহের নাএব সুবেদার করিলেন ও আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজীঅহম্মদের পুত্র হইবৎজঙ্গকে পাট-নার নাএব সুবেদার করিলেন ও সরফরাজখাঁর ভগিনীপতি মুরশিদকুলীখাঁ শুজাওদ্দৌলার আমল অবধি উড়িষ্যার সুবে-

দার ছিলেন। মহাবৎজঙ্গ হইতে সরফরাজখাঁ যুদ্ধে মারা গেলেন, এই প্রযুক্ত তিনি মহাবৎজঙ্গের বশীভূতভা স্বীকার না করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ জানকীরামকে সঙ্গে লইয়া ঐ মুরষিদকুলীখাঁর সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে মুরষিদকুলিখাঁ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া দক্ষিণদেশে পলাইলেন। এইরূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ মুরষিদকুলীখাঁকেপ রাজয় করিয়া আপন প্রধান সেনাপতি মুস্তোফাখাঁ বাবরজঙ্গের খুড়া আবদুস্মু বহানকে উড়িষ্যার স্থবেদার করিয়া মহারাজ জানকীরামের পুত্র মহারাজ দুর্ল্লভরামকে ঐ স্থবার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং উড়িষ্যার রাজা বীরকেশরীদেব মহারাজকে আনাইয়া আপন দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সহিত পাগড়ী বদল করাইয়া দুইজনার বন্ধুতা করিয়া দিলেন ও আর আর উড়িষ্যার জমীদার দিগকে উপযুক্তমত খিলৎ দিয়া আশ্বাস করিলেন এবং উড়িষ্যার বন্দোবস্ত ও করিলেন, এইরূপে উড়িষ্যার সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া মুরষিদাবাদে আইলেন। এইরূপে নবাব মহাবৎজঙ্গ কিছুদিন স্থবেদারী করিলে পর, এই বাঙ্গালাদেশে বরগীদের উপদ্রব হইতে লাগিল, তাহার বিবরাণ এই।

মুরষিদকুলিখাঁ ও শুজাওদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরহবীব এই দুইজনে দক্ষিণ দেশে গিয়া মহারাষ্ট্রদের সঙ্গে মিলিলেন। এই দুই জনের পরামর্শেতে মহারাষ্ট্রেরা এই বাঙ্গালাদেশে আসিয়া দেশ লুট ও দাহ করিয়া লোকদিগকে বড়ই দুঃখ দিতে লাগিল। ইহাতে নবাব মহাবৎ-

জঙ্গ মহারাষ্ট্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ভাগাইলেন। পরে মহারাষ্ট্রেরা কখনও উড়িষ্যাতে আসিয়া লুঠ করে এবং কখনও বাঙ্গালাতে আসিয়া কখনও বর্দ্ধমানে কখনও বীরভূমেতে দেখা দিয়া দেশ নষ্ট করে। পরে একবার মুরশিদাবাদে আসিয়া জগৎশেটের কুঠী লুঠ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রেরা যখন যখন এইরূপ করিত তখন নবাব মহাবৎজঙ্গ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতেন কখনও মহারাষ্ট্রেরা মহাবৎজঙ্গকে জয় করিতে পারে নাই। মধ্যে একবার নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোসলা অলীভাস্কর প্রভৃতি অনেক সরদারদিগকে সসৈন্যে এই বাঙ্গালা দেশে পাঠাইলেন, তখন নবাব মহাবৎজঙ্গ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া মেল করিতে মহারাজ জানকীরামকে তাহাদের নিকটে পাঠাইলেন। মহারাজ জানকীরাম তথা আসিয়া অলীভাস্কর প্রভৃতি সরদারদিগকে কহিলেন যে, নবাব আমাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন ও কহিয়াছেন যে, যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সন্ধি কর্ত্তব্য, অতএব তোমরা আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। ইহাতে মহারাষ্ট্রেরা কহিল, আমাদের নবাবের নিকটে যাওয়া পরামর্শ নয়, যদ্যপি আমাদের সহিত সন্ধি করা তাঁহার কর্ত্তব্য থাকে তবে এক স্থান নিরূপণ করুন যে, সেইখানে তিনি আইসেন এবং আমরাও যাই, যে কথপোকথন থাকে তাহা সেইখানেই করা যাবে কিন্তু আমাদের সৈন্য ও তাহার সৈন্য দুইদিগে খাড়া থাকিবে। মহারাজ জানকীরাম এইরূপ মহা-

রাষ্ট্রদের সহিত কথপোকথন করিয়া নবাবের সাক্ষাৎ সকল নিবেদন করিলেন। নবাব তাহা স্বীকার করিয়া সহরের বাহিরে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথাতে অতিবাদ বড় এক তাম্বূ খাড়া করাইয়া তাহার মধ্যে গুপ্তরূপে অনেক শস্ত্রধারি লোক রাখাইয়া মহারাষ্ট্রদিগকে সম্বাদ দিয়া আপনি তথাতে গেলেন এবং মহারাষ্ট্রেরাও তথাতে আইল। এইরূপে নবাব তথাতে আসিয়া মহারাষ্ট্রদের সহিত কিঞ্চিৎকাল মিথ্যা কথপোকথন করিয়া কোনহ উপলক্ষে তাম্বুর বাহির হইয়া আপন লোকদিগকে সঙ্কেত করিয়া ছোট এক হস্তিনীর উপরে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নবাবের লোকেরা তাম্বুর দড়ি কাটিয়া দিল তাহাতে সে তাম্বূ পড়িল ও মহারাষ্ট্রের সরদারেরা তাম্বুর মধ্যে পড়িয়া উঠিতে পারিল না। ইহাতে নবাবের ঐ গুপ্ত লোকেরা সকল মহারাষ্ট্রদিগকে কাটিয়া ফেলিল। এইরূপে কপটেতে সকল মহারাষ্ট্রের সরদারেদের মারা যাওয়াতে কিছু দিন পর্য্যন্ত বরগীরা অস্থির হইয়াছিল। তাহার পর উড়িষ্যার সুবেদার আবদস্সুবহান মরিলেন, তাহাতে নবাবসাহেব দুর্ল্লভরামকে উপযুক্ত জানিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যার সুবেদারী দিলেন। এইরূপে মহারাজ দুর্ল্লভরাম উড়িষ্যার সুবেদার হইয়া কয়েক মাস আছেন, ইতিমধ্যে নাগপুর হইতে মহারাষ্ট্রের কএক সরদার সসৈন্যে উড়িষ্যাতে আসিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামকে আয়ত্ত করিয়া নাগপুরে লইয়া গেল। তিনিও তথাতে বৎসর তিনেক কএদ থাকিলেন। তাহার পর নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ

দুর্ল্লভরামকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তৎপ্রযুক্ত ৩,০০০০০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালার চৌথে উড়িষ্যা দিবার স্বীকার করিয়া নাগপুর হইতে মহারাজ দুর্ল্লভরামকে খালাস করিয়া আনাইলেন। মহারাষ্ট্রদের চৌথ দিবার কারণ এই।

পূর্ব্বে দিল্লীস্থ হিন্দু সম্রাট রাজার সন্তান উদয়পুরের রাণা নামে রাজা, তাহার দাসীগর্ভজাত পুত্র শম্ভাজী, তাহার পুত্র শিবাজী, তাহার পুত্র শাহুজী মহারাজ, ইহার পিতা শিবাজী আলমগীর বাদসাহ হইতে দক্ষিণের সকল সুবার রাজকরের উপর শতকরা দুইটাকার সনন্দ লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। তাহার পর ঐ শাহুজী মহারাজ মহম্মদশাহ বাদসাহ হইতে আর আর সুবার চৌথের করার করাইয়া লইয়া ছিলেন। ইহাঁরা আপনাকে দাবীদার তাজতক্ত করিয়া জানেন ও কহেন এবং বাদসাহীর চৌথ ও লন, ইহাদের সবিশেষ বিবরণ লিখিতে এক কেতাব হয়, অতএব সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম।

পরে নবাব মহাবৎজঙ্গ মহারাজ দুর্ল্লভরামকে নাগপুর হইতে খালাস করিয়া আনাইয়া আপন দেওয়ানের নেয়াবতে মোকরর করিয়া নিকটে রাখিলেন, পরে মুস্তোফাখাঁ বাবরজঙ্গ ও শমশেরখাঁ এই দুই সরদার নবাব মহাবৎজঙ্গ হইতে বিগাড়িয়া মায়ে বিরানরী বেবাক দরমাহা লইয়া বাঙ্গালা হইতে গিয়া পাটনাতে পৌঁছিছিল। তখন মহাবৎজঙ্গের ভ্রাতৃপুত্র হৈবৎজঙ্গ পাটনার সুবেদার ছিলেন। ঐ দুই সরদার এক পরামর্শ হইয়া হৈবৎজঙ্গকে যুদ্ধেতে মারিয়া এবং তাহার পিতা হাজী অহম্মদকেও মারিয়া মুস্তোফাখাঁ আপনি পাটনার সুবেদার হইল। ইহাতে নবাব মহাবৎজঙ্গ সসৈন্যে মুরসিদাবাদ হইতে পাট-

নাতে গিয়া ঐ দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রেরা নবাবী ফৌজে প্রবিষ্ট হইয়া পিছাড়িতে লুঠ করিতে লাগিল কিন্তু নবাব সে দিগে মনোযোগ না করিয়া মুস্তোফাখাঁ ও শমশেরখাঁর সহিত ঘোরতর রণ করিয়া ঐ দুইজনকে নষ্ট করিয়া বরগীদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহারা যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া পলাইল। তদনন্তর ঐ মহারাজ জানকীরামকে সুবে বেহারের নায়েব সুবেদার করিয়া পাটনাতে রাখিয়া মুরশিদাবাদে আসিয়া বাঙ্গালার চৌথে সুবে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রদিগকে দিয়া তাহাদের সহিত মেল করিয়া সুস্থিররূপে সুবেদারী করিতে লাগিলেন, তদবধি উড়িষ্যা বরগীদের অধিকৃত হইয়াছে। মহারাজ জানকীরাম পাটনার সুবেদার হইয়া অনায়ত্ত জমীদারদিগকে ভয়েতে ও প্রীতিতে আয়ত্ত করিয়া সুবে বেহারের বিলক্ষণরূপে বন্দোবস্ত করিয়া বাদসাহী খাজনা তহশীল করিতে লাগিলেন এবং বাদসাহী ওমরাদের পাঠনাতে যে জায়গীর ছিল, তাহারা পূর্ব্বে তাহা সকল পাইত না, ইনি তাহাদের সে সকল দিল্লী পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়া বাদসাহের সাক্ষাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন ও বাদসাহী ওমরাদের সুপারিসে মহারাজ বাহাদুরী খেতাব ও ষষ হাজারী মনসব ও ঝালরদার, পালকী, নওবৎ, কলম, শমশের, ঢাল ও চামর ইত্যাদিতে সরফরাজ হইয়া সুবে বেহারের সুবেদারী করিতে লাগিলেন। নবাব মহাবৎজঙ্গ মুরষিদাবাদে আসিয়া মহারাজ জানকীরামের পুত্র দুর্ল্লভরামকে আপন নেয়াবতে মোকরর করিলেন, কিন্তু মহারাজ দুর্ল্লভরাম নবাব মহব্বৎজঙ্গের অনু-

রৌধে সিরাজদ্দৌলাকে যুবরাজ করিয়া তাঁহাকে লইয়া নাএব সুবেদারীর কার্য্যের নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার পর পাটনার সুবেদার মহারাজ জানকীরাম মরিলেন। তদনন্তর তাঁহার দেওয়ান রাজা রামনারায়ণকে মহারাজ দুর্ল্লভরামের আনুকুল্যেতে নবাব মহাবৎজঙ্গ সুবে বেহারের নাএব সুবেদার করিলেন। বাদসাহী দেওয়ান নবাব মহামৎজঙ্গ বড় দাতা ছিলেন, তাঁহার দেওয়ান বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ ছিলেন। তিনিও বড় দাতা ছিলেন, তিনি বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন, পূর্ব্বে বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ছিল না, ঐ নবাব মহামৎজঙ্গ প্রতিবৎসর গরীব দুঃখিদিগকে তিন লক্ষ টাকা দিতেন। ইনি কিছুদিন বাদসাহী দেওয়ানী করিয়া রোগে মরিলেন। নবাব মহাবৎজঙ্গ সর্ব্বসুদ্ধ ১৬ বৎসর তিন সুবার সুবেদারী করিয়া আলমগীরসানি বাদসাহের জলুসী ২ সনে রোগে মরিলেন। আলমগীরসানি ১১৬৭ হিজরি সনে বাদসাহ হন।

তাহার পর তাহার দৌহিত্র নবাব শিরাজদ্দৌলা ঐ সনে তিন সুবার সুবেদার হইলেন। ইনি বড় দুরন্ত ও অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইহার শাহজাদগীর সময়ে মোহনলাল নামে এক জন ক্ষুদ্র লোকের সন্তান মুহরির ছিল, কিছু দিন পরে ইহার দেওয়ানের নাএব হইয়াছিল, তৎপরে নবাব সিরাজদ্দৌলা আপনি সুবেদার হইয়া ঐ মোহনলালকে নাএব সুবেদার করিয়া মহারাজ বাহাদুরী খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব ও সাহেবে নওবৎ ও মাহীমরাতব ইত্যাদি মনসবেতে সরফরাজ করিলেন এবং বাদসাহ কুলিনামে আপন

ভ্রাতাকে বাদসাহী দেওয়ান করিলেন। পূর্ণা অঞ্চলেতে নবাব মহাবৎজঙ্গের পিতৃব্যপুত্র নবাব সওকৎজঙ্গ মোক্তিয়ার ছিলেন, তাঁহার সহিত নবাব সিরাজদ্দৌলার কোন কারণেতে অপ্রীতি হইল, তৎপ্রযুক্ত নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ঐ রাজা মোহনলালের পুত্রকে সেই অঞ্চলের মোক্তিয়ার করিলেন ও মীরমদনকে দ্বিতীয় বকসী করিলেন। এই এইরূপে নূতন লোকদিগকে মর্য্যাদাপন্ন করাতে মহাবৎজঙ্গের সময়ের প্রত্যয়িত মোক্তিয়ার মহারাজ দুর্লভরাম ও বকসী কুলজাফরালীখাঁ ও জগৎশেট মহতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতির সহিত দিনে দিনে আন্তরিক অপ্রীতি বাড়িতে লাগিল ও বিশিষ্ট লোকেদের ভার্য্যা ও বধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইবাতে ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে গর্ভিণী স্ত্রীদের উদর বিদারণ করাণেতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনে দিনে অধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে বাদসাহী দেওয়ান নবাব মহাবৎজঙ্গের সকল বিষয়ের মোক্তিয়ারকার বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের জাতিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন, ইহাতে ঐ রাজা রাজবল্লভ স্বজাতি রক্ষার্থে কলিকাতাতে আসিয়া কোম্পানি বাহাদুরের মোক্তিয়ারকার সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুরদের শরণাপন্ন হইলেন। তাহার পর নবাব সিরাজদ্দৌলা বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে পাঠাইয়া দিতে কলিকাতাতে সাহেবান ইঙ্গরেজদের নিকট পত্র পাঠাইলেন, তাহাতে সাহেবেরা পরামর্শ করিয়া কএক প্রধান সাহেব মুরশিদাবাদে গিয়া মহারাজ দুর্লভরামের দ্বারা নবাবকে কহি-

লৈন যে, এমন ধর্ম্ম নহে যে, শরণাগত লোককে পরিত্যাগ করে, আপনি দেশের কর্ত্তা আপনাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা অবশ্য করিতে হয়, অতএব ধর্ম্ম বিবেচনাতে যে কর্ত্তব্য হয় তাহাই আমরা করিব, আপনাকেও তাহাই করিতে হয়। মহারাজ দুর্ল্লভরামও অনেক প্রকার নবাবকে বুঝাইলেন, কিন্তু নবাব সে সকল কিছুই স্বীকার করিলেন না বরং সাহেব লোকদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, তদনন্তর সাহেব লোকেরা শরণাগত বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের জাতি প্রাণ রক্ষার্থে অনেক টাকা নজরআনা দিতে কবুল করিলেন, নবাব তাহাও স্বীকার করিলেন না। ইহাতে সাহেবলোকেরা মুরষিদাবাদ হইতে ফিরিয়া কলিকাতাতে আইলেন, নবাবও সসৈন্যে কলিকাতার উপর চড়াউ করিয়া হালসিরবাগানে আসিয়া ছাউনি করিলেন। তাহার পর সাহেব লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কুটি ও কলিকাতা সহর লুঠ করিতে লাগিলেন, তথাপি সাহেবেরা বৈদ্যরাজা রাজবল্লভকে নবাবের সাক্ষাৎ হাজীর করিয়া দিলেন না, কিন্তু জাহাজে চড়াইয়া স্থানান্তর করিলেন। এইরূপে নবাব সিরাজদ্দৌলা কোম্পানি বাহাদুরের কুটি ও কলিকাতা সহর লুট করিয়া আপন সর্ব্বনাশের হেতু করিয়া মুরসিদাবাদে গেলে পর সাহেব লোকেরা কলিকাতা হইতে উঠিয়া বিলাতে গেলেন। পুনরায় তথা হইতে আসিয়া কলিকাতা শহর লুটেতে মহাজন ও মুদি বকালি গৃহস্থ প্রভৃতি লোকদের মধ্যে যাহার যে ক্ষতি হইয়া ছিল, তাহার যে যেমন জায় করিয়া দিলেক তাহাকে তেমনি বেবাক দিয়া খাজে পিৎরুস আরমানি দ্বারা মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও ফৌজ বক্সী জাফরালীখাঁ ও জগৎশেট

মহাতাবরায় ও তাহার ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি কথক প্রধান লোকদের সহিত সাহিত্য করিয়া অর্থ ও কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শরণাগত প্রতিপালনরূপ ধর্ম্মপতাকা উঠাইয়া যুদ্ধার্থে পলাশিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রথমত যুদ্ধার্থে মহারাজ মোহনলালকে সসৈন্যে পাঠালেন, তিনি আসিয়া যৎকিঞ্চিৎ যুদ্ধেতেই ভগ্ন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তাহার পর মীরমদনকে পাঠাইলেন, তিনি আসিয়া অতিবড় যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু শেষে মারা গেলেন। তাহার পর মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালীখাঁ এবং আর আর ইহাদের অনুগত সরদারেরা নবাবের হুকুমেতে যুদ্ধস্থলে আসিয়া এক প্রকার অভিমুখ হইলেন। পরে সাহেব লোকেরা স্থির হইয়া থাকিলেন, কেহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন না। মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি নবাবের সরদারেরা কেবল কতক গোলা বার করিয়া যুদ্ধ ভূমি ধূমময় করিয়া যুদ্ধ হইতে ভঙ্গ দিয়া গেলেন। সাহেব লোকেরা ঐ পলাশিতেই থাকিলেন, মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও জাফরালীখাঁ প্রভৃতি সরদারদের সলাতে নবাবী সকল সৈন্যেরা দাদনির ওজর করিল। ইহাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে হুকুম দিলেন যে, আমার বেগমদের নাকেরনথ পর্য্যন্ত যত ধন আছে সে সকল ধন লইয়া যে যে সরদারেরা আপন আপন বিগ্নাদারিদের দরমাহ যত বাকি বলে তাহাদিগকে তাহাই দেও, হিসাবের অপেক্ষা করিওনা পশ্চাৎ হিসাব হইবে, এইরূপ আজি দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সকলফৌজদের বেবাক দাদনি করিয়া সকল সর্দার দিগকে হুকুমদেও যে, চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে

যেন সকলে আপন আপন বিরাদারি সমেত আসিয়া উপস্থিত হয়, কল্য আমি অতি প্রত্যুষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব। এইরূপ হুকুম দিলেন, কিন্তু মহারাজ দুর্লভরাম প্রভৃতির উপরে নবাবের অপ্রত্যয় হইল। তদনন্তর মহারাজ দুর্লভরাম ও জাফরালীখাঁ প্রভৃতি সরদারেরা নবাবের আজ্ঞামত দাদনি করিয়া নবাবের সাক্ষাতে নিবেদন করিয়া আপন আপন স্থানে গেলেন। তদনন্তর নবাব সিরাজদ্দৌলা আপন লোকদের ব্যবহার অনুসন্ধান করিয়া শঙ্কা ও ভয়েতে অতিশয় সাতঙ্ক হইয়া পাটনার নায়েব সুবেদার রাজা রামনারায়ণের আরজীমতে ঐ রাত্রিতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জিলোখানাতে কোনহ সরদারকে হাজীর হইতে না দেখিয়া কেবল এক প্রাচীন বৃদ্ধ সরদারকে শও চারি পাঁচেক বিরাদারি সমেত হাজীর হইতে দেখিয়া এক খাস পলোয়ারে কএক খেদমৎগার সমেত সওয়ার হইয়া আজীমাবাদ প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাজমহলের নিকট পহুছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিছু খাদ্যসামগ্রীর নিমিত্ত একজন চাকরকে নৌকা হইতে নামাইয়া দিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল, সে পূর্ব্বে মুরষিদাবাদে একজন প্রধান লোক ছিল, নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে পাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছিলেন, এই অপমানে সে ব্যক্তি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল, সেই ফকীর নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে কিছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল, যে, তুমি এই খানে থাক, আমি বাজার হইতে সামগ্রী আনিয়া

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে রুটি করিয়া দিই। নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকর তৎকালোপযুক্ত সে কথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকীর সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা যে পালাইতেছেন, একথা প্রকাশ করিল। ইহাতে তথাকার ফৌজদারী আমলা লোকেরা নবাব সিরাজদ্দৌলার ইংরেজবাহাদুরের সহিত যে যুদ্ধ হইতে ছিল, তাহা জ্ঞাত ছিল, তাহারা ইহার পলায়ন শুনিয়া পলোয়ারের নিকটে আসিয়া সর্ব্বসুদ্ধ পলোয়ার আটকাইয়া মুরশিদাবাদে অতি শীঘ্র সমাচার পাঠাইল, নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাইলে পর মহারাজ দুর্ল্লভরাম সশঙ্ক হইয়া থাকিলেন। কিন্তু জাফরালীখাঁ সাহেব লোকদের সহিত মিলিয়া নবাবের কিল্লা ও আর আর আসবাব সকল অধিকার করিয়া ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা রাজমহলে ধরা গিয়াছেন এ সমাচার পাইয়া সাহেব লোকদিগকে সম্বাদ দিয়া নবাবকে তথা হইতে আনাইয়া জাফরগঞ্জে আপনার বাটীতে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। তাহার পর ঐ জাফরালীখাঁর পুত্র মীরণসাহেব লোকদিগকে ও মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিকে সম্বাদ না দিয়াই নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু ভয়েতে নানাপ্রকার কাতরোক্তি না শুনিয়া আপন হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ছিন্ন শরীর হাতির উপর চড়াইয়া শহর ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বরেচ্ছামতে নবাব মহাবৎজঙ্গের আপন মুনিবের পুত্র অথচ আপন মুনিব নবাব সরফরাজখাঁকে কপটে মারিয়া নবাব হওয়ার ও অলীভাস্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রদের সরদার লোকদিগকে কপটে কাটাইবার ও স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার বলাৎকারে পরস্ত্রীদিগকে

আনায়ন প্রভৃতি দৌরাত্মের প্রতিফল লোকতঃ প্রকাশ করিল। আলমগীরসানি বাদসাহি হন ১১৬৭ হিজরি সনে, ঐ আলমগীরসানি বাদসাহের জলুসী ২ সনে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঐ তিন সুবার সুবেদার হইয়া ১।৫ মাস সুবেদারী করিয়া এইরূপে মীরণের হাতে মারা গেলেন।

পরে মনসুরগঞ্জের হবেলীতে ইমতিয়াজ মহল মোকামে নবাব জাফরালীখাঁ বসিলেন, কাশিমবাজার হইতে কুড়োলিয়ার চৌকের পথ দিয়া জয়ঢাক বাজাইয়া কর্নলক্লাব ও মেজরকর্নল প্রভৃতি সরদার সাহেব লোকেরা মনসুরগঞ্জের হবেলীতে পৌঁহুছিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামকে ডাকাইয়া আনিলেন, আর আর সরদারেরা সকলে এবং জগৎশেটেরা দুইভাই তথাতে ছিলেন। তদনন্তর সকলেই একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া জাফরালীখাঁ নবাব মহাবৎজঙ্গের ভগিনীপতি ছিলেন, অতএব তাঁহাকে মহারাজ দুর্ল্লভরামের পরামর্শমতে ঐ সাহেব লোকেরা সুবেদার করিলেন ও তাঁহার পুত্র নবাব মীরণকে বাদসাহী দেওয়ান ও মহারাজ দুর্ল্লভরামকে নাএব সুবেদার করিলেন এবং মহারাজ দুর্ল্লভরামের ভ্রাতা রাজা কুঞ্জবিহারীকে রায়রাঁয়া করিলেন ও তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাসবিহারীকে নবাব মীরণের দেওয়ান করিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা যে কুঠী ও কলিকাতা লুঠ করিয়া ছিলেন তাহার দাওয়া কএক কোটি টাকার অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেকেতে বর্দ্ধমান জিলা ও চব্বিশ পরগণা লইলেন। এইরূপে কিছুদিন গেলে পর নবাব মীরণ দেখিলেন, যে কিছু মালিয়ত মহারাজ দুর্ল্লভরামের ঘরেই থাকিল

এবং মহারাজ দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিরা নবাব জাফরালীখাঁকে ও নবাব মীরণকে তাদৃক মানেনা ও কোনহ কোনহ কর্ম্মে স্বতঃ প্রাধান্যও করেন, এই সকল দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরাম হইতে দিনে দিনে বিরক্ত হইতে লাগিলেন। নবাব জাফরালীখাঁর সহিত মহারাজ দুর্ল্লভরামের পূর্ব্বে বড়ই প্রীতি ছিল, কিন্তু পুত্রের অনুরোধ মাত্রে তিনিও মহারাজদুর্ল্লভরাম হইতে বিগড়িলেন। এইরূপে দিনে দিনে অপ্রীতি বৃদ্ধি হওয়াতে নবাব জাফরালীখাঁ প্রভৃতিরা কোনহ উপদ্রব উপস্থিত করিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামকে মারিতে চেষ্টা করিয়া ফৌজের দাদনির ছলে সকল ফৌজ মহারাজ দুর্ল্লভরামের নিকটে পাঠাইয়া তাঁহাকে ফৌজেতে ঘেরাইয়া রাখিলেন। তদনন্তর মহারাজ দুর্ল্লভরাম কাশিমবাজারের ও মুরাদবাগের সাহেব লোকদের নিকটে ত্বরায় চিঠী পাঠাইলেন, তখন হেষ্টিংস সাহেব মুরাদবাগে কোম্পানির ফৌজের সরদার ছিলেন, মহারাজ দুর্ল্লভরামের এই চিঠী পাইয়া হেষ্টিংস সাহেব ও আর আর কএক সরদার সাহেব অনেক গোরা সমেত মহারাজ দুর্ল্লভরামের হবেলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নবাবী ফৌজদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিয়া কএক দিনের পর মহারাজ দুর্ল্লভরামকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে মহারাজ দুর্ল্লভরামের পরিবারেরাও মুরষিদাবাদ হইতে উঠিয়া কলিকাতা আইলেন। এইরূপে মহারাজ দুর্ল্লভরাম উঠিয়া কলিকাতা আইলে পর নবাব মীরণ সশঙ্ক হইয়া কলিকাতা আসিয়া সাহেব লোকদের সহিত সাহিত্য করিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামকে ধরিয়া

লইয়া যাবেন এই মনস্থ করিয়া সসৈন্যে কলিকাতায় আইলেন। তদনন্তর বান্সিটাটনামে বড় সাহেব নবাব মীরণের এই মনস্থ জানিতে পারিয়া গড় হইতে এক কোম্পানি গোরা ও কতক তেলঙ্গা ও কতক তোপ মহারাজ দুল্লভরামের গোলাবাড়ীর হবেলীতে পাঠাইয়া দিলেন। নবাব মীরণ এ সকল জানিয়া কৌশলের পরামর্শমতে সকল ফৌজ গঙ্গার ওপারে শালিখার ঘাটে রাখাইয়া চাঁদপালের ঘাটে আপনি পার হইয়া সাহেব লোকদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া মুরষিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর আলীগৌহর শাহজাদা যখন দিল্লী হইতে আজীমাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়া ছিলেন তখন তথাকার নাএব সুবেদার রাজা রামনারায়ণ সশঙ্ক হইয়া নবাব জাফরালীখাঁর নিকটে শাহজাদার পৌঁছিবার আর্জী করিলেন। পরে নবাব জাফরালীখাঁর হুকুমমতে শাহজাদার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন এবং নবাব মীরণ সসৈন্যে সাহজাদার সহিত যুদ্ধ করিতে আজীমাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে শাহজাদা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা ভাল না বুঝিয়া ঝাড়ির পথ দিয়া বাঙ্গালাতে আসিয়া পৌঁছিছিলেন, তদনন্তর নবাব মীরণ আজীমাবাদ হইতে মুরষিদাবাদে আসিতেছেন রাজমহল মোকামে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি করার ফলরূপ বজ্রাঘাতে মরিলেন। এইরূপে নবাব মীরণ মরিলে পর তাহার কবরের উপরেও দুইবার বজ্রপাত হইল। নবাব জাফরালীখাঁ নামমাত্রে নবাব ছিলেন তাঁহার পুত্র নবাব মীরণ সুবেদারী কার্য্য সকলি করিতেন এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার

ন্যায় প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহার এইরূপে মরণ হইলে পর নবাব জাফরালীখাঁ আপন জামাতা কাসমলীখাঁ রঙ্গপুর অঞ্চলের মোক্তিয়ার ছিলেন, তাঁহাকে তথা হইতে আনাইয়া আপনার সকল কার্য্যের মোক্তিয়ার করিলেন। সেই সময়ে নবাব জাফরালীখাঁর নামে কোন অপবাদ সাহেব লোকদের নিকটে প্রকাশ হইয়া ছিল, সেই অপবাদের মার্জ্জনার্থে নবাব জাফরালীখাঁ কাসমলীখাঁকে কলিকাতায় সাহেবলোকদের নিকটে পাঠাইলেন, কাসমলীখাঁ তথায় আসিয়া নবাব জাফরালীখাঁর নানাপ্রকার চুগল করিয়া ঐ অপবাদ বিলক্ষণমতে পুষ্ট করিয়া এবং সাহেবলোকদের সহিত সাহিত্য করিয়া আপনি সুবেদার হইয়া মুরসিদাবাদে গিয়া সাহেব লোকদের পরামর্শমতে নবাব জাফরালীখাঁকে কয়েদ করিয়া কলিকাতা পাঠাইলেন। এবারে নবাব জাফরালীখাঁর সুবেদারী আলমগীরসানি বাদসাহের আমলের শেষ ৩।১ মাস পর্য্যন্ত। এইরূপে নবাব জাফরালীখাঁ কলিকাতায় কএদ হইয়া থাকিলে পর নবাব কাসমলীখাঁ সুবেদার হইয়া ঝাড়ী অঞ্চলে আলীগোহর শাহজাদার নিকটে অনেক ধন ও অনেক উত্তম সামগ্রী ও আরজদাস্ত পাঠাইয়া সুবেদারীর সনন্দ এবং নসীরুল্মুল্ক ইম্‌তেয়াজদ্দোলা নবাব আলীজাহমীর মহম্মদ কাসমলীখাঁ বাহাদুর নসরৎজঙ্গ এই খেতাব ও হপ্তহাজারী মনসব পাইয়াই সাহেব লোকদের সহিত বিমতাচরণ করিয়া আপনি স্বতঃপ্রধান হইলেন এবং ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমান ব্যতিরেকে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ইহার মধ্যে কোথাও সাহেব লোকদের আজ্ঞা রাখিলেন না।

কেবল কুঠির ব্যবহার মাত্র থাকিল। ইহার স্ত্রী জাফরালী খাঁর কন্যা, ইহাকে পূর্ব্বে অবজ্ঞা করিত, এই প্রযুক্ত ইনি তাহাকে তীরে বিদ্ধা করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কএক মাস মুরষিদাবাদে থাকিয়া সুবেদারী করিয়া কেবল জগৎশেটের কুঠী ব্যতিরেকে ও মহারাজ দুর্ল্লভরামের ঘর ব্যতিরেকে নবাবী মোক্তিয়ারকার ছোট বড় সকলের সকল ধন ক্রোক করিয়া লইয়া ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও নবাব জাফরালীখাঁ ব্যতিরেকে নবাবী ছোট বড় সকল ওমরা লোক দিগকে লইয়া এবং নবাব সরকারের সমস্ত দৌলত লইয়া অবুতোরার নামে আপনার খুড়াকে মুরষিদাবাদের কিল্লাতে কিল্লাদার করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ উঠিয়া আপনি মুঙ্গেরে গিয়া থাকিলেন। তথায় মুরষিদাবাদ সহরের ন্যায় কিল্লা ও সহর পত্তন করিলেন এবং বাঙ্গালার আর আর সুবেদারদের হইতে অধিক আধিপত্য ও প্রতাপ করিলেন এবং ফরাসীদের সহিত অতিশয় সাহিত্য করিলেন ও গুরগীনখাঁ ও মারকাট প্রভৃতি অনেক আরমাণাদিগকে চাকর রাখিয়া প্রধান সেনাপতি করিলেন, এইরূপে কমবেশ ৬।৭ লাক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, তাহার পর মুরষিদাবাদের কিল্লাতে একবার চুরি হইয়াছিল, তাহাতে এক দিবস এক হুকুম সকল থানাতে হইয়া ৬০০ শত চোর মারা যায়, ইহাতেই চোরভয় নিবৃত্ত হইল। তাহার পর সাহেব লোকেরা আপনাদের পঞ্চত্বরা মাফের দরখাস্ত করিলেন, তাহাতে আর আর সকলের অনুরোধ করিয়া একেকালে পঞ্চত্বরা উঠাইয়া দিলেন। তাহার পর জগৎশেটের দুই

ভাই শেট মহাতাবরায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ্রকে খণ্ডখণ্ড করিয়া লবণের রাশির মধ্যে ফেলাইয়া দিলেন। ও বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে ও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে গলাতে ঘড়া বান্ধিয়া গঙ্গাতে ডুবাইয়া দিলেন ও পাটনার নায়েব সুবে-দার রাজা রামনারায়ণকে বুকের উপর পাথর চাপাইয়া মারিলেন ও মহারাজ দুর্ল্লভরামের নায়েব মহারাজ সকৎ-সিংহকেও নষ্ট করিলেন। ও নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় যাহার চৌকিতে কএদ ছিলেন, সে হিন্দু ছিল, এই কারণ তাহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া কোন কৌশল-ক্রমে ভাগাইয়া দিল, নবাবও জমীদার জানিয়া তাদৃক তাৎপর্য্য করিলেন না। আর ভোজপুরের লোকেরা বড় ঠক ও চোর ছিল, তাহাদের এমন শাসন করিলেন যে, তাহারা বিলক্ষণরূপে জব্দ হইল। পরে নেপাল অধিকার করিতে গিয়া বড় যুদ্ধ করিয়া নেপালের গড় প্রায় লন, ইতিমধ্যে কোন বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইয়া তথাহইতে উঠিয়া আইলেন। তাহার পর কলিকাতার সাহেব লোকেরা নবা-বের এই সকল ব্যবহার ও দিনে দিনে আধিপত্য দেখিয়া শঙ্কাতে অস্থির হইয়া গুরগীনখাঁ আরমাণী মারফত বাহ্যেতে শিষ্টাচার রাখিয়া ও তাহাকে স্বপক্ষ করিয়া এবং মহরাজ দুর্ল্লভরাম ও নবাব জাফরালীখাঁ প্রভৃতির সহিত শলা করিয়া বিলাত হইতে হুকুম ও ফৌজ আনাইয়া এবং কলিকাতা-তেও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবাব কাসমলীখাঁর সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাগিলেন। নবাব এ সম্বাদ পাইয়া কলিকাতা ব্যতিরেকে সুবে বাঙ্গালার ও সুবে বেহারের

মধ্যে যেখানে যে ইংরাজ ছিল, সকলকে সেই সেই স্থানে একদিনে এক হুকুমে ও একসময়ে মারিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সাহেবেরা অত্যন্ত আক্রোশযুক্ত হইয়া নবাব জাফরালীখাঁ ও মহারাজ দুল্লভরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমত হুগলীতে নবাবী ফৌজের সহিত এক লড়াইতে তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহার পর সুঁতীর মোহন্যাতে দ্বিতীয় লড়াইতেও জয়ী হইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁহুছিলেন। তদনন্তর নবাব কাসমলীখাঁ আরমাণী সরদারদের সাহেবলোকদের সহিত সাহিত্য বুঝিতে পারিয়া কএক আরমাণী সরদারকে নষ্ট করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ তথাহইতে উঠিয়া কাশী পর্য্যন্ত গেলেন। তথায় নবাব উজীর সুজাওদ্দৌলা ও কাশীর রাজা বলবন্তসিংহের সহিত মেল করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তার পর নবাব উজীর শুজাওদ্দৌলাকে অনেক ধন দিয়া সাহায্য মাগিলেন, নবাব উজীর সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। পরে সাহেবেরা রাজা বলবন্তসিংহের সহিত সাহিত্য করিয়া বগসরে গিয়া পৌঁহুছিলেন, তথায় উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, নবাব উজীর নবাব কাসমালীখাঁর তাদৃক সাহায্য করিলেন না। ইহাতেই নবাব কাসমালীখাঁ সাহেব লোকদের সহিত দুই লড়াই দিয়া তৃতীয় লড়াইতে ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিলেন, ধন সকল কিছু কাশীতে কিছু লক্ষৌতে নষ্ট হইল। এইরূপে কাসমলীখাঁ সাহেব লোকদের সহিত যুদ্ধেতে পরাজিত হইয়া শাহআলম বাদসাহের প্রথম অধিকার সময়ে ৩।২ মাস সুবেদারী করিয়া দিল্লীতে গিয়া কিছু দিন পরে মরিলেন। শাহ-

আলম বাদশাহ হন, হিজরি ১১৭৪ সনে। এই সময়ে সাহেব লোকেরা নবাব উজীরের সহিত প্রথম মেল করিলেন। তদনন্তর সাহেবেরা মুরষিদাবাদে আসিয়া ঐ জাফরালীখাঁকে পুনরায় সুবেদার করিয়া তাহার ভাই ইহৎরামদ্দোলাকে নায়েব সুবেদার করিয়া আজীমাবাদ পাঠাইলেন, ঐ জাফরালীখাঁর পুত্র নজমদ্দোলাকে বাদসাহী দেওয়ান করিয়া মহারাজ দুর্ল্লভরামের সহিত জাফরালীখাঁর কোনমতে প্রীতি হইল না, তৎপ্রযুক্ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা আইলেন। তদনন্তর নবাব জাফরালীখাঁ নন্দকুমারকে রাজগী খেতাব দিয়া রাজা কুঞ্জবিহারিকে তগীর করিয়া তাঁহাকে রায়রাঁয়া কার্য্যে মকরর করিলেন, কিন্তু মহারাজ দুর্ল্লভরামের অনুরোধে সাহেব লোকদের ইচ্ছামতে কুল্লের নায়েব সুবেদারী কার্য্যে কেহ মকরর হইল না। এইরূপে নবাব জাফরালীখাঁ পুনর্ব্বার ২ বৎসর সুবেদারী করিয়া সিরাজদ্দোলার সঙ্গে নিমখারামির ফল গলৎ কুষ্ঠরোগে মরিলেন। এই সময়ে লর্ডক্লাইবনামে বড় সাহেব বিলাত হইতে আসিযা কলিকাতা মোকামে পৌঁহুছিলেন, তদনন্তর ঐ বড় সাহেবের হুকুমমতে জাফরালীখাঁর পুত্র নজমদ্দৌলা ও রাজানন্দ কুমার প্রভৃতি নবাবী আমলারা কলিকাতায় আইলেন, তখন চট্টগ্রামের ফৌজদার মহম্মদরেজাখাঁ যাহার খেতাব মুজর্ফরজঙ্গ, তিনিও কলিকাতাতে আইলেন এবং ঐ জগৎশেটের দুই পুত্র শেট খোশালচন্দ্র ও মহারাজ উদ্যৎচন্দ্রও কলিকাতা আইলেন। এইরূপে সকলে একত্র হইয়া বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এক মাস কলি-

কাতাতে থাকিলেন। তদনন্তর বড় সাহেবের ইচ্ছা মহারাজ দুল্লর্ভরামকে নাএব সুবেদার করেন, কিন্তু নবাব নজমতদ্দৌলার ইচ্ছা নহে, এ প্রযুক্ত নবাব মজফ্ফরজঙ্গকে নাএব সুবেদার করা কৌশলেতে স্থির হইল। এইমতে নবাব নজমতদ্দৌলাকে সুবেদার করিয়া নবাব মজফ্ফরজঙ্গকে তাঁহার নেয়াবতে মকরর করিলেন ও মহারাজ দুল্লর্ভরামকে কুল্লের দেওয়ানিতে মকরর করিয়া তাঁহার পুত্র মহারাজ রাজবল্লভকে রায়রাঁয়ানি কার্য্যে মকরর করিলেন, শেটের দুই ভাই আপন আপন পিতৃপদ পাইলেন ও মহারাজ দুল্লর্ভরামের ইচ্ছামতে মহারাজ সেতাবরায়কে আজীমাবাদের নায়েব সুবেদারীতে বহাল করিলেন। এইরূপে সকলে উপযুক্তমতে পদস্থ হইয়া মুরষিদাবাদে গেলেন, পরে নবাব নজমতদ্দৌলা এই সকল লোককে লইয়া ৩ বৎসর সুবেদারী করিয়া মরিলেন। তাহার পর তাঁহার বৈমাত্র ভাই ঐ জাফরালীখাঁর পুত্র সয়ফদ্দৌলা সুবেদার হইলেন, আমলা সকল পূর্ব্ববৎ থাকিলেন। এই সময়ে লর্ডক্লাইব বড় সাহেব দিল্লীতে গিয়া শাহআলম বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে যে সকল করিলেন, তাহা শাহআলম বাদসাহের বিবরণে বিস্তারিত লিখিত আছে। এইরূপ নবাব সয়ফদ্দৌলা ৩ বৎসর সুবেদারী করিয়া মরিলেন। তাহার পর ঐ জাফরালীখাঁর পুত্র মুবারকদ্দৌলা নবাব হইলেন, ইহার সুবেদারী হবার কএক মাসের পরে মহারাজ দুল্লর্ভরাম মহীন্দ্র মরিলেন, ইহার কএক মাসের পরে হেষ্টিংসসাহেব বড় সাহেব হইয়া আইলেন। তিনি নবাব মজফ্ফরজঙ্গকে কএদ করিয়া মুরষিদাবাদ হইতে আনাইয়া চিতপুরে নজর-

বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং মহারাজ সেতাবরায়কেও আজী-মাবাদ হইতে কএদ করিয়া আনাইলেন, তদনন্তর বড় সাহেব আপনি মুরষিদাবাদে গিয়া ঐ মহারাজ মহীন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুরকে ৩ সুবার কুল্লের দেওয়ান করিয়া খালিসা ও টাকসাল মুরষিদাবাদ হইতে উঠাইয়া কলিকাতাতে আনিলেন, তদবধি মুরষিদাবাদে রাজকীয় ব্যাপার কিছুই থাকিল না, নবাব মুবারকদ্দৌলার পরিবার পোষণার্থে ১৬,০০০০০ লক্ষ টাকা মকরর করিয়া দিলেন এবং রাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাব মুবা-রকদ্দৌলার দেওয়ান করিয়া দিলেন, তার পর সুবে বাঙ্গা-লাকে চারি জিলা করিয়া ঐ চারি জিলাতে সাহেবলোক-দিগকে মোক্তিয়ারকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের তরফ হইতে এক এক দেওয়ান তজবিজ করিয়া সুবে বাঙ্গালার বন্দবস্ত করিলেন ও আজীমাবাদের মোক্তিয়ার সাহেবলোক-দিগকে করিয়া ঐ মহারাজ সেতাবরায়কে মহারাজ রাজবল্ল-ভের তরফ হইতে দেওয়ানিতে মকরর করিয়া পাঠাইলেন।

এইরূপে সুবে বাঙ্গালাতে কোম্পানি বাহাদুরের অধি-কার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কোম্পানি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়া ছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ও আপন মুনিব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি বৃক্ষের ফল পাইলেন, অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔর-ষেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম, অতএব বিপরীত খচরস্থ-

রূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসীসমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করিলেন। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।*

এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহআলম বাদসাহ পর্য্যন্ত ও মুনইমখাঁ নবাব অবধি নবাব কাসমালীখাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট্ রাজাদের ও নবাবদের এবং তাঁহাদের চাকর লোকদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে এই হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত কোম্পানি বাহাদুরের অধিকাররূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ব ও ফলিতত্বের সমবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার রূপ বৃক্ষের আলবালত্বে নিরপিত পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়শর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গনামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

---

* পশ্চাৎ মহামান্য সুপ্রিম্ কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ৺ রামজয় তর্কালঙ্কারের সাহায্যে মোকৰ্দ্দমা রুজু করিয়া পোষ্যপুত্র মঞ্জুর করাইলেন ও রাজা গৌরবল্লভকে পোষ্যপুত্র লইলেন, তাঁহার পুত্র রাজা রুক্মিণীবল্লভ এক্ষণে জীবিত আছেন।